২৯৭ সংখ্যা | ব্রাহ্মসম্বৎ ৩৯

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য চতুর্দশানুবাকে অষ্টমং সূক্তং।

গোতম ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ সোমো-দেবতা।

১০৭৬

৬। অতারিষ্ম তমসস্পারমস্যোষা উচ্ছন্তী বয়ুনা কৃণোতি। শ্রিয়ে ছন্দো ন স্ময়তে বিভাতী সুপ্রতীকা সৌমনসায়াজীগঃ।

৬। 'অস্য' নৈশস্য 'তমসঃ' অন্ধকারস্য 'পারং' সমাপ্তিপ্রদেশং 'অতারিষ্ম' উত্তীর্ণাঃ অভূম। অনন্তরং 'উচ্ছন্তী' নৈশং তমঃ বর্জ্জয়ন্তী 'উষা' 'বয়ুনা' বয়ুনানি সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং জ্ঞানানি 'কৃণোতি' নির্ম্মিমীতে 'শ্রিয়ে' সম্পদর্থং 'ছন্দঃ' 'ন' 'স্ময়তে' যথা উপচ্ছন্দয়িতা বশীকরণে সমর্থঃ পুরুষঃ আত্মসমীপং প্রাপ্য তৎপ্রীত্যর্থং স্ময়তে হসতি এবং 'বিভাতী' বিশিষ্টপ্রকাশং কুর্ব্বতী উষা স্বকীয়যা নির্ম্মলদীপ্ত্যা হসন্তীব দৃশ্যতে। এবং 'সুপ্রতীকা' বিশিষ্টপ্রকাশ রূপত্বেন শোভনাঙ্গী সতী 'সৌমনসায়' সর্ব্বেষাং সৌমনস্যায় 'অজীগঃ' অন্ধকারং ভক্ষিতবতী।

৬। আমরা এই নৈশ অন্ধকারের পারে উত্তীর্ণ হইয়াছি। উষা, অন্ধকারকে নিরাস করত সমস্ত প্রাণীর জ্ঞান উৎপাদন করিতেছেন। যেমন বশীকরণ-সমর্থ মনুষ্য হাস্য করে, সেই রূপ এই আলোক-প্রদা উষা স্বীয় কান্তি প্রভাবে যেন হাস্য করিতেছেন। ইনি প্রিয়দর্শনা হইয়া সকলকে প্রীতি করিবার নিমিত্ত অন্ধকার বিনষ্ট করিয়াছেন।

১০৭৭

৭। ভাস্বতী নেত্রী সূনৃতানাং দিব স্তবে দুহিতা গোতমেভিঃ। প্রজাবতো নৃবতো অশ্ববুধ্যানুষো গো অগ্রা উপমাসি বাজান্।

৭। 'ভাস্বতী' তেজস্বিনী। সূনৃতেতি বাঙ্‌নাম। 'সূনৃতানাং' প্রিয়সত্যাত্মিকানাং 'নেত্রী' প্রণেত্রী কারয়িত্রী উষসি হি জাতায়াং মনুষ্যপ্রমুখাঃ প্রাণিনঃ স্ব স্ব ব্যাপারায় ইতস্ততঃ শব্দং কুর্ব্বন্তি। এবম্ভূতা 'দিবোদুহিতা' দ্যুলোক সকাশাৎ উৎপন্না উষা 'গোতমেভিঃ' ঋষিভিঃ অস্মাভিঃ 'স্তবে' স্তূয়তে। হে 'উষঃ' অস্মাভিঃ স্তুতা ত্বং 'বাজান্' অন্নানি 'উপমাসি' প্রযচ্ছ। কীদৃশান্ বাজান্ 'প্রজাবতঃ' প্রজাভিঃ পুত্র পৌত্রাদিভিঃ যুক্তান্ 'নৃবতঃ' দাস লক্ষণৈঃ নৃভিঃ উপেতান্ 'অশ্ববুধ্যান' অশ্বাঃ বুধ্যা বিদ্যমানত্বেন বোদ্ধব্যাঃ যেষু বাজেষু তান্ যদ্বা অশ্ববুধ্নান্ অশ্ব ব্যাপত্যা যকারঃ। অশ্বমূলান্ অশ্বৈঃ হি রাজানঃ ধনানি

অন্নানি চ লভস্ব অতোঽস্মানাং তন্মূলম্বং 'গোঅগ্রান' গাবোঽগ্রে প্রমুখে যেষাং তাদৃশান্।

৭। তেজস্বিনী সুনৃত বাক্য প্রণেত্রী দ্যুলোকোৎপন্না উষা আমাদিগের কর্ত্তৃক সংস্তুত হইতেছেন। হে উষা! তুমি আমাদিগকে পুত্র পৌত্র দাস অশ্ব ও গো যুক্ত অন্ন প্রদান কর।

১০৭৮

৮। উষস্তমশ্যাং যশসং সুবীরং দাসপ্রবর্গং রয়িমশ্ববুধ্যং। সুদংসসা শ্রবসা যা বিভাসি বাজপ্রসূতা সুভগে বৃহন্তং।

৮। হে 'উষঃ' উষো দেবতে 'তং' 'রয়িং' ধনং 'অশ্যাং' প্রাপ্নুয়াং। কীদৃশং 'যশসং' যশসা কীর্ত্ত্যা যুক্তং সর্ব্বৈঃ প্রশস্যং ইত্যর্থঃ 'সুবীরং' শোভনৈঃ বীরৈঃ পুত্রাদিভিঃ যুক্তং 'দাস প্রবর্গং' প্রকৃষ্টো বর্গঃ সঙ্ঘঃ প্রবর্গঃ দাসানাং কর্ম্মকরাণাং প্রবর্গো যস্মিন্ তং। অনেকৈর্ভৃত্যৈরুপেতমিত্যর্থঃ। 'অশ্ববুধ্যং' অশ্বাঃ বুধ্যাঃ বোদ্ধব্যাঃ যেন ধনেন তাদৃশং। হে 'সুভগে' শোভন ধন উষঃ 'সুদংসসা' শোভনেন কর্ম্মণা যুক্তেন 'শ্রবসা' শ্রবণীয়েন স্তোত্রেণ প্রীতা ত্বং 'বাজপ্রসূতা' অস্মভ্যং দত্তান্না সতী 'বৃহন্তং' প্রৌঢ়ং 'যা' যং রয়িং 'বিভাসি' বিশেষেণ প্রকাশয়সি তমস্যামিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ।

৮। হে সুভগে! তুমি শোভন কর্ম্মযুক্ত শ্রবণীয় স্তোত্র দ্বারা প্রীত হইয়া আমাদিগকে অন্ন প্রদান পূর্ব্বক যে বিপুল বিত্ত প্রকাশিত করিয়া থাক, হে উষা! আমরা কীর্ত্তি পুত্র দাস ও অশ্বের সহিত সেই ধন প্রাপ্ত হই।

১০৭৯

৯। বিশ্বানি দেবী ভুবনাভিচক্ষ্যা প্রতীচী চক্ষুরুর্বিয়া বিভাতি। বিশ্বং জীবং চরসে বোধয়ন্তী বিশ্বস্য বাচমবিদন্মনায়োঃ।

৯। 'দেবী' দ্যোতমানা উষা 'বিশ্বানি' সর্ব্বাণি 'ভুবনা' ভুবনানি ভূতজাতানি 'অভিচক্ষ্য' অভিপ্রকাশ্য প্রকাশবন্তি কৃত্বা অনন্তরং 'প্রতীচী' প্রত্যঙ্ মুখী সতী 'চক্ষুঃ' প্রকাশকেন তেজসা 'উর্ব্বিয়া' উর্ব্বী বিস্তীর্ণা সতী বিভাতি প্রকাশতে। অপিচ 'বিশ্বং' 'জীবং' সর্ব্বং প্রাণিজাতং 'চরসে' চরণায় স্বস্ব ব্যাপারেষু প্রবর্ত্তনায় 'বোধয়ন্তী' নিদ্রাতঃ সকাশাৎ উদ্বোধয়ন্তী উষা 'বিশ্বস্য' সর্ব্বস্য 'মনায়োঃ' মনসা যুক্তস্য বাগ্ব্যবহারে সমর্থস্য প্রাণিজাতস্য যা বাগস্তি তাং 'বাচং' 'অবিদৎ' অলম্ভত অতএব উষসঃ সূনৃতাবতীতি সজ্ঞোপপন্না ভবতি।

৯। প্রকাশবতী উষা সমস্ত প্রাণিকে প্রকাশিত করত প্রত্যঙ্ মুখী হইয়া প্রকাশক তেজ দ্বারা বিস্তীর্ণ হইয়া থাকেন এবং সমস্ত প্রাণিকে স্ব স্ব কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত প্রবোধিত করিয়া মনযুক্ত মনুষ্য দ্বারা সংস্তুত হইয়া থাকেন।

১০৮০

১০। পুনঃ পুনর্জায়মানা পুরাণী সমানং বর্ণমভি শুম্ভমানা। শ্বঘ্নীব কৃত্নুর্বিজ আমিনানা মর্ত্তস্য দেবী জরয়ন্ত্যায়ুঃ। ১।৬।২৫।

১০। 'পুনঃ পুনঃ' 'জায়মানা' প্রতিদিবসং সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বং প্রাদুর্ভবন্তী 'চিরন্তনী' পুরাণী নিত্যেত্যর্থঃ। যস্মাৎ 'সমানং' 'বর্ণং' একমেব রূপং 'অভি' প্রাপ্য 'শুম্ভমানা' শোভমানা বিভিন্নেষপি দিবসেষস্যা এক রূপেণাবস্থানাৎ নিত্যত্বং ইত্যর্থঃ। এবং গুণ বিশিষ্টা 'দেবী' দেবনশীলা উষা 'মর্ত্ত্যস্য' মরণ ধর্ম্মণঃ সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য 'আয়ুঃ' ক্ষীয়তে উষাচ পুনঃ পুনর্জায়মানেত্যুক্তং অতঃসৈব 'আয়ুঃ' জীবনং 'জরয়ন্তি' উনয়ন্তী বর্ত্ততে বহ্বীষূষঃস্বতীতাসু হি সর্ব্বেষাং আয়ুঃ র্জরয়তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ 'কৃত্নুঃ' কর্ত্তনশীলা 'শ্বঘ্নীব' ব্যাধস্ত্রীব। সা যথা 'বিজঃ' চলতঃ পক্ষিণঃ 'আমিনানা' পক্ষাদি ছেদনেন হিংসন্তী তেষাং আয়ুর্জ্জরয়তি তদ্বৎ। ১। ৬। ২৫।

১০। উষা দেবী চিরন্তনী এবং বার বার জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহার রূপ একই প্রকার। কর্ত্তন শীলা ব্যাধ-স্ত্রী যেমন পক্ষাদি ছেদন দ্বারা পক্ষিদিগকে হিংসা করিয়া থাকে, সেই রূপ ইনি সমস্ত প্রাণির আয়ু নষ্ট করিয়া থাকেন। ১। ৬। ২৫।

ঈশ্বরের প্রতি আকর্ষণ।

বর্ষশেষের ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

৩০ চৈত্র শনি বার।

১৭৮৯ শক।

ক্ষতিলাভের গণনাতেই মানব-চক্র দিবা রাত্র ঘূর্ণিত হইতেছে। পৃথিবী বর্ষ-পূর্ণ করিবার জন্য যেমন অপ্রতিহত বেগে সূর্য্য-মণ্ডলকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, ঋতু-নিচয় স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদনের জন্য যেমন পর্য্যায়-ক্রমে প্রধাবিত হইতেছে, মানব-কুলও তদ্রূপ আপ্ত-কাম হইবার জন্য প্রতিক্ষণ সুখকর কল্যাণকর বিষয়েরই অনুসরণ করিতে তৎ-পর রহিয়াছে। যে সমস্ত কার্য্য ইষ্টকর সুখ-প্রদ, তাহাই তাহার অনুষ্ঠেয়; যাহা অনিষ্টকর অশুভ-প্রদ তাহাই তাহার পক্ষে পরিত্যজ্য। এই সিদ্ধান্ত-সোপান অবলম্বন করিয়া মর্ত্ত্য-লোকে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই সুখ সম্পদের, জ্ঞান ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুল হইয়া ভ্রাম্যমান হইতেছে।

দুগ্ধ-পোষ্য-শিশু শান্তি লাভের উদ্দেশেই জননীর ক্রোড় অন্বেষণ করে, বিজ্ঞান-লিপ্সু যুবা জ্ঞান-তৃষ্ণা চরিতার্থ করিবার জন্যই ক্রমাগত শ্রেষ্ঠতর উচ্চতর বিদ্যালয়েরই অনুসন্ধান করে, বিষয়-প্রিয় ব্যক্তি বিষয় বিত্ত সম্বর্দ্ধনের জন্য প্রাণোৎসর্গ করিয়া দিবারাত্র অতিবাহিত করে, শান্ত সমাহিত ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু সাধু জ্বলন্ত অনল সদৃশ সংসারের জ্বালা যন্ত্রণার মধ্যে অটল ভাবে অবস্থান করত এক দৃষ্টে ঈশ্বরের প্রসন্ন-মুখ চাহিয়া সকল উদ্বেগ নিবারণ করে।

সুখ শান্তি ইহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকেরই প্রার্থনীয়। দুঃখ না হয়, অবাধে অক্ষয় সুখ শান্তি লব্ধ হয়, এই আশ্বাসে আশ্বাসিত হইয়া প্রতি জনেই এই কর্ম্ম-ক্ষেত্র পৃথ্বীতলে নানা বিষয়ের অনুসন্ধান করিতেছে, নানা কার্য্য অবলম্বন করিয়া শরীর আয়ুঃ-ক্ষয় করিতেছে।

বালক ক্রোড়-ভ্রষ্ট হইলে, বিদ্যার্থী স্ব-কার্য্য সাধনে বাধা পাইলে, বিষয়ীর বিষয় বিত্ত লাভের ব্যাঘাত হইলে দুঃখ মনস্তাপের আর পরিসীমা থাকে না। কষ্ট ক্লেশের আর ইয়ত্তা হয় না। এমন কি, কত শত লোক এখানে পার্থিব সুখের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া—পার্থিব ধন সম্পদ-লাভে অ-নুরক্ত হইয়া নানা কারণে অসিদ্ধ-মনোরথ হইবা মাত্র অবৈধ উপায়ে প্রাণত্যাগ করি-তেছে, অথবা উৎকট রোগগ্রস্ত হইয়া চির-জীবনের মত অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছে। কত লোকেইবা বাঞ্ছিত বিষয় হস্তগত করি-বার জন্য অনুচিত পরিশ্রম, অসম্ভাবিত মনো-বৃত্তি সঞ্চালন জনিত দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া দুঃসহ ক্লেশ সহকারে মানব-লীলা সম্বরণ করিতেছে, অথচ তাহাদিগের সুখ-তৃষ্ণা চরিতার্থ হইতেছে না।

মানব-হৃদয় এমনি সুখ-প্রিয় যে, সৌ-ভাগ্য সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বাভাস সন্দর্শন করিবা মাত্র অমনি তাহা পদ্মের ন্যায় বিস্ফারিত হয়, দুঃখ ও বিষাদ অন্ধকারের আবির্ভাব হইতে না হইতেই অমনি তাহা ম্লান হইয়া যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সুখ লাভ করা মনুষ্যমাত্রেরই এক মাত্র প্রার্থনীয়। যাহার অভাব অনটন তাহারদিগের পক্ষে যার পর নাই ক্লেশকর, অকল্যাণকর, জগতের অযুত অগণ্য রত্ন রাজীর মধ্যে মনুষ্য সেই অমূল্য ধন নির্ব্বাচন করিতে সম্বধিক চেষ্টা করে না। যে ধন লব্ধ হইলে আশা পূর্ণ হয়, ব্যাকুলতার শান্তি হয়, সেই দেব-স্পৃহনীয় দুর্লভ ধনের প্রতি সহসা সকলের চক্ষু পতিত হয় না। মনুষ্যের হৃদয়-কন্দর হইতে যে সুখ-লালসা সম্ভূত হইয়া তাহাকে উপভোগ্য বিষয়ের জন্য

কখন মণি মাণিক্য, কখন যশো মান, কখন রাজ্য সাম্রাজ্য, কখন বা বিদ্যা-বিত্ত লাভের নিমিত্ত ব্যাকুল করিতেছে এবং তাহা লব্ধ হইলেও তৎ সম্ভোগে ক্ষুব্ধ ও অতৃপ্ত হইয়া আবার বিষয়ান্তর উপার্জ্জনের জন্য তাহাকে অধিকতর অস্থির করিয়া তুলিতেছে, সে যে কি অমূল্য অক্ষয় ধন, কোন্ নিভৃত আকরে—কোন্ সুগম্ভীর রত্নাকরে যে তাহা নিহিত রহিয়াছে, মনুষ্য পদে পদে হতাশ্বাস ও প্রবঞ্চিত হইয়াও তাহার অনুসন্ধান করে না। সংসারের সকল স্থান সকল পদার্থের নিকট হইতে নিরাশ হইয়াও সেই চির প্রার্থনীয় লক্ষ্যস্থানের প্রতি, সেই সুশীতল অক্ষয় তৃপ্তি সরোবরের প্রতি কাহারও বিজ্ঞান-চক্ষু নিপতিত হয় না। বালকেরা যেমন এক বার বহু আয়াসে বালুকা-রাশি সংগ্রহ করিয়া গৃহ-দ্বার নির্ম্মাণ করে, আবার মনঃপূত না হইলে অমনি তাহা ভগ্ন করিয়া অন্যবিধ দ্রব্যের আহরণে প্রবৃত্ত হয়। মনুষ্যও সেই রূপ সুখোদ্দেশে এক বার কোন রূপ পার্থিব বিষয় উপার্জ্জন করিতে উৎসাহ উদ্যমের সহিত প্রবৃত্ত হইতেছে, আবার সেই উপার্জ্জিত বিষয়ে বাঞ্ছিত সুখ-লাভে নিরাশ হইয়া অপর পদার্থের অনুসরণ করিতেছে। কোথায়ও আর প্রকৃত সুখ, প্রকৃত শান্তি লাভ হইতেছে না। কেবল ব্যর্থ পর্য্যটনে জীবন-কাল নিঃশেষিত করিতেছে। নির্ব্বোধ ভৃত্য যেমন প্রভুর আহ্বানমাত্রেই তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহার জিজ্ঞাসিত বিষয়ের প্রকৃত অর্থ বোধের অপেক্ষা না করিয়া ব্যাকুল অন্তরে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে এবং মনঃ-কল্পিত নানা দ্রব্য তাঁহার নিকটে লইয়া যাইয়াও তাঁহার তুষ্টিসাধন করিতে পারে না; সেই রূপ আত্মার যথার্থ লক্ষ্য, প্রকৃত প্রার্থনীয় সুখের অনুধাবন না করিয়া, তাহার যথার্থ তথ্য জিজ্ঞাসা না করিয়া বুদ্ধি-বৃত্তি ও ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি সমুদায় নানা প্রকার সুখ-সামগ্রী সংগ্রহ করিতে ধাবিত হয়। কিন্তু পর্ব্বত সমান ধন সম্পদ, সমুদ্র সমান যশো মান আহরণ করিয়াও আত্মার তুষ্টি-সাধন করিতে—আত্মার সুখ-স্পৃহা চরিতার্থ করিতে সমর্থ হয় না।

জলৌকা যেমন শোণিত-প্রয়াসে একটি তৃণ পরিত্যাগ করিয়া আবার তৃণান্তর আশ্রয় করিবার জন্য ব্যস্ত সমস্ত হইয়া মুখ-বিস্তার করিতে থাকে, মানব-হৃদয়ও সেই রূপ সেই আন্তরিক দুর্নিবার্য্য তৃষ্ণায় আকুল হইয়া সেই প্রেম-স্বরূপ রস-স্বরূপের সমীপবর্ত্তী হইবার জন্যই—সেই তৃপ্তি সরোবরের শান্তি সুধা পান করিবার উদ্দেশে নানা বিষয়েরই প্রতি ধাবিত হয়। কিন্তু কুত্রাপি কোন পার্থিব বিষয়ে সেই দেব-দুর্লভ আনন্দ লাভ করিতে পারে না। কিছুতেই আর যথার্থ তৃপ্তি, প্রকৃত শান্তি উপভোগ করিতে সমর্থ হয় না।

দেখ, আমরা কেমন অন্ধ অচেতন জীব! আমরা দেখিতেছি যে, যে ধন-তৃষ্ণার অন্ত নাই যে বিষয় বিত্ত উপার্জ্জন জনিত ব্যাকুলতার শেষ নাই, যাহার দ্বারা চিরজীবন সুখ স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হইবারও প্রত্যাশা নাই, যাহার বিনিময়ে অক্ষয়-শান্তি, বিমল-আত্ম-প্রসাদ লব্ধ হইবারও সম্ভাবনা নাই, আমরা তাহারই জন্য সর্ব্বক্ষণ ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছি, নদ নদী, সিন্ধুসাগর, পর্ব্বত প্রান্তর উল্লঙ্ঘন করিয়া দেশ দেশান্তর পর্য্যটন করিতেছি, তাহারই অর্জ্জন উপার্জ্জন বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিয়া আত্ম-জ্ঞান শূন্য হইয়া জড়-পিণ্ডের ন্যায় কর্ম্ম-ভূমিতে ঘূর্ণিত হইতেছি।

আমরা বাহিরের পদার্থ হইতে যত প্রতারিত হইতেছি, তত দুরন্ত পদার্থের প্রতি-ধাবিত হইয়া আরো হতাশ ও প্রবঞ্চিত

হইতেছি ; তথায় নিকটের বস্তুতে দৃষ্টিপাত করি না, আরো দূর দূরান্তরে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইতেছি। দূরস্থ নির্জীব জড় পদার্থের মধ্যেই চেতনকে—প্রাণকে অন্বেষণ করিতেছি, কিন্তু শরীরের মধ্যস্থিত সচেতন আত্মার অভ্যন্তরে প্রাণের প্রাণকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করি না। আমরা মেঘের ধূম্রবর্ণ দেখিয়া তন্মধ্যেই অনলের অনুসন্ধান করিতে আকাশ পথে উড্ডীন হইতেছি, কিন্তু হৃদয়-কন্দর হইতে যে অবিশ্রান্ত জ্বলন্ত অনল শিখা নির্গত হইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াও তাহার অভ্যন্তরে অগ্নির অস্তিত্ব অনুভব করি না। আমরা জল-স্রোতে ক্ষুদ্র বালুকারেণুর শুভ্র জ্যোতি দেখিয়া রজত-ভ্রমে তাহারই পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছি, কিন্তু আত্মা রূপ সুগভীর আকরে "হিরন্ময়ে পরে কোষে" যে অক্ষয় অমূল্য-রত্ন দীপ্তি পাইতেছেন, এক বারও তাঁহার প্রতি দৃষ্টি পাত করি না। কে আমারদিগকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন, কি জন্য আমরা প্রেরিত হইয়াছি, কোন্ অমূল্য ধন লাভের জন্যই বা দিবারাত্র হৃদয়-ভূমিতে আশানল প্রজ্বলিত হইতেছে, একবার তাহার আলোচনা করি না।

আজ বর্ষের শেষ দিন, দেখ, যাহারা বিষয়-বিত্ত লইয়া দ্বাদশ মাস কাল বিচরণ করিয়াছে, যাহারা বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া পূর্ণ এক বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়াছে, আজ চৈত্র মাসের শেষ দিন, আজ তাহারা কেমন শশব্যস্ত হইয়া সম্বৎসরের-ক্ষতি লাভের গণনা করিতেছে। কিন্তু আমরা আজ এখানে—এই পবিত্র মন্দিরে কিসের জন্য একত্রিত হইয়াছি? আমরা অচির অস্থায়ী ধন সম্পদের ক্ষতি লাভের আলোচনা করিতে এখানে আসি নাই। যে সাংসারিক ধন সম্পদের একান্ত উন্নতি হইলে মনুষ্য তৃণাসন পরিত্যাগ করিয়া, অধিক হয় তো মণি মাণিক্য-খচিত কাঞ্চন সিংহাসনেই আরোহণ করিতে পারে, যদি তাহার নিতান্তই দুর্গতি হয়, সুখদ ভোজন পানে বঞ্চিত হইয়া ভিক্ষা-লব্ধ শাকান্ন ভক্ষণেই দিনপাত করিতে হয়। এই পার্থিব ধন সম্পদের উন্নতি অবনতি দ্বারা মনুষ্যের আর কি অধিক সদ্গতি ও দুর্গতি হইতে পারে? কিন্তু যে অমূল্য অক্ষয় ধন, পণ্ডিত বর্ব্বর, দরিদ্র সম্রাট,—দেব মনুষ্য সকলেরই প্রয়োজন, যাহার জন্য সকলেই আকুল ও অস্থির হইয়া রহিয়াছে, সেই অমৃত-ধনের ক্ষতি লাভের আলোচনা করিতে আজ বর্ষ-শেষ-দিবসে আমরা সকলে এখানে সম্মিলিত হইয়াছি। যে ধন লব্ধ হইলে মনুষ্য মর্ত্ত্য-জীব হইয়া দেবত্ব লাভ করিতে পারে, ক্ষুদ্র কীট হইয়া ভূমা ঈশ্বরের সংসর্গ লাভে সমর্থ হয়, সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া অনন্ত-কাল অনন্ত উন্নতি-পথে উত্থিত হইবার সামর্থ্য লাভ করে, পৃথিবীর সঙ্কীর্ণ ভাব পরিত্যাগ করিয়া ত্রিভুবন পরিপালক "পরমেশ্বরের সহিত কামনার সমুদায় বিষয় উপভোগ করে" এবং যে ধনে বঞ্চিত হইলে ঈশ্বরের সহবাসের অধিকারী হইয়াও অধোগতি লাভ করিতে হয়, মনুষ্যের ন্যায় অঙ্গ-সৌষ্ঠব প্রাপ্ত হইয়াও পশুবৎ জীবন যাপন করিতে হয়, সকল আশা আনন্দ-বিসর্জ্জন দিয়া, কেবল অন্ন পানের মধ্যে ঘূর্ণিত হইতে হয়, সেই অক্ষয় অমূল্য ধর্ম্ম-ধন—ঈশ্বর-ধন লাভে আমরা কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি; সম্বৎসর কাল এই ভূলোকে অবস্থান করিয়া আমারদের আত্মার উন্নতি কি অবনতি হইয়াছে, আইস সকলে মনোনিবেশ পূর্ব্বক তাহার অনুধাবন করি। আত্মানুসন্ধান, আত্ম-জিজ্ঞাসা দ্বারা আপনাপন দোষাদোষ আলোচনা করিয়া দোষ ও অপরাধের জন্য অনুতাপিত হৃদয়ে পতিতপাবনের শরণাগত

পদানত হইয়া তাঁহার কৃপা-বারি প্রার্থনা করি। যোড় করে সরল-হৃদয়ে পাপ-বিকারের অপনয়নের জন্য তাঁহার প্রসাদ ও সাহায্য ভিক্ষা করি। সম্বৎসর মধ্যে যদি কিছু ধর্ম্ম-ভাব পুণ্য-ভাব অর্জ্জন করিয়া থাকি, এস সকলে তজ্জন্য সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তাঁহাকেই ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার সন্নিধানে আরো অধিকতর শুভ বুদ্ধি ও ধর্ম্মবল প্রার্থনা করি। সেই পুত্রবৎসল অকিঞ্চন-গুরু অবশ্যই আমারদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।

হে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বান্তর্যামী-পুরুষ! তুমি আমারদিগের প্রত্যেকেরই হৃদয়ের ভাব প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করিতেছ, তুমি আমারদের প্রতি জনেরই আত্মার উন্নতি ও অবনতি স্পষ্ট অবগত হইতেছ। আমরা যে জন্য ব্যাকুল হইয়া তোমার এই অবারিত দ্বারে আসিয়া উপনীত হইয়াছি, আমরা চাতকের ন্যায় তৃষিত পিপাসিত হইয়া যাহার জন্য কেবল তোমারই প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছি, তুমি তোমার সেই অভয় মঙ্গল-মূর্ত্তি আমারদিগের সন্নিধানে প্রকাশ করিয়া সম্বৎসরকৃত পাপ-তাপ-জনিত মহদ্ভয় হইতে বিমুক্ত কর। যন্ত্রণা গ্লানি হইতে আমারদের আত্মাকে নিষ্কৃতি দিয়া তোমার পবিত্র ক্রোড়ে স্থান দান কর। নব বল, নব উৎসাহ, নবানুরাগ প্রেরণ করত আমারদের আত্মাকে তোমার প্রতি উন্নত কর, তোমার উপাসনায় তোমার প্রিয়কার্য্য সাধনে অধিকতর উৎসাহী করিয়া আমারদিগকে তোমার মঙ্গলময় মধুময় সহবাস সুখের অধিকারী করিয়া আমারদের আত্মার দুর্নিবার্য্য-স্পৃহা চরিতার্থ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রহ্ম-বিদ্যালয়।

সপ্তদশ উপদেশ।

ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন।

"তিনি তাঁহার শরণাগত দাস হইয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনেই তৎপর থাকেন।"

যেমন জ্ঞান-নেত্রে ঈশ্বরকে দর্শন করিলেই হৃদয় হইতে প্রীতিরস উচ্ছলিত হয়, তেমনি তাঁহাতে হৃদয় প্রীতিমান্ হইলেই অবিচ্ছেদে তাঁহার সহিত অবস্থান করিবার নিমিত্ত ঔৎসুক্য জন্মিয়া থাকে। হৃদয়ে এই রূপ অকপট ব্যাকুলতা উৎপন্ন হইলেই সাধক ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হন। মনুষ্য যতক্ষণ জাগরিত থাকেন, ততক্ষণ তাঁহার মন কোন না কোন বিষয়ে অবশ্যই সংযুক্ত হইয়া থাকে। শরীর কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইলেও মন এক বারে নিশ্চিন্ত হয় না। যে বিষয়ে যে পরিমাণে অনুরাগ হয়, মানুষের মন সেই পরিমাণে সেই বিষয়ের অনুসরণ করে। কোন পার্থিব বস্তু যাহাঁর অধিকতর প্রিয়, তাহাঁর চিন্তা দিবসের মধ্যে অধিক বার তাহারই প্রতি প্রধাবিত হয়। যিনি সকল পদার্থ অপেক্ষা ঈশ্বরকে অধিক ভাল বাসেন, তাঁহার মন ঈশ্বরেতেই অধিক কাল সংলগ্ন হইয়া থাকে। আপনার মনের গতি পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, আমরা ঈশ্বরকে কেমন প্রীতি করিয়া থাকি। মন সহজে আপনার প্রেমাস্পদ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চায় না এবং অত্যন্ত ক্লেশ করিয়াও তাহাকে তাঁহার প্রতি লইয়া যাইতে হয় না। যদি বাস্তবিক তাঁহাতে প্রীতি জন্মিয়া থাকে, তবে মন সহজেই তাঁহার সঙ্গী হইয়া উঠে। যিনি ঈশ্বরকে জানিয়াছেন, তাঁহাতে প্রণয় বন্ধন করিয়াছেন এবং তাঁহার সঙ্গে অবস্থান করিতেছেন, তিনিই জ্ঞানী, তিনিই ভক্ত এবং তিনিই যোগী।

ঈশ্বর-প্রীতির সহিত আমাদের ইচ্ছার একটি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ আছে। ঈশ্বরেতে যে পরিমাণে আমাদের প্রীতি হইবে, সেই পরিমাণে আমাদের ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছার অনুগত হইয়া কার্য্য করিতে থাকিবে। ঈশ্বর যাঁহার যথার্থই প্রেমাস্পদ হইয়াছেন, তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা-স্রোতে আপনাকে নিমগ্ন করিবার নিমিত্ত সাতিশয় ব্যগ্র হইয়া থাকেন। তিনি যাহা ঈশ্বরের অভিপ্রায় বলিয়া জানিতে পারেন, তাহাই সম্পাদন করা তাঁহার কর্ত্তব্য হয়। তাহা সম্পন্ন করিতে পারিলেই তিনি যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করেন। তাহা সম্পন্ন করিতে না পারিলে তাঁহার ক্ষোভের পরিসীমা থাকে না। ঈশ্বর-প্রেমের অনুরোধে তিনি পর্ব্বতসমান বিঘ্ন বিপত্তিও পদতলে নিপীড়িত করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হন। যাহা তাঁহার সেই প্রেমাস্পদের অনভিপ্রেত বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হয়, তাহা তিনি বিষবৎ পরিত্যাগ করেন। সমুদায় প্রাণের সহিত ঈশ্বরের অনুকরণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য হয়। তিনি তাঁহাকে আপনার একমাত্র শরণ ও সুহৃৎ জানিয়া তাঁহার শরণাগত হন এবং তাঁহার প্রেম-স্বরূপে আকৃষ্ট হইয়া আপনাকে তাঁহার দাসত্বে নিয়োজিত করেন।

কিন্তু ঈশ্বরকে জানিবার সময় আমাদের নানাবিধ ভ্রম হইতে পারে। ঈশ্বর বাস্তবিক যে রূপ নহেন, আমরা হয়তো বুদ্ধি-দোষে তাঁহাকে সেই রূপ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকি। প্রথমে ঈশ্বর সমুদায় বুদ্ধি বৃত্তির অজ্ঞাতসারে আমাদের হৃদয়ে লুক্কায়িত থাকেন; পরে জ্ঞানগোচর হন; জ্ঞানগোচর হইলেই যখন আমরা তাঁহাকে লইয়া চিন্তা করিতে থাকি, সেই সময়ে তাঁহার বিষয়ে নানাবিধ ভ্রান্তি হইতে পারে। এই কারণে ঈশ্বর-বিষয়ে পরস্পর-বিরুদ্ধ নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা সৃষ্টি ও নির্ম্মাণের ইতর বিশেষ করিতে না পারিয়া সর্ব্বস্রষ্টা ঈশ্বরকে কার্য্যতও নির্ম্মাতা বলিয়া দেখেন, তাঁহাদের এই ভ্রম হইতে আর একটি ভয়ানক ভ্রম উৎপন্ন হয়—তাঁহারা তাঁহাকে জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন, জড়ের ন্যায় নিস্পন্দ ও উদাসীন বলিয়া অবধারণ করেন; বাক্য ও বক্তার ন্যায়, গতি ও গন্তার ন্যায় এবং দর্শন ও দ্রষ্টার ন্যায় জগৎ ও ঈশ্বরের যোগ বুঝিতে পারেন না, এবং তাঁহার বিশ্রাম-হীন কর্ম্মশীলতা ও তৎকর্ত্তৃক আমাদের সহায়তা উপলব্ধি করিতে পারেন না। ঈশ্বরের অনুকরণই পরম পুরুষার্থ সাধনের উপায় এবং সেই অনুকরণে মনুষ্য স্বভাবতই প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। এই জন্য উক্তরূপ সাধকগণ আপনারাও সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চান, কর্ম্ম ত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হন এবং সংসারের প্রতি বিরক্ত হইতে থাকেন। কিন্তু যাঁহারা জানেন, ঈশ্বর জগতের প্রাণ; তিনি অন্তর্ভূত জড় পদার্থের মধ্য দিয়া অবিশ্রান্ত কর্ম্ম করিতেছেন, এবং স্বাধীন আত্মা সকলের নিয়ন্তা হইয়া আমাদের সঙ্গে আছেন; সেই নির্লিপ্ত পুরুষ সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন নহেন ও সংসারের প্রতি উদাসীনও নহেন; প্রত্যুত সেতু-স্বরূপ হইয়া সমুদায় ধারণ করিয়া আছেন এবং স্বহস্তে ইহার মঙ্গল সকল বিধান করিতেছেন;—তাঁহাদের জীবন অন্য প্রকার হইয়া থাকে। অতএব ঈশ্বরকে দর্শন করিবার সময় যাহাতে ভ্রম-প্রমাদ উপস্থিত না হয়, তদ্বিষয়ে প্রতি সাধকের সতর্ক হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক।

সমুদায় সংসার সেই দেব-দেবের মন্দির। তাঁহার ভক্ত এই মন্দিরকে সুসজ্জিত করিবার নিমিত্ত সাধ্যানুসারে পরিশ্রম করেন। পাপ-রূপ আবর্জ্জনা সকল সংসারের যে যে স্থান মলিন করিয়া রাখিয়াছে, সেই সকল স্থান

পরিষ্কার করিবার জন্য তিনি কোন ক্লেশকে ক্লেশ বোধই করেন না। যাহাতে সমস্ত সংসারে পুণ্য-সমীরণ অবাধে সঞ্চারিত হয়, তিনি সর্ব্ব-প্রযত্নে তাহার উপায় সকল বিধান করিতে ব্যস্ত হইয়া থাকেন। কত দিন এই পৃথিবীতে অবস্থান করিবেন, তিনি তাহা গণনা করিয়া আয়ুঃক্ষয় করেন না; কিন্তু এখানে যত দিন থাকিবেন, তত দিন এখানকার উন্নতি সাধনেই অতিবাহিত করেন; কেন না, তিনি আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থ দ্বারা সাংসারিক কার্য্যের ফলাফল পরিমাণ করেন না; প্রত্যুত তাঁহার সেই ক্ষুদ্র জীবন দ্বারা সেই মহান্ পুরুষের উদ্দেশ্য কত দুর সম্পন্ন হইল, তাহাতেই তাঁহার একমাত্র দৃষ্টি; সংসারের কার্য্য তিনি তাঁহার প্রিয় বন্ধুর কার্য্য বলিয়া জানেন, সুতরাং তাহা পরিত্যাগ করিয়া আলস্যে কাল ক্ষেপ তাঁহার নিতান্ত ক্লেশকর হইয়া উঠে। জগতের কল্যাণ সাধনেই তিনি আপনার সমুদায় জীবন উৎসর্গ করেন। ঈশ্বরপ্রেমস্বরূপ সুগন্ধি সমীরণে যাঁহার মন সঞ্চরণ করিয়া সর্ব্বদা স্বাস্থ্য ভোগ করিতেছে, আলস্য তাঁহার ত্রিসীমায় আগমন করিতে পারে না। কি প্রকারে সেই দেব-দেবের মন্দিরস্বরূপ এই জগৎ পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন থাকিবে, তাহার চিন্তাতেই তিনি আনন্দের সহিত আপনাকে নিয়োগ করেন এবং তাহার সংসাধনেই আপনার সমুদায় ক্ষমতা সমর্পণ করেন।

তিনি দেখেন যে, পৃথিবীতে যাবতীয় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতেছে, ধর্ম্মের প্রতি অনবধানতাই প্রায় তৎসমুদায়ের এক মাত্র কারণ। ধর্ম্মাধিকরণ যে জনসম্বাধে আকুল হইয়া উঠিতেছে, কারাগার-সকল যে লোকে পরিপূর্ণ হইতেছে, এবং তাহার শোকধ্বনি ও বিলাপে কর্ণ বধির হইয়া যাইতেছে, ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থাই ইহার মূলীভূত কারণ। মানবগণ যে পরস্পর অনিষ্ট সাধনে রত হইয়া ঘোরতর উৎপাত উপস্থিত করিতেছে, পরনিন্দা ও পরপীড়ায় যে প্রতিসমাজই নিপীড়িত হইতেছে, পাপের স্রোতঃ প্রতি-পল্লীকেই যে পরিপ্লাবিত করিতেছে, ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থাই ইহার মূলীভূত কারণ। এক দেশের লোক অন্য দেশকে আক্রমণ করিয়া উৎসন্ন করিতেছে, পরস্পরের শোণিত পাত তাহার দেবমন্দির এই পৃথিবীকে উচ্ছলিত করিতেছে, এবং দুর্ব্বিষহ দুঃখ দারিদ্র্যে এক এক দেশকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে, ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থাই ইহার মূলীভূত কারণ। অভিপ্রায়ের দুষ্টতা, বাক্যের কুটিলতা ও কার্য্যের কদর্য্যতা কেবল ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা হইতেই উৎপন্ন হয়। কোন স্থানে পতিপ্রাণা রমণী তাঁহার দুর্বৃত্ত স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতায় নিতান্ত ব্যথিত হইয়া অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতেছেন; কোন স্থানে নিরীহ স্বামী তাঁহার শীলহীনা পত্নীর অসদাচরণে আকুলিত হইতেছেন, কোন স্থানে দুর্ব্বল ব্যক্তি বলবানের পদতলে নিপীড়িত হইতেছে, কোন স্থানে প্রভু ভৃত্যগণের বিশ্বাসঘাতকতায় সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন; তিনি এই সমস্ত শোচনীয় ঘটনার মূলে ধর্ম্মের অভাব নিরীক্ষণ করিয়া অত্যন্ত ক্ষোভ প্রাপ্ত হন এবং প্রাণপণে ধর্ম্মোন্নতি সাধনে আপনাকে নিয়োজিত করেন। তাঁহার প্রিয়তমের পবিত্র আলয় হইতে পাপের দুর্গন্ধ দুরীকৃত হইয়া যাহাতে অনবরত পুণ্য সমীরণ সঞ্চারিত হইতে থাকে, তাহাই তাঁহার সর্ব্বাগ্রে অনুষ্ঠেয় হয়। কেবল ইহলোকের অশুভ নিবারণ করাই তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারের এক মাত্র উদ্দেশ্য হয় এরূপ নহে, তিনি ঈশ্বর-প্রসাদে যে জ্ঞান-চক্ষু লাভ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তিনি প্রতি আত্মার ভবিষ্যৎ গতিও নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হন। সমস্ত

জনসমাজ ইহ লোকে সুখ-স্বচ্ছন্দতা ভোগ করিয়া যাহাতে উপযুক্ত রূপে প্রস্তুত হইয়া পরলোকে প্রবেশ করিতে পারে, তাহার প্রতি তাঁহার সমধিক দৃষ্টি নিয়োজিত হয়। তিনি জানেন যে, সকল মনুষ্যই তাঁহার পরমপিতার সন্তান; অতএব তিনি স্বয়ং ঈশ্বর-প্রেমের আস্বাদ পাইয়া যে বিমল আনন্দ ভোগ করিতেছেন, যাহাতে সমুদায় নর-নারী সেই আনন্দসাগরে অবগাহন করেন, তাহার নিমিত্ত তিনি অকৃত্রিম যত্ন সহকারে চেষ্টা করিতে থাকেন। তাঁহার প্রেমাস্পদ ঈশ্বর যেমন কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না, তিনিও সেই রূপ পাপী ও পুণ্যাত্মা, সুশীল ও দুর্বৃত্ত, সকলের বন্ধু হইয়া সকলের নিমিত্তই হিত চিন্তা শুভানুষ্ঠান করত জীবনকাল অতিবাহিত করেন। তিনি স্বয়ং যেমন ঈশ্বরের শরণাগত হইয়া চরিতার্থ হইয়াছেন, সেই রূপ আর সকলকেও যত ক্ষণ তাঁহার প্রিয়তম বন্ধুর সহিত সম্মিলিত করিতে না পারেন, তত ক্ষণ তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচার উদ্‌যাপিত হয় না। তিনি কেবল মতের পরিবর্ত্তন করিয়াই পরিতৃপ্ত হন না, যত ক্ষণ জনসমাজের ধর্ম্মনীতি দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ না হয়, যত ক্ষণ মনুষ্যের চরিত্র হইতে ধর্ম্মজ্যোতি বিকীর্ণ না হয়, তত ক্ষণ তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচার উদ্‌যাপিত হয় না।

তিনি দেখেন যে, জ্ঞানের অভাবে অনেকে সত্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া প্রেমাস্পদ ঈশ্বরের অভিপ্রায় উল্লঙ্ঘন করিতেছে। যিনি ঈশ্বর, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে; যাহা বাস্তবিক ধর্ম্ম, তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং যাহা যথার্থই উন্নতি, তাহা অবজ্ঞাত হইয়া আছে; প্রত্যুত লোকে ঈশ্বর-বুদ্ধিতে অনীশ্বরের আরাধনা করিতেছে, অফল কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই সমস্ত আয়ুঃ ক্ষেপণ করিতেছে এবং এক স্থানে অবস্থিত হইয়াই আপনাকে উন্নত বোধ করিতেছে; যেখানে প্রীতি করা উচিত, সেখানে দ্বেষ করিতেছে, যেখানে ভক্তি করা উচিত, সেখানে ঘৃণা করিতেছে, যেখানে অনুরাগ হওয়া আবশ্যক, তাহার উপর বিরাগ প্রদর্শন করিতেছে; আত্মকৃত দুষ্কর্ম্মের ফল ঈশ্বরের বিড়ম্বনা ভাবিয়া অনর্থক উদ্বিগ্ন হইতেছে, অচেতন গ্রহোপগ্রহ সকলকে আপনাদের শুভাশুভের নিয়ন্তা ভাবিয়া বৃথা বিব্রত হইতেছে, এবং বাল্যসুলভ কামনাতে উত্তেজিত হইয়া উন্নত আশা ও মহান্ উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিতেছে; আত্ম-নিগ্রহ দ্বারা আত্মাকে উত্তপ্ত করাই তপস্যার অর্থ, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে শরীরকে পরিতাপিত করিয়া অনর্থক ক্লেশ ভোগ করিতেছে; ঈশ্বর অনন্ত-স্বরূপ, তাঁহাকে পরিমিত করিতেছে; তিনি সকলের স্রষ্টা, তাঁহাকে স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিতেছে; তিনি সকলের প্রাণ-দাতা, মর্ত্ত্য জীব মনুষ্য তাঁহার প্রাণ দান করিতেছে; তিনি জন্মহীন, তাঁহাকে মনুষ্য গর্ভে, হা! ইতর জন্তুর উদরেও উৎপন্ন ভাবিতেছে; তিনি সর্ব্বব্যাপী, তাহাঁকে স্থান বিশেষে বদ্ধ করিতেছে; তিনি প্রেমের আস্পদ, তাঁহাকে ভয়ের আস্পদ করিতেছে; শান্তিনিকেতন স্বর্গকে বিলাস-ভূমি করিতেছে। এই সমস্ত ভ্রম হইতে যে সকল কর্ম্মানুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হয়; তাহা যে নানা দুঃখের প্রসূতি-স্বরূপ হইবে ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। জ্ঞানের অভাবে কেবল ধর্ম্মেরই যে এই দুরবস্থা হইয়াছে এমন নহে, অন্যান্য কার্য্যেও বহুবিধ বিশৃঙ্খলা সংঘটিত হইতেছে। কি শরীর রক্ষা, কি পরিবার প্রতিপালন, কি সামাজিক কার্য্য, জ্ঞানের অভাব সকল বিষয়েরই ঘোরতর অন্তরায় স্বরূপ। ভৌতিক জগৎ, মনুষ্যসমাজ ও ঈশ্বর এই তিনের সহিতই

আমাদের অনুল্লঙ্ঘনীয় সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে; অনন্ত কালের বন্ধু ঈশ্বর ইহ কালে ভৌতিক জগৎ ও মনুষ্যসমাজের উপর জগতের বহুতর কল্যাণ গচ্ছিত করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু মনুষ্য জ্ঞানের অভাবে সেই কল্যাণের বহু অংশে বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে। দেখ, যে সকল ভৌতিক পদার্থে মনুষ্যের হস্ত নাই, তাহাতে ঈশ্বরের ইচ্ছা কেমন অবাধে জয় যুক্ত হইতেছে! পৃথিবী কেমন নিয়মিত রূপে আপনার পথে পরিভ্রমণ করিতেছে। সূর্য্য কেমন যথোচিত সময়ে প্রতিদিন আমাদের সহিত সাক্ষাৎকার করে। দিবা রাত্রি, মেঘ বিদ্যুৎ ও গ্রহ তারা কেমন অবাধে ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পন্ন করিতেছে। ঈশ্বরের ভক্ত সর্ব্বত্রই তাঁহার ইচ্ছাকে এই রূপ জয়যুক্ত দেখিতে অভিলাষ করেন এবং সকল পদার্থ হইতেই কল্যাণ-রস নিষ্ক্রমণ করিবার নিমিত্ত আগ্রহান্বিত হন। তিনি জনসমাজের অজ্ঞান ও মূর্খতাকে এই শুভ কামনার বিঘ্ন-স্বরূপ দেখিয়া জ্ঞানালোক প্রচারে যত্ন করিতে থাকেন। যাহাতে সমুদায় মনুষ্য ঈশ্বরের সত্য স্বরূপ, মধুময় ধর্ম্ম, সামাজিক নীতি, শারীরিক বিধান ও ভৌতিক নিয়ম অবগত হইয়া সুশৃঙ্খল রূপে ইহ লোকের কার্য্য সকল সুসম্পন্ন করিয়া পর লোকে উপযুক্ত বেশে উপনীত হইতে পারেন, তাহার নিমিত্ত তিনি সাধ্যানুসারে সর্ব্বত্র সত্য জ্ঞান প্রচার করিতে থাকেন।

যাহারা মোহ বশতঃ মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বরের মঙ্গলময় অভিপ্রায় উল্লঙ্ঘন করিয়া দুর্ব্বিষহ দুরবস্থা ভোগ করিতেছে, তিনি তাহাদিগের বিপদ্ ও দুঃখরাশি মোচন করিবার নিমিত্ত অকপট মমতার সহিত অগ্রসর হন। "যাহারা ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছে, ঈশ্বর তাহাদিগকে দণ্ড দিতেছেন, অতএব তাহার প্রতি মনুষ্যের দয়া করা অনুচিত" তিনি এই কুতর্কমূলক যুক্তিকে পদতলে দলিত করিয়া তাঁহার প্রেমাস্পদের উদার প্রীতির সহিত পরামর্শ করেন। দরিদ্রের পর্ণকুটীর, রোগীর মলিন শয্যা ও শোকাতুরের নির্জ্জন গৃহ তাঁহার ভক্তিভাজন পরমেশ্বরের পরিচারণা-স্থান। দীন হীনের প্রার্থনা বাক্য, রোগীর করুণ স্বর ও শোকার্ত্তের ক্রন্দনের অভ্যন্তরে লীন হইয়া ঈশ্বরের মধুময় ধ্বনি সমর্থদিগকে নিরন্তর আহ্বান করিতেছে, ঈশ্বরের ভক্ত তাহা শ্রবণ করিয়া কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। দুঃখী ও দুঃখিনীদিগের অশ্রুধারা তাঁহার আলস্য ও বিলাস-স্পৃহা চূর্ণ করিয়া দেয়। তাঁহার শারীরিক ও মানসিক শক্তি যত ক্ষণ তাহাদিগের উপকার সাধনে পরিশ্রান্ত না হয়, তত ক্ষণ তিনি নিরস্ত হন না।

রাজনীতি, কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প প্রভৃতি যে সকল বিষয়ের উপর মনুষ্য সমাজের কল্যাণ নির্ভর করিতেছে, ঈশ্বরের ভক্ত তৎ সমুদায়েরই উৎকর্ষ সাধনে মনোনিবেশ করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পন্ন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য; তিনি জানেন যে সেই ইচ্ছা কেবল মঙ্গলময় এবং জগতের মঙ্গল কার্য্যই সেই মঙ্গলময় ইচ্ছার পরিচায়ক; অতএব তিনি যাহা জগতের—মনুষ্যসমাজের কল্যাণকর দেখিতে পান, তাহাই তাঁহার প্রেমাস্পদের প্রিয় কার্য্য বলিয়া অবধারণ করেন এবং সাধ্যানুসারে তাহারই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

ঈশ্বরের এ রূপ অভিপ্রায় নহে যে, এক জনকেই জগতের সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। যেমন এক জনের মুখশ্রী অন্যের মুখশ্রীতে লীন হইয়া যায় না, সেই রূপ এক জনের মন অন্যের মনের সহিত সম্পূর্ণ একীভূত হয় না। সকল শরীরের

উপাদান একই প্রকার হইলেও যেমন ভিন্ন ভিন্ন শরীরে বিশেষ বিশেষ ভিন্নতা লক্ষিত হইয়া থাকে, সেই রূপ ঈশ্বরের নির্ম্মাণ-কৌশলে একই উপাদানে নির্ম্মিত ভিন্ন ভিন্ন আত্মা সকল পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রকটিত করিতেছে। ইহা দ্বারাই তাঁহার এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে যে, সকলে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্য সম্পাদন করিতে থাকিবে। এই বিচিত্রতাই তাঁহার সংসারের সৌন্দর্য্য। কেহ আচার্য্য হইয়া জনসমাজের ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন করিতেছেন, কেহ রাজা হইয়া প্রজা সমূহের শান্তি রক্ষা করিতেছেন, কেহ বণিক্ হইয়া নানা দেশের দ্রব্যজাত স্থানে স্থানে পরিবেশন করিতেছেন, কেহ কৃষক হইয়া ঈশ্বরের পুত্র ও কন্যাগণের নিমিত্ত অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতেছেন এবং কেহ শিল্পী হইয়া প্রয়োজনোপযোগী নানা দ্রব্য নির্ম্মাণ করিতেছেন, এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য দ্বারা ঈশ্বরের একই উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইতেছে—জগতের মঙ্গল হইতেছে। যদি পৃথিবীতে এমন কোন উচ্চ স্থান থাকিত যে তথায় আরোহণ করিলে সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত কার্য্য অবাধে নয়ন গোচর হইতে পারে, তাহা হইলে এই বিচিত্রতা ও এই বিচিত্রতা দ্বারা এক মহান্ উদ্দেশ্যের সম্পাদন যুগপৎ সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইতে হইত। কোন নাট্যশালায় প্রবেশ করিয়া দেখ, নাটকের প্রথম অঙ্ক অবধি শেষ অঙ্ক পর্য্যন্ত সমস্ত ভাগ কেবল বিচিত্রতাতেই পরিপূর্ণ দেখিবে; সেই বিচিত্রতাই অভিনয়ের সৌন্দর্য্য ও সূত্রধারের উদ্দেশ্য সম্পাদন করিতেছে। এই সংসার-রূপ নাট্যশালায় সেই এক মাত্র সূত্রধারের আদেশে—যে অক্ষয় অভিনয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে, কোন্ কবি ইহার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারে? ইহার বিচিত্রতা কে বা গণনা করিতে পারে? তিনি যাহাকে যে ভূমিকা প্রদান করিয়াছেন, সূত্রধারের প্রসন্নতা লক্ষ্য করিয়া তিনি তাহারই কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে থাকুন। কার্য্য ভেদে তাঁহার প্রসন্নতার ইতর বিশেষ হয় না; কর্ত্তব্য মাত্রেই তাঁহার কার্য্য। প্রজাগণের শান্তি স্থাপন অবধি সামান্য সূচীকর্ম্ম পর্য্যন্ত জগতের কল্যাণকর সমস্ত কার্য্যই তাঁহার প্রিয় কার্য্য। তন্মধ্যে তিনি যাঁহাকে যে কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাকে সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে; তাহার অন্যথা করাই তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করা।

যাঁহার যে রূপ সাধ্য, তিনি তদনুসারে সংসারের মঙ্গল সাধন করিবেন, ইহাই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের নিয়ম। যিনি সহস্র মুদ্রার অধিপতি, তিনি যদি দরিদ্রগণের সাহায্যার্থ পঞ্চশত মুদ্রা দান করেন, এবং শত মুদ্রার অধিপতি যদি পঞ্চাশৎ মুদ্রা দেন, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে উভয়ই সমান। সকল কার্য্যের সময়েই ঈশ্বর এই রূপ বিচার করেন। ঈশ্বরের কোন্ কার্য্য আমা হইতে কত দূর অনুষ্ঠিত হইল, ইহা গণনা করিয়া কেহ যেন অভিমানী না হন; আমি আমার সমুদায় ক্ষমতা অকপটে ঈশ্বরের কার্য্যে নিয়োগ করিতেছি কি না, ইহার আন্দোলন করাই আমাদের শ্রেয়স্কর। তাঁহার কার্য্যের শেষ নাই; কিন্তু আমাদের শক্তিই তাঁহার কার্য্যে নিঃশেষ করা উচিত।

অনবরত প্রবাহিত কার্য্য-স্রোতে ভাসমান হইয়া মনুষ্য অনেক সময় আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পড়েন। ঈশ্বরের প্রসন্নতা যে কার্য্যের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত, তাহার সহিত মনুষ্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামনা সকল জড়িত হইয়া তাহাকে অপবিত্র করে। অতএব

সাবধান হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ কর; ঈশ্বরের সংসার হইতে ঈশ্বরের অধিকার বিলুপ্ত করিবার চেষ্টা করিও না। ঈশ্বরের প্রসন্নতাই একমাত্র লক্ষ্য, সেই প্রসন্নতা আমাদের আত্মাতে আত্ম প্রসাদ রূপে আবির্ভূত হয়। তাহাই ভক্তের ভৃতি, তাহাই ভক্তের পুরস্কার।

সামবেদীয় কর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতি।

ভবদেব ভট্ট প্রণীত।

সর্ব্বকর্ম্ম সাধারণ উদীচ্য কর্ম্ম।

নবগ্রহ হোম।

২৮৮ সংখ্যার ৯০ পৃষ্ঠার পর।

বৃহস্পতে পরিদীয়া রথেন রক্ষোহামিত্রাঁ অপবাধমানঃ প্রভঞ্জৎসেনাঃ প্রমৃণো যুধা জয়ন্নস্মাকমেধ্যবিতা রথানাং স্বাহা।

হে 'বৃহস্পতে' ত্বং 'রথেন' 'পরিদীযাঃ' পর্য্যট 'অমিত্রান্' শত্রূন্ 'অপবাধমানঃ' কিন্তু ত ত্বং 'রক্ষোহা' রাক্ষসহন্তা তথা প্রভঞ্জতাং বিমর্দ্দং কুর্ব্বতাং দৈত্যানাং 'সেনাঃ' সৈন্যানি 'যুধা' যুদ্ধেন 'প্রমৃণো' প্রক্ষিপ তথা 'জযন্' সন্ অর্থাদযোধান্ 'অস্মাকং' 'রথানাং' 'অবিতা' 'এধি' পালকোভব। ইতি দেবৈস্তুয়তে।

হে বৃহস্পতি! তুমি রাক্ষসগণের হন্তা, তুমি শত্রুগণকে বিনাশ করত রথারোহণ পূর্ব্বক পর্য্যটন কর, তুমি যুদ্ধে বিমর্দ্দকারী দৈত্য সৈন্য পরাজয় কর এবং জয়যুক্ত হইয়া আমাদের রথ-সকল রক্ষা কর।

শুক্রন্তে অন্যদ্‌যজতন্তে অন্যদ্বিষুরূপে অহনী দ্যৌরিবাসি। বিশ্বাহি মায়া অবসি স্বধাবন্ ভদ্রা তে পূষন্নিহ রাতিরস্তু স্বাহা।[১]

হে 'অহনী' যুবাং 'শুক্রং' 'যজতং' শুক্লার্চ্চনং প্রতি অধিকরণভাবমুপগচ্ছতং। তয়োরহ্নোর্ম্মধ্যে হে স্বধাবন্ 'তে' তব অহঃ 'অন্যৎ' স্বধাবদর্চ্চনপ্রযুক্তত্বাৎ তথা হে পূষন্ 'তে' তব অহঃ 'অন্যৎ' তদারাধনপ্রযুক্তত্বাৎ। অয়ং ভাবঃ। যস্মিন্নহনি স্বধাবান্ অর্চ্চ্যতে ন তত্র পূষা, যত্র পূষা ন তত্র স্বধাবান্। শুক্রঃ পুনরুভয়তোপ্যর্চ্চ্যতে একস্মিন্নেবাহনি স্বধাবতা সহ শুক্রোঽর্চ্চ্যতে। অপরস্মিন্ পূষ্ণা সহেতি। অতএব হে অহনী 'বিষুরূপে' নানারূপধারিণী। কেন দিনদ্বয়মধ্যে যাগে অহ্নোঃ সম্বোধন পূর্ব্বক আদেশোযং। তথা হে 'স্বধাবন্' স্বধয়া শ্রাদ্ধ কর্ম্মোপলক্ষ্যতে সা যস্যাস্তি স সম্বধ্যতে হে শ্রাদ্ধদেব হে সূর্য্য ইতি যাবৎ ত্বং দ্যৌরিবাসি আকাশ ইব ব্যাপকোসি'হি'যস্মাৎ'বিশ্বাঃ' 'মায়াঃ' 'অবসি' অবিদ্যাত্মকত্বাৎ সংসারস্য মায়ারূপত্বং জগদ্রূপামায়া গোপাযসি। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি বৃষ্টেরন্নং ততঃপ্রজা ইতি স্মৃতেঃ সূর্য্যএব জগতঃ পালয়িতা তথা হে 'পূষন্' 'ইহ' যজ্ঞে 'ভদ্রা' শুভপ্রদা 'রাতিঃ' আশীর্ব্বাদরূপং 'তে' তব দানং 'অস্তু'। সূর্য্য পূষ শুক্রানামনুকীর্ত্তনাৎ শুক্রার্চ্চনেপ্যুপযুক্তা ঋগিয়ং।

---

১ এইটি ঋগ্বেদ সংহিতার ষষ্ঠমণ্ডলের পঞ্চম অনুবাকের নবম সূক্তের প্রথম ঋক্, ভরদ্বাজ ঋষি ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ ও পূষা দেবতা। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে এ ঋক্‌টি গৃহীত হয় নাই। ইহার পরিবর্ত্তে অন্য ঋক্ আছে। এই ঋকে কেবল একটি শুক্র শব্দ আছে। তদ্ভিন্ন শুক্র গ্রহের উপযোগী আর কোন শব্দই নাই। শুক্র শব্দের যৌগিক অর্থ শুক্ল। মহর্ষি যাস্ক স্বীয় নিরুক্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

শুক্রং তে অন্যৎ, লোহিতং তে অন্যৎ; যজ্ঞীয়ং তে অন্যৎ অযজ্ঞীয়ং তে অন্যৎ ইতি বা; বিষমরূপে অহনী; কর্ম্মণা দ্যৌরিবাসি; সর্ব্বাণি চ প্রজ্ঞানানি অবসি; অন্নবন। মাধবাচার্য্য ধৃত।

হে পূষা তোমার বিসদৃশ দুটি দিন—একটি শুক্ল আর একটি লোহিত অথবা একটি যজ্ঞীয় আর একটি অযজ্ঞীয় তুমি কার্য্যে সূর্য্যের ন্যায়; হে অন্নবন্! তুমি সমুদায় প্রজ্ঞান রক্ষা করিতেছ।

মাধবাচার্য্য এই নিরুক্ত অবলম্বন করিয়া এই অর্থ করিয়াছেন।

হে 'পূষন্' 'তে' তব 'শুক্রং' শুক্ল বর্ণং 'অন্যৎ' একং অহঃ ভবতি বাসরাত্মকং। তথা 'তে' তব সম্বন্ধি 'যজতং' যজিরত্র সঙ্গতিকরণে বর্ত্ততে যজনীয়ং—প্রকাশেন সংগমনীযং স্বতঃ কৃষ্ণবর্ণং 'অন্যৎ' একং অহঃ ভবতি রাত্র্যাখ্যং। ইত্থং বিষুরূপে শুক্লকৃষ্ণতয়া নানা রূপে অহনী তব মহিমা নিষ্পাদ্যেতে। যদ্বা হে পূষন্ ত্বদীযং 'অন্যৎ' একং রূপং 'শুক্রং' নির্ম্মলং দিবসস্যোৎপাদকং ত্বদীয়ং 'অন্যৎ' একং রূপং 'যজতং' কেবলং যজনীয়ং ন প্রকাশকং রাত্রেরুৎপাদকং অতএব 'বিষুরূপে' বিষম রূপে 'অহনী' অহশ্চ রাত্রিশ্চ ভবতঃ। অহোরাত্রয়োর্নির্ম্মাণে সূর্য্যএব কর্ত্তা কথমস্য প্রসক্তিরিতি তত্রাহ 'দ্যৌরিবাসি' যথা দ্যৌরাদিত্যঃ প্রকাশযিতা তথা ত্বং প্রকাশকোহসি। কুত ইত্যত আহ হে 'স্বধাবঃ' (মাধবাচার্য্যমতে 'স্বধাবন্' পাঠ নহে) অন্নবন্ পূষন্ 'বিশ্বাঃ সর্ব্বাঃ'মাযাঃ' প্রজ্ঞাঃ 'হি' যস্মাৎ করণাৎ 'অবসি' রক্ষসি অতঃকারণাৎ ত্বং সূর্য্যইব ভবসি ইত্যর্থঃ। তাদৃশস্য 'তে' তব 'ভদ্রা' কল্যাণী 'রাতিঃ' দানং 'ইহ' অস্মাসু 'অস্তু' ভবতু।

হে পূষা তোমার দিন ও রাত্রিরূপ দুটি দিবস বিচিত্র অথবা পরস্পর বিসদৃশ; একটি শুক্র অর্থাৎ শুক্লবর্ণ, আর একটি যজত অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ; তুমি সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশক কেন না তুমি সমুদায় প্রজ্ঞা রক্ষা করিতেছ; তুমি আমাদিগকে শুভপ্রদ আশীর্ব্বাদ প্রদান কর।

হে স্বধাবান্! তোমার অর্চনার দিনে পূষা দেবতার অর্চনা হয় না; হে পূষা! সেই রূপ তোমার পূজাদিবসেও স্বধাবানের অর্চনা হয় না। কিন্তু হে পৃথক্ পৃথক্ দিবসদ্বয়; তোমরা উভয়েই শুক্র দেবতার আরাধনার কাল। হে স্বধাবান্! তুমি আকাশের ন্যায় ব্যাপক, কেন না তুমি বিশ্ব-সংসার রক্ষা করিতেছ। হে পূষা! তুমি এই যজ্ঞে শুভপ্রদ আশীর্ব্বাদ কর।

শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে শংযোরভিস্রবন্তু নঃ স্বাহা।[১]

আপঃ 'নঃ' অস্মাকং 'শং' 'কল্যাণ্যঃ' 'ভবন্তু' কিম্ভূতাঃ 'দেবীঃ' দেব্যঃ দ্যুত্যাদিবিষয়াঃ কিমর্থং 'অভীষ্টয়ে' উপচয়ার্থং 'পীতয়ে' পানায় চ। কিঞ্চ 'নঃ' অস্মান্ 'অভিস্রবন্তু' কিমর্থং 'শংযোঃ কল্যাণসংযোগায়। আপোঽস্মাকমুপচয়ায় পানায় কল্যাণসংযোগায় চ ভবন্তু ইত্যাশংসা বাক্যার্থঃ। শনিরনেন গ্রহযজ্ঞে পূর্ব্বমভিষিক্ত ইতি তন্মন্ত্রোযং।

আমাদের অভীষ্ট-সিদ্ধি ও পানের নিমিত্ত জলদেবতা কল্যাণরূপা হউন এবং মঙ্গলের নিমিত্ত নিঃসৃত হইতে থাকুন।

কয়া নশ্চিত্র আভুবদূতী সদাবৃধঃ সখা কয়া সচিষ্ঠয়া বৃতা স্বাহা।[২]

'চিত্রে' চয়নকর্ম্মণি প্রযোজক ইন্দ্রঃ কয়া 'ঊতী' 'ঊত্যা' কেন তর্পণেন 'নঃ' অস্মাকং 'সদাবৃধঃ' সদা বৃদ্ধিকারী 'আভুবৎ' ভূযাৎ 'কয়া' চ 'অবৃতা' ক্রিয়য়া 'চিত্রে' নঃ 'সখা' মিত্রং আভুবৎ কিম্ভূতয়া অবৃতা 'সচিষ্ঠয়া' সাতিশয়কর্ম্মবত্যা শচীতি কর্ম্মণোনাম তত ইষ্ঠ তেনায়মর্থঃ সাতিশয়কর্ম্মবত্যা কেন তর্পণেন কয়া বা ক্রিয়য়া পরিপাট্যা ইন্দ্রোস্মাকং বৃদ্ধিকারী সখা চ ভূযাদিতি প্রশ্নো বাক্যার্থঃ। ক্ষয়া কর্ষিতে যথং তদনুতিষ্ঠামঃ। পূর্ব্বমনেন রাহুরভিষিক্ত ইতি তৎ প্রিয়োপাবং মন্ত্রঃ।

ইন্দ্র আমাদের অভ্যুদয় কার্য্যে কি রূপ স্তুতি ও কর্ম্ম-পারিপাট্য দ্বারা আমাদের উন্নতিপ্রদ ও সখা হইবেন?

কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেশো মর্য্যা অপেশসে সমুষদ্ভিরজায়থা স্বাহা।[৩]

হে কেতো ধ্বজরূপ ত্বং 'সমজায়থাঃ' সঞ্জাতোঽভব কৈর্জ্জ্যমানাঃ 'উষদ্ভিঃ' বসদ্ভিঃ গৃহস্থৈরিত্যর্থঃ। কিং কুর্ব্বন্ 'মর্য্যাঃ' মর্ত্তাস্তাঃ 'কেতুং' জ্ঞানং 'কৃণ্বন্' কুর্ব্বন্। ন কেবলং জ্ঞানমপিতু 'পেশঃ' কুর্ব্বন্। পেশঃ শব্দেন সুবর্ণং সৌন্দর্য্যং বা অভিধীয়তে। তথাচ শারীর ব্রাহ্মণঃ। পেশস্কৃ'রী পেশসো মাত্রার্থমুপাদায়েত্যাদি। অত্র পেশঃ শব্দেন সৌন্দর্য্যমিতি ব্যাখ্যাতং। কিন্তু তেভ্যো মনুষ্যেভ্যঃ 'অকেতবে' অজ্ঞানেভ্যঃ তথা 'অপেশসে' নির্দ্ধনেভ্যঃ কুরূপেভ্যোবা।

হে কেতু! জ্ঞান-হীন ও রূপ-হীন মনুষ্যগণকে জ্ঞান ও রূপ প্রদান করত গৃহস্থগণের গৃহে জন্ম গ্রহণ কর।

লোকপালাদির হোম।

১। তৎপরে ইন্দ্রাদি লোকপালগণের হোম করিবেক, যথা—

১ এই ঋকটি গুণবিষ্ণু ভট্ট জল-দেবতার পক্ষে অর্থ করিয়া গিয়াছেন কিন্তু এই বলিয়া শনির প্রতি নিয়োগ করিয়াছেন যে, এই মন্ত্র বলিয়া শনি পূর্ব্বে গ্রহত্ব পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন এই জন্য ইহা তাঁহারই মন্ত্র হইয়াছে।

২ এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদ সংহিতার চতুর্থ মণ্ডলে তৃতীয় অনুবাকের দশম সূক্তে এবং সামবেদের পূর্ব্বার্চ্চিকে দ্বিতীয় প্রপাঠকে যুক্ত হইয়া থাকে। ইহার ঋষি বামদেব, দেবতা ইন্দ্র, ছন্দঃ গায়ত্রী, ঋগ্বেদের বামদেব নামে এই রূপ ঋষি প্রভৃতি উল্লিখিত হইয়াছে। মাধবাচার্য্যের টীকার সহিত গুণবিষ্ণুর টীকার মিল নাই বটে কিন্তু গুণবিষ্ণু ইহাতে ইন্দ্র দেবতা পক্ষেই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন; এবং ইহাও বলিয়াছেন যে এই মন্ত্র দ্বারা রাহুকে অভিষেক করা হইয়াছিল এই জন্য ইহা রাহুরও মন্ত্র হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাতে রাহুর মন্ত্র অন্য প্রকার আছে।

৩ এইটি ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের দ্বিতীয় অনুবাকের তৃতীয় সূক্তের তৃতীয় ঋক্। বিশ্বামিত্রপুত্র মধুচ্ছন্দা; ইহার ঋষি.গায়ত্রী ইহার ছন্দের নাম; ইন্দ্র ইহার দেবতা। শুক্রের মন্ত্রের ন্যায় ইহাতেও কেবল একটি কেতু শব্দ আছে। মাধবাচার্য্য ইহার এই রূপ অর্থ করিয়া গিয়াছেন, হে 'মর্য্যাঃ' মনুষ্যাঃ ইদমাশ্চর্য্যং পশ্যত ইত্যধ্যাহারঃ। কিমাশ্চর্য্যমিতি তদুচ্যতে। আদিত্যরূপোঽয়মিন্দ্রঃ 'উষদ্ভিঃ' দাহকৈ রশ্মিভিঃ প্রতিদিন মুষঃ কালৈর্বা 'সং' সম্ভূয় 'অজায়থাঃ' উদপদ্যত। অথবা সূর্য্যস্যৈবাক্তসময়ে মরণমুপচর্য্য ব্যত্যয়েন বহুবচনং কৃত্বা সম্বোধনং ক্রিয়তে হে মর্য্য প্রতিদিনং ত্বং অজায়থা ইতি যোজ্যং। কিং কুর্ব্বন্। 'অকেতবে' রাত্রৌ নিদ্রাভিভূতত্বেন প্রজ্ঞানরহিতায় প্রাণিনে 'কেতুং কৃণ্বন্' প্রাতঃপ্রজ্ঞানং কুর্ব্বন্। অপেশসে রাত্রাবন্ধকারাবৃতত্বেন অনভিব্যক্তত্বাৎ রূপরহিতায় পদার্থায় প্রাতরন্ধকার নিবারণেন 'পেশঃ' রূপং অভিব্যজ্যমানং কুর্ব্বন্।

এতদনুযায়ী অর্থ এই—প্রাণী সকল রাত্রিতে নিদ্রাভিভূত হওয়াতে জ্ঞানরহিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে জ্ঞান প্রদান করত এবং রাত্রিতে তমসাবৃত হওয়াতে সমুদায় পদার্থ রূপহীন হইয়াছিল, তাহাদিগকে রূপ দান করত তাপশীল কর জালের সহিত (অথবা উষা কালের সহিত) উদয় হইয়াছেন। হে মনুষ্যগণ দেখ।

ওঁ ইন্দ্রায় লোকপালায় স্বাহা। এবং বহ্নয়ে, যমায়, নির্ঋতয়ে, বরুণায়, বায়বে, কুবেরায়, ঈশানায়।

২। এই রূপ প্রত্যেক দেবতাদিগের হোম করিবেক।

উদকাঞ্জলিসেক।

প্রথমে কুশণ্ডিকাতে উদকাঞ্জলিসেকের যে রূপ পদ্ধতি আছে, তাহার সহিত এই উদকাঞ্জলিসেকের প্রভেদ এই যে, সেখানে সর্ব্বশেষে "দেব সবিতঃ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অগ্নিকে পর্য্যুক্ষণ করিবার বিধি আছে; এখানে সেই মন্ত্র দ্বারাই প্রথমে পর্য্যুক্ষণ করিবেক। এবং অন্য তিনটি মন্ত্রে 'অনুমন্যস্ব' (অনুমতি কর) এই পদের পরিবর্ত্তে 'অন্বমংস্থা' (অনুমতি করিয়াছ) এই রূপ হইবেক।

যজ্ঞবাস্তু করণ।

১। অনন্তর উত্তান হস্তদ্বয়ে আস্তীর্ণ কুশ সকল হইতে কতকগুলি কুশ লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র তিন বার পাঠ করিয়া যথাক্রমে সেই কুশসমষ্টির অগ্র, মধ্য ও মূল ঘৃতে নিমগ্ন করিবেক।

প্রজাপতিঋর্ষিঃ বযোদেবতা (পক্ষিণো দেবতা) দর্ভতৃণাভ্যঞ্জনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অক্তং রিহানা ব্যন্তু বযঃ।

'অক্তং' ঘৃতাক্তং 'রিহানাঃ' আস্বাদয়ন্তঃ 'ব্যন্তু' ভক্ষযন্তু 'বয়ঃ' পক্ষিণঃ।

পক্ষী সকল এই ঘৃতাক্ত কুশ আস্বাদন করত ভোজন করুন।

২। তৎপরে সেই কুশজূটিকায় জল সিঞ্চন করিয়া নিম্নলিখিত ঋক্ দ্বারা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেক।

প্রজাপতিঋর্ষি অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ রুদ্রোদেবতা দর্ভজুটিকাহোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ যঃ পশূনামধিপতী রুদ্রস্তন্তিচরো বৃষা পশূনস্মাকং মা হিংসী রেতদস্তু হুতং তব স্বাহা।

'যঃ' 'রুদ্রঃ' পরেষাং রোদনদাতা 'পশূনাং' গবাদীনাং 'অধিপতিঃ' স্বামী 'তন্তিচরঃ' অন্তরীক্ষকঃ 'বৃষা' বর্ষিতা পর্জ্জন্যরূপঃ। হে রুদ্র 'অস্মাকং' 'পশূন্' 'মা হিংসীঃ' 'এতৎ' 'হুতং' 'তব 'অস্তু' প্রীতযে ইতি শেষঃ।

অন্তর্যামী বৃষ্টিদাতা রুদ্র পশুগণের অধিপতি; হে রুদ্র! আমাদের পশুগণকে হিংসা করিও না; তোমার প্রীতির নিমিত্ত এই আহুতি দিতেছি।

পূর্ণাহুতি।

১ অনন্তর যথারীতি মৃড় নামে অগ্নির নামকরণ, আবাহন ও গন্ধ মালা তাম্বূল দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া নিম্নের মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নিতে পূর্ণাহুতি প্রদান করিবেক।

প্রজাপতিঋর্ষিঃ বিরাড়্‌গায়ত্রীচ্ছন্দঃ ইন্দ্রোদেবতা যশস্কামস্য যজ্ঞীয় প্রয়োগে বিনিয়োগঃ।

ওঁ পূর্ণহোমং যশসে জুহোমি যোঽস্মৈ জুহোতি বরমস্মৈ দদাতি বরং বৃণে যশসা ভামি লোকে স্বাহা।

'পূর্ণহোমং' 'যশসে' কীর্ত্ত্যর্থং 'জুহোমি' 'যঃ' 'অস্মৈ' যশসে জুহোতি যশঃ কর্ত্তৃ 'অস্মৈ' হোত্রে 'বরং' অভিমতফলং দদাতি অতোহং 'বরং' 'বৃণে' 'যশসা' 'ভামি' 'লোকে' যশস্বী ভবামীত্যর্থঃ।

যশের নিমিত্ত পূর্ণাহুতি প্রদান করি, যিনি ইহার নিমিত্ত হোম করেন, ইনি তাঁহাকে বর দেন, অতএব এই বর চাই আমি যেন জগতে যশস্বী হই।

নূতন পুস্তক।

কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

১। আত্মোৎকর্ষ বিধান। শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ জ্ঞাননিধি প্রণীত; বর্দ্ধমান অর্য্যমাযন্ত্রে মুদ্রিত। এই গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মা চ্যানিঙের সেল্‌ফ্ কলচর নামক পুস্তক অবলম্বন করিয়া লিখিত ও ছয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত হইয়াছে।

২। বরিশাল ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ। ইহা বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত ও উপাচার্য্যের উপদেশ এই দুইটি বিষয় আছে।

৩। আত্মীয় সভার সভ্যদিগের বিবরণ। ইহা ইংরাজী গ্রন্থ কর্ত্তার এডিসনকে আদর্শ করিয়া লিখিত ও কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

৪। হেমলতা। ইহা একখানি বিবিধ সদুপদেশ পূর্ণ সাহিত্য। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র কর কর্ত্তৃক বিরচিত ও নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

৫। চিত্তচৈতন্যোদয়। এই পুস্তক শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পদ্যে প্রণীত ও স্কুল বুক প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছে।

৬। স্তোত্রাষ্টক ও সঙ্গীত, এবং শিশুর নিত্যকর্ম্ম ও নীতিপঞ্চাশৎ। এই দুই খানি পুস্তক শ্রীযুক্ত দেবীদাস সেন কর্ত্তৃক রচিত ও বিজ্ঞাপনী যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

৭। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এই পুস্তক ইংরাজীতে লিখিত ও জি, পি, রায় কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত হইয়াছে।

৮। অজবিলাপ। এই পুস্তক শ্রীযুক্ত শিবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক কালিদাসের রঘুবংশের স্থল বিশেষের পদ্যানুবাদ। ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক।

অনুষ্ঠান-পদ্ধতি	॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—দ্বিতীয় প্রকরণ	॥০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা	৶০
ব্রহ্ম-স্তোত্র	⁄১০
প্রার্থনা এবং সঙ্গীত	⁄০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৶০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা	॥০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম	।০
ঐ তাৎপর্য্য সহিত	॥০
ঐ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্র ভাল কাগজে ছাপা (লাল কাল অক্ষরে)	১॥০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম	।০
ঐ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	৶০
ঐ ঐ তাৎপর্য্য সহিত	॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস	॥০
আত্মতত্ত্ববিদ্যা	⁄০
ধর্ম্ম-শিক্ষা	৶০
দীপ্ত-শিরার অভিষেক	⁄১০
ভবানীপুর ব্রাহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ ১।২।৩।৪।৫।৬। সংখ্যা একত্র বাঁধান	।০
ব্রহ্মোপাসনা	⁄০
বর্ণমালা—প্রথম সংখ্যা	⁄১০
ঐ দ্বিতীয় সংখ্যা	⁄০
ব্রাহ্ম ব্যবহার	⁄০
দুর্গোৎসব	⁄০
পৌত্তলিক প্রবোধ	।০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ দেবনাগর অক্ষরে	৶০
তত্ত্ববিদ্যা প্রথম খণ্ড	১
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	।৶০
ঐ তৃতীয় খণ্ড	।৶০
ঐ তিন খণ্ড একত্র বাঁধান	১॥০
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায়	৶০
ত্রিসন্ধ্যাস্তোত্র	৶০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা—প্রথম ভাগ	১
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	১
আত্মোৎকর্ষ বিধান	১।৶০
মাঘোৎসব	১
ধর্ম্ম চর্চ্চা	।০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৶০
প্রবচন সংগ্রহ	⁄১০
সংগীত মুক্তাবলী	।০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৶০
প্রশ্ন মঞ্জরী	॥০
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	⁄০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি	⁄০
উদ্বোধনাঞ্জলি	⁄০
গৃহ কর্ম্ম	৶০
স্তোত্রমালা	।০
ধর্ম্ম দীক্ষা	⁄০
ব্রহ্মসাধন	⁄১০
মুস্তাব সঙ্গীত	।০

	Rs.	As
Defence of Brahmoism and the Brahmo Somaj		4
Selections from Vaidanta		2

Hindoo Theism.	1
Theists Prayer Book	1
Signs of the Times	1
Vaidantic Doctrines Vindicated ..	2
Doctrine of Christian Ressurrection	2
Lectures on Patholgy of Fever...................	1 4

কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের

১৭৮৯ শকের ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১৯৪৸৹
পুস্তকালয়	৪৯৶১০
যন্ত্রালয়	৭৫৷৹
ডাক মাসুল	৯৴৹
দ্রব্য বিক্রয়	৩৷৶৹
অনিরূপিত	৷৹
গচ্ছিত	৫৩৸১০
	৩৮৬৷/৹

ব্যয়

মাসিক বেতন	১৩৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১৬৭৶৹
পুস্তকালয়	৩২
যন্ত্রালয়	৯০/৹
ডাক মাসুল	৩৮৸/১০
অক্ষর ক্রয়	৪০৷৶৫
আলোকের ব্যয়	২৪৷/১০
অনিরূপিত	২৪৷/১৫
গচ্ছিত	১৪
	৬৪৭৷৶৹

আয়	৩৮৬৷/৹
পূর্ব্বকার স্থিত ..	৩৬৬৷৹
	৭৫৩/৹
ব্যয়	৬৪৭৷৶৹
স্থিত	১০৫৷৴৹

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

১৭৮৯ শকের ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের দানের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রচন্দ্র বসু	১২
" যদুনাথ দে	২
" রামমোহন দে	২
	১৬

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী ..	২৫
" ক্ষেত্রচন্দ্র বসু	১৬
" হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১
" ব্রজেন্দ্রনাথ রায়	২
	৪৪
	৬০

ব্যয়

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসুর মাঘ ও ফাল্গুন মাসের বেতন	২০
আয়	৬০
পূর্ব্বকার স্থিত . ..	২০৪৶১০
	২৬৪৶১০
ব্যয়	২০
স্থিত	২৪৪৶১০

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

বর্ষ শেষ হওয়াতে যাঁহাদিগের অগ্রিম মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে, তাঁহারা বর্ত্তমান বর্ষের নিমিত্ত অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। অগ্রিম মূল্য অগ্রে প্রদান না করিলে সমাজের ক্ষতি করা হয়।

যাঁহাদিগের নিকট পত্রিকার মূল্য দ্বাদশ মাস অনাদায় আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া বৈশাখ মাসের মধ্যে উহা পরিশোধ করিবেন। নতুবা সমাজ জ্যৈষ্ঠ মাস অবধি তাঁহাদের নিকট মাশুল দিয়া পত্রিকা প্রেরণে অসমর্থ হইবেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৫। কলিগতাব্দ ৪৯৬৯। ২০ বৈশাখ শুক্র বার

সপ্তম কল্প

দ্বিতীয় ভাগ।

জ্যৈষ্ঠ ১৭৯০ শক।

২১৮ সংখ্যা | ব্রাহ্মসম্বৎ ৩৯

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য চতুর্দ্দশানুবাকে অষ্টমং সূক্তং।

গোতম ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ উষাদেবতা।[1]

১০৮১
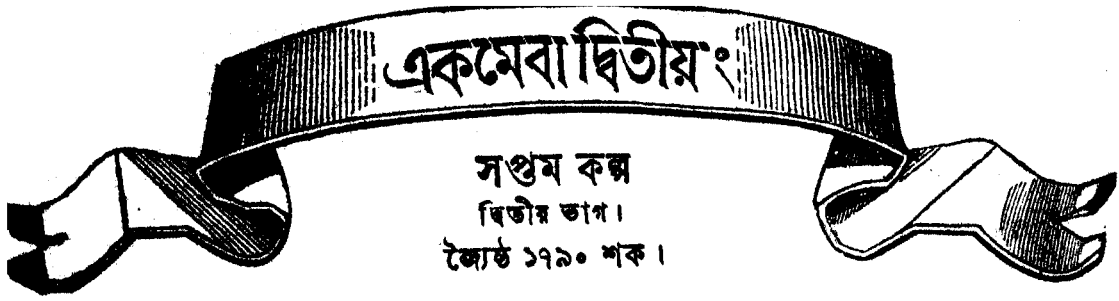
১১। ব্যুর্ণ্বতী দিবো অন্তাঁ অবোধ্যপ স্বসারং সনুতর্যুযোতি। প্রমিনতী মনুষ্যা যুগানি যোষা জারস্য চক্ষসা বি ভাতি।

১১। 'দিবঃ' নভসঃ 'অন্তান্' প্রান্তান 'ব্যূর্ণ্বতী' বিবৃতান্ তমসা বিযুক্তান্ কুর্ব্বতী উষাঃ 'অবোধি' সর্ব্বৈঃ প্রাণিভিঃ অজ্ঞাযি জ্ঞাতাভূৎ। তদনন্তরং 'স্বসারং' উষসঃ প্রাদুর্ভাবে সতি স্বযমেব সরন্তীং নিশাং 'সনুতঃ' অন্তর্হিত নামৈতৎ অন্তর্হিতপ্রদেশে 'অপযুযোতি' অপগময্য পৃথক্ করোতি। 'মনুষ্যা' মনুষ্যানাং সম্বন্ধীনি 'যুগানি' কৃতত্রেতাদীনি 'প্রমিনতী' স্বগমনাগমনাভ্যাং প্রকর্ষেণ হিংসন্তী 'জারস্য' রাত্রের্জরয়িতুঃ সূর্য্যস্য 'যোষা' জায়া উষাঃ 'চক্ষসা' আত্মীয়েন প্রকাশেন 'বিভাতি' বিশেষেণ প্রকাশতে।

১১। যে উষা আকাশের প্রান্তভাগ সকল অন্ধকার হইতে বিমুক্ত করেন, সকলে তাঁহাকে জ্ঞাত হইয়াছে। যে নিশা উষার উদয়ে স্বয়ং প্রস্থান করে, উষা তাহাকে অন্তর্হিত প্রদেশে দূর করিয়া দেন। ইনি মনুষ্যদিগের যুগচতুষ্টয় বিনষ্ট করেন। সূর্য্যদেব ইহাঁকে ভার্য্যাত্বে স্বীকার করিয়াছেন। এই উষা স্বীয় তেজে প্রকাশিত হইয়া থাকেন।

১০৮২

১২। পশূন্ন চিত্রা সুভগা প্রথানা সিন্ধুর্ন ক্ষোদ উর্বিয়া ব্যশ্বৈৎ। অমিনতী দৈব্যানি ব্রতানি সূর্য্যস্য চেতি রশ্মিভির্দৃশানা।

১২। 'সুভগা' শোভনধনা 'চিত্রা' চায়নীয়া পূজনীয়া উষাঃ 'পশূন' 'ন' যথা পশূন্ গোপালকো হরণ্যে বিস্তারয়তি তথা 'প্রথানা' তেজাংসি বিস্তারয়ন্তী 'উর্ব্বিয়া' উর্ব্বী মহতী এবম্ভূতা সা 'ব্যশ্বৈৎ' সর্ব্বং জগৎ ব্যাপ্নোৎ। তত্র দৃষ্টান্তঃ 'সিন্ধুঃ ন ক্ষোদঃ' যথা স্যন্দনশীলং উদকং নিম্নদেশে অচিরাদেব ব্যাপ্নোতি তদ্বৎ। সৈবোষাঃ 'সূর্য্যস্য' 'রশ্মিভিঃ' কিরণৈঃ সহ 'দৃশানা' দৃশ্যমানা সতী 'চেতি' প্রজ্ঞাতা আসীৎ। কিং কুর্ব্বতী 'দৈব্যানি' দেবসম্বন্ধীনি ব্রতানি দর্শপূর্ণমাসাদীনি কর্ম্মাণি 'অমিনতী' অহিংসতী অনুষ্ঠানে যজমানান্ প্রবর্ত্তয়ন্তীত্যর্থঃ। উষসঃ প্রাদুর্ভাবানন্তরং হ্যগ্নিহোত্রাদীনি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি অনুষ্ঠীয়ন্তে। ন রাত্রৌ ন সায় মস্তি দেবযা অজুষ্ট মিতি শ্রুতেঃ।*

---

[1] বৈশাখ মাসের পত্রিকায় 'সোমো দেবতা' স্থলে 'উষা দেবতা' হইবে।

১২। শোভন-ধন-সম্পন্না মহতী পূজনীয়া উষা গোপালক যেমন অরণ্য-মধ্যে পশু সকল বিস্তার করে সেই রূপ আপনার তেজ সকল বিস্তারিত করিয়া প্রক্রত সলিল যেমন নিম্ন দেশে ব্যাপ্ত হয়, সেই প্রকার স্বয়ং সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়া থাকেন। উষা দেবী দৈব কার্য্য সকল প্রবর্ত্তিত করত সূর্য্য কিরণের সহিত দৃশ্যমান হইয়া পরিজ্ঞাত হন।

উষ্ণিক্ ছন্দঃ।

১০৮৩

১৩। উষস্তচ্চিত্রমা ভরাস্মভ্যং বাজিনীবতি। যেন তোকং চ তনয়ং চ ধামহে।

১৩। হে 'বাজিনীবতি' বাজো হবির্লক্ষণং অন্নং তদ্যুক্তা ক্রিয়া বাজিনী তযা ক্রিয়যা যুক্তে 'উষঃ' উষো দেবতে 'অস্মভ্যং' 'চিত্রং' চায়নীয়ং 'তং' ধনং 'আভর' আহর প্রযচ্ছ। যেন ধনেন 'তোকং' পুত্রং 'তনয়ং' তৎপুত্রং 'চ' ধামহে দধ্মহে ধারয়ামঃ। অত্র নিরুক্তং উষস্তচ্চিত্রং চায়নীয়ং ধনমাহরাস্মভ্যমন্নবতি যেন পুত্রাংশ্চ পৌত্রাংশ্চ দধীমহি।

১৩। হে অন্নবতী উষা। তুমি আমাদিগকে সেই মহার্হ ধন প্রদান কর, যদ্দ্বারা আমরা পুত্র পৌত্রদিগকে প্রতিপালন করিতে পারি।

১০৮৪

১৪। উষো অদ্যেহ গোমত্যশ্বাবতি বিভাবরি। রেবদস্মে ব্যুচ্ছ সূনৃতাবতি।

১৪। হে 'গোমতি' অস্মভ্যং দাতব্যৈঃ গোভিঃ যুক্তে তথা 'অশ্বাবতি' অশ্বৈর্যুক্তে 'বিভাবরি' বিশিষ্ট প্রকাশোপেতে 'সূনৃতাবতি' প্রিয়সত্যাত্মিকা বাক্ সূনৃতা তাদৃশ্যা বাচা যুক্তে এবম্ভূতে হে 'উষঃ' উষো দেবতে 'অদ্য' ইদানীং প্রভাত সময়ে 'ইহ' অস্মিন দেশে 'অস্মে' অস্মাকং 'রেবৎ' ধনযুক্তং কর্ম্ম যথা ভবতি তথা 'ব্যুচ্ছ' নৈশং তমো নিবারয়।

১৪। হে উষা! তুমি গো এবং অশ্বযুক্ত প্রকাশশীল ও সূনৃত বাক্য সম্পন্ন। এক্ষণে নিশার অন্ধকার নিবারণ কর, আমরা এই স্থানে মহা আড়ম্বরে দৈব কর্ম্ম সম্পাদন করি।

১০৮৫

১৫। যুক্ষ্বা হি বাজিনীবত্যশ্বাঁ অদ্যারুণাঁ উষঃ। অথা নো বিশ্বা সৌভগান্যা বহ। ১। ৬। ২৬।

১৫। হে 'বাজিনীবতি' হবির্লক্ষণান্নবতি 'উষঃ' উষো দেবতে 'অরুণান্' অরুণবর্ণান 'অশ্বান' অশ্বস্থানীয়ান গোবিশেষান 'অদ্য' অস্মিন কালে 'যুক্ষ্ব' 'হি' যোজয়ৈব। হিরন্ধারণে। অথানন্তরং রথমারুহ্য 'বিশ্বা' 'সৌভগানি' সর্ব্বাণি সৌভাগ্যানি 'নঃ' অস্মভ্যং 'আবহ' আনয়। ১। ৬। ২৬।

১৫। হে অন্নযুক্ত উষা! তুমি এক্ষণে অরুণ বর্ণ গো সমুদয় রথে যোজিত কর। তৎপরে আমাদিগকে সমস্ত সৌভাগ্য প্রদান কর। ১। ৬। ২৬।

অশ্বিনী দেবতা।

১০৮৬

১৬। অশ্বিনা বর্তিরস্মদা গোমদ্দস্রা হিরণ্যবৎ। অর্বাগ্রথং সমনসা নি যচ্ছতং।

১৬। উষঃ সাহচর্য্যাৎ বুদ্ধিস্থাবশ্বিনাবিদমাদিকেন তৃচেন স্তুয়েতে। হে 'অশ্বিনা' অশ্বনন্তৌ ব্যাপনশীলৌ বা দেবৌ 'দস্রা' শত্রূণাং উপক্ষপয়িতারৌ 'অস্মৎ' অস্মাকং 'বর্ত্তিঃ' বর্ত্তনহেতুভূতং গৃহং 'আ' সমন্তাৎ 'গোমৎ' বহুভির্গোভির্যুক্তং 'হিরণ্যবৎ' হিত রমণীয় ধনযুক্তং চ যথা ভবতি তথা 'সমনসা' সমান মনস্কৌ সন্তৌ যুবাং যুষ্মদীয়ং 'রথং' 'অর্ব্বাক্' অর্ব্বাচীনং অস্মদীয়ং গৃহমভিমুখং 'নিযচ্ছতং' আবর্ত্তয়তং।

১৬। হে শত্রুনাশক অশ্বযুক্ত অশ্বিনীকুমারদ্বয়! তোমরা একমনা হইয়া সমন্তাৎ গোগণ পরিবৃত ও সুবর্ণপূর্ণ আমাদিগের গৃহের অভিমুখে তোমাদিগের রথ প্রেরণ কর।

১০৮৭

১৭। যাবিত্থা শ্লোকমা দিবো জ্যোতির্জনায় চক্রথুঃ। আ ন ঊর্জং বহতমশ্বিনা যুবং।

১৭। হে অশ্বিনৌ 'যৌ' যুবাং 'দিবঃ' দ্যুলোকাৎ 'শ্লোকং' উপশ্লোকনীয়ং প্রশংসনীয়ং 'জ্যোতিঃ' তেজঃ 'ইত্থা' ইত্থং

অন্যাভিঃ অনুস্তুষমানেন প্রকারেণ 'চক্রথুঃ' কৃতবন্তৌ কেষাঞ্চিৎ মতেন সূর্য্যাচন্দ্রমসাবশ্বিনৌ উচ্যেতে। তদুক্তং যাস্কেন তৎকাবশ্বিনৌ দ্যাবাপৃথিব্যাবিত্যেকে সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিত্যেকে ইতি। তথাচ এক:শকল্পং তয়োরুপপন্নং তৌ 'যুবং' যুবাং 'নঃ' অস্মভ্যং 'ঊর্জং' বলপ্রদময়ং 'আবহতং' আনয়তং প্রযচ্ছতং।

১৭। হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! তোমরা দ্যুলোক হইতে প্রশংসনীয় তেজ এই দৃশ্যমান ভাবে প্রকাশ করিয়াছ। এক্ষণে তোমরা আমাদিগকে বলপ্রদ অন্ন প্রদান কর।

১০৮৮

১৮। এহ দেবা ময়োভুবা দস্রা হিরণ্যবর্তনী। উষর্বুধো বহন্তু সোমপীতয়ে। ১। ৬। ২৭।

১৮। 'উষর্বুধঃ' উষসি প্রবুদ্ধাঃ অশ্বাঃ 'ইহ' অস্মিন যাগে 'সোমপীতয়ে' সোমপানায় 'দস্রা' শত্রূণামুপক্ষয়িতারৌ অশ্বিনৌ 'আবহন্তু' আনযন্তু। কীদৃশৌ 'দেবা' দেবনশীলৌ দানাদিগুণযুক্তৌ বা 'ময়োভুবা' ময়সঃ আরোগ্য প্রদস্য সুখস্য ভাবয়িতারৌ অশ্বিনৌ বৈ দেবানাং ভিষজাবিতিশ্রুতেঃ। 'হিরণ্যবর্ত্তনী' বর্ত্ততে অনেনেতি ব্যুৎপত্ত্যা বর্ত্তনি শব্দেন রথ উচ্যতে সুবর্ণময়ো বর্ত্তনি যয়োস্তৌ। ১। ৬। ২৭।

১৮। হে উষাকালে প্রবুদ্ধ অশ্ব সকল! তোমরা শত্রুনাশক দানাদিগুণযুক্ত, সুবর্ণময় রথ সম্পন্ন সুখপ্রদ অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমপান করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আনয়ন কর। ১। ৬। ২৭।

ব্রাহ্মসমাজ।

নববর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

রবিবার ১ বৈশাখ ১৭৯০ শক।

অদ্যকার ব্রাহ্মসমাজ বুধবারের সমাজের ন্যায় নহে; অদ্য বিশেষ সমাজ;—আমাদের পরম পূজনীয় পূর্ব্ব পুরুষগণ জ্যোতিঃ শাস্ত্রের নিয়মানুসারে যে দিন অবধি নব বর্ষের গণনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, অদ্য সেই বৈশাখ মাসের প্রথম দিন। অদ্যাবধি নূতন বৎসর কেবল হিন্দু জাতির মধ্যেই পরিগণিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মসমাজ অদ্য হইতে ব্রাহ্ম সম্বতের গণনা আরম্ভ করিয়া জন্মভূমির সহিত আপনার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ প্রদর্শন করিতেছেন। তদনুসারে অদ্য প্রভৃতি ঊনচত্বারিংশ ব্রাহ্মসম্বৎ আরব্ধ হইল। "যাঁহার শাসনে অহো-রাত্র দ্বারা সম্বৎসর পরিবর্ত্ত হইয়া আসিতেছে;" ব্রাহ্মেরা "সেই জ্যোতির জ্যোতি, অমৃত এবং সকলের আয়ুর কারণ" পর ব্রহ্মের উপাসনায় নব বর্ষের প্রথম ভাগ উৎসর্গ করিয়া এই জন্য মঙ্গলাচরণ করিলেন, যাহাতে সম্বৎসর কাল কেবল মঙ্গলেতেই অতিবাহিত হয়। ভৌতিক, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত মঙ্গলই সেই সর্ব্বশক্তিমান্ মঙ্গলস্বরূপের উপর নির্ভর করিতেছে। চিরকালই তিনি আমাদিগের মঙ্গল বিধান করিতেছেন এবং এ বৎসরও আমাদিগের মঙ্গল বিধান করিবেন তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা যেন আপন দোষে সেই সমস্ত মঙ্গল লাভে বঞ্চিত না হই, তন্নিমিত্ত তাঁহার নিকট শুভ বুদ্ধি প্রার্থনা করি। যেমন বৈশাখ মাসের মাসিক সমাজ এই নব বর্ষের ব্রাহ্মসমাজের সহিত একীভূত হইয়াছে, সেই রূপ আমাদের জ্ঞান ভাব ইচ্ছা তাঁহার সহিত একীভূত হউক। কিন্তু যে ব্রাহ্মসমাজে উপবেশন করিয়া আজি সম্বৎসরের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি, হে ব্রাহ্মগণ! আপনারা সেই ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি সাধনের জন্য বল প্রার্থনা করুন—ব্রাহ্মসমাজকে কি প্রকার উন্নত করিয়া জগতের মঙ্গল সাধন করিবেন, তাহা আলোচনা করুন। আপনাদের সময় যতই মহামূল্য হউক, তাহা ব্রাহ্মসমাজের হিত চিন্তায় নিয়োগ করিলে অপব্যয়িত হইবে না। আমাদের স্বার্থ চিন্তাই কি সমুদয় আয়ুঃ

গ্রাস করিয়া রাখিবে? ব্রাহ্মধর্ম্ম কি অদ্যাপি আমাদের মমতা আকর্ষণ করিতে পারেন নাই? ব্রাহ্মসমাজ কি আমাদের স্নেহাস্পদ হন নাই? অলসেরা যেমন পরিশ্রমের ভার সাধুগণের উপর সমর্পণ করিয়া পরিশ্রমের ফল অসঙ্কোচে অপহরণ করিয়া লয়, আমরাও কি সেই রূপ ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির পরিশ্রম অন্যের মস্তকে চির কাল নিক্ষেপ করিয়া রাখিব এবং তাহার ফল ভোগের সময়ে নির্লজ্জ হইয়া হস্ত প্রসারণ করিব? হা কৃষক! তুমি এই গ্রীষ্ম কালে ভীষণ উত্তাপে দগ্ধ হইয়া গলদ্ঘর্ম্ম কলেবরে অতি কঠিন মৃত্তিকা সকল কর্ষণ করিতেছ, আর তোমার রক্তে যে তণ্ডুল উৎপন্ন হইবে, আমরা তাহার প্রত্যাশায় আলস্য-শয্যায় উপবেশন করিয়া আছি! জনক জননীর গলগ্রহ হইয়া কেবল তাঁহাদের ধন ক্ষয় করা পুত্রগণের কি লজ্জার বিষয় নহে? অতএব আপনারা ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি সাধনে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিশ্রম স্বীকার করুন, তাহার অনন্ত ফল পাইবেন; কেবল আপনারা নহেন, পুত্রপৌত্রাদি বংশপরম্পরায় সেই ফল শত গুণ করিয়া ফলিত হইতে থাকিবে। ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি সাধন করুন।

ব্রাহ্মসমাজ আর কিছুই নহে—আপনাদের সকলকে লইয়া ঈশ্বরের মঙ্গলময় উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্য যে একটি কল্যাণরূপ সুন্দর শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহারই নাম ব্রাহ্মসমাজ; আপনারা প্রত্যেকেই তাহার অঙ্গস্বরূপ হইয়া তাহার উন্নতিতে উন্নত হইয়া উঠিতেছেন; এই রূপ নিশ্চয় জানিবেন, ইহার অবনতিতে আপনারাই অবনত হইয়া পড়িবেন; আপনাদের বংশপরম্পরাকে সেই অবনতির বিষময় ফল ভোগ করিতে হইবে। আর অনবধানতা ও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিবেন না। ভারত বর্ষে যে শোচনীয় দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, এই অনবধানতা ও উদাসীনতা হইতেই তাহার বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল; হিন্দু জাতির পতন সেই অঙ্কুরজাত বিষময় বৃক্ষের ফল। যথেষ্ট হইয়াছে; তথাপি কি শিক্ষা লাভ হয় নাই? এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি সাধন করুন; যে উপায়ে তাহা সংসাধিত হইবে, তাহা অবলম্বন করুন; ব্রাহ্মসমাজ কি গুরুতর বিষয়, তাহার অনুশীলন করুন।

ব্রাহ্মসমাজে একমাত্র পরমেশ্বরের উপাসনার জন্য উপাসকদিগের সম্মিলন হইবে। যে দেশের লোক হউক, যে জাতির হউক, যে অবস্থার হউক, যে বয়সের হউক, একমাত্র পরব্রহ্মের আরাধনা লক্ষ্য করিয়া একত্র সমাগত হইলেই ব্রাহ্মসমাজ হইবে। কি অট্টালিকায়, কি পর্ণকুটীরে, কি অনাবৃত প্রান্তরে, কি নদীকূলে, কি পর্ব্বতের পরিসরে, কি বৃক্ষতলে সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। কি প্রভাতে, কি মধ্যাহ্নে, কি সায়ং কালে, কি নিশীথ সময়ে সকল কালেই ঈশ্বরের উপাসনার জন্য সকলে একত্র হইতে পারেন। পুণ্যবান্ কি পাপাত্মা, বিদ্বান্ কি মূর্খ, সভ্য কি বর্ব্বর, ধনী কি দরিদ্র, ব্রাহ্মণ কি চণ্ডাল, পুরুষ কি স্ত্রী, বৃদ্ধ কি বালক, সকলেই ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে পারিবেন। ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের আরাধনার সময়ে সংসারের সমুদায় প্রভেদ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে রাজার সহিত প্রজার, পণ্ডিতের সহিত মূর্খের, ধনীর সহিত দরিদ্রের, পুরুষের সহিত স্ত্রীর, উচ্চের সহিত নীচের প্রভেদ করা যদি আবশ্যক হয়—মধুময় প্রণয়রস বিচ্ছেদের জন্যে নয়—পরস্পরের মঙ্গলের জন্যে যদি প্রভেদ করা আবশ্যক

হয়, হউক; ব্রাহ্মসমাজে সমুদায় আত্মা এক উপাসনা-সূত্রে গ্রথিত হইয়া পরম পিতা পরমেশ্বরের সন্নিধানে উপনীত হইবে। দেশের নিয়ম নাই, কালের নিয়ম নাই, অবস্থার নিয়ম নাই, জাতির নিয়ম নাই, বয়সের নিয়ম নাই; এই মাত্র নিয়ম যে, ব্রাহ্মসমাজে কেবল এক মাত্র পরমেশ্বরের উপাসনা হইবে। ব্রাহ্মসমাজের আর কোন অর্থ নাই।

ব্রাহ্মসমাজ সেই সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত অপাপবিদ্ধ পরমাত্মাতে আত্মা সকলের সমাধান করিবার স্থান; সংসারানলে দীপ্তশিরাদিগের অমৃত-সলিলে অবগাহন করিবার স্থান; সেই জগদ্গুরু জ্ঞান-সমুদ্র হইতে আপ্তোপদেশ লাভ করিবার স্থান; সেই শান্ত-রসাস্পদ রসস্বরূপ হইতে শান্তিরস পান করিবার স্থান। আকাশের প্রতি বিন্দুতে সেই অতীন্দ্রিয় আত্মা ব্যাপ্ত হইয়া আছেন; প্রত্যেক পদার্থ হইতে সেই অদৃশ্য জ্যোতি বিনির্গত হইতেছে; আমাদের আত্মাতে তিনি প্রাণরূপে বর্ত্তমান আছেন। আমি যেমন এই শরীরের আত্মা, তিনি তেমনি এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা; তিনি এই সমস্ত ভৌতিক পদার্থের আত্মা, তিনি আমাদের আত্মার আত্মা। তিনি সমস্ত জগতের প্রাণ, তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, বাক্যের বাক্য, মনের মন। তিনি ঊর্দ্ধেতে অধোতে, বামে ও দক্ষিণে, পশ্চাতে ও সম্মুখে বর্ত্তমান আছেন। শরীর দ্বারা নয়, ইন্দ্রিয় দ্বারা নয়, কল্পনা দ্বারা নয়, আত্মা আপনার নৈসর্গিক বিশ্বাস দ্বারা তাঁহাকে উপলব্ধি করিতেছে। এই গ্রীষ্ম কালে যেমন শীতল জলে অবগাহন করিলে আরাম বোধ হয়, সেই রূপ আত্মা সেই শান্তি-সরোবরে নিমগ্ন হইয়া আরাম লাভ করে। তাঁহাতে সমাহিত হইলে মনুষ্য প্রীতির প্রসার, কর্ত্তব্যের উপদেশ ও ধর্মের বল অতর্কিতরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই সর্ব্বদর্শী আমাদিগকে দেখিতেছেন; কেবল আমাদের বহির্ভাগ নয়, কিন্তু আমাদের অন্তরের গূঢ় কামনা, গূঢ় অভিসন্ধি ও গূঢ় উদ্দেশ্য স্পষ্টাক্ষরবৎ পাঠ করিতেছেন; তাঁহার এই সর্ব্বতঃ প্রসারিত দৃষ্টি, এই অব্যাহত দৃষ্টি আত্মা যখন অনুভব করে, তখন, সহস্র চেষ্টাতে যে ফল লাভ করা যায় নাই, তাহা এক নিমেষ মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শুভানুধ্যায়ী গুরুদেব বহু উপদেশে যে দোষ সংশোধন করিতে পারেন নাই, তাহা তাঁহার পবিত্র জ্যোতিতে এক বারে ভস্মীভূত হয়। অনেক যত্নেও যে উন্নতি হয় নাই, তাহা সেই মহান্ পুরুষে সংযুক্ত হইয়া অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়; সংসারের কোন স্থানে যে সান্ত্বনা মিলে নাই, তাহা সেই প্রেমমুখ দর্শন মাত্রেই লাভ করা যায়। মর্ত্ত্য মনুষ্য! আর কি ফল লাভ করিতে চাও?

ব্রাহ্মসমাজ এই প্রকার চিত্ত সমাধানের উপায়-সকল বিধান করিয়া দিবেন এবং ইহার প্রতিবন্ধক-সকল দূরীকৃত করিবেন। কিন্তু ইহাতে সাধকগণেরও বহু যত্ন আবশ্যক হইতেছে। প্রধানতঃ এই—সাধকগণকে একনিষ্ঠ স্থির চিন্তা লইয়া এখানে প্রবেশ করিতে হইবে। পৃথিবীতে নানাবিধ পদার্থ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, নানাবিধ ভাবের লোক আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া থাকে এবং বিচিত্র ঘটনা-সকল আমাদিগকে লইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে ক্রীড়া করিতেছে; আমরা নির্লিপ্ত থাকিবার নিমিত্ত যতই চেষ্টা করি, তথাপি তৎসমুদায় হইতে আমাদের মনে নানাবিধ ভাব সংক্রামিত হইতে থাকে এবং আমরা ইচ্ছা না করিলেও কিয়ৎ পরিমাণে আমাদের চিন্তাকে অপহরণ করে; অন্ততঃ মনুষ্যের মনে এমন সকল বিকৃত প্রতিবিম্ব আরোপিত করিয়া দেয় যে,

তাহা এক বারে প্রক্ষালন করা সকলের পক্ষে সহজ ব্যাপার নহে। মনুষ্যের মন যেমন স্বপ্নাবস্থাতে সেই সকল প্রতিবিম্ব লইয়া উন্মাদের ন্যায় ব্যবহার করে, সেই রূপ অসংযত হইবামাত্র জাগ্রদবস্থাতেও সেই সমস্ত প্রতিবিম্ব দ্বারা নানা দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। ইহাও অল্প আক্ষেপের বিষয় নয় যে, কত আবশ্যক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইয়া বহু কষ্টে চিত্তাকে যেমন স্থির করিলেন, অমনি তাহা তৈল-হীন প্রদীপের ন্যায় নির্ব্বাণ হইয়া গেল, তিনি নিদ্রাবিষ্ট হইলেন এবং ক্ষণে ক্ষণে পার্শ্ববর্ত্তী উপাসকদিগেরও বিঘ্নস্বরূপ হইতে লাগিলেন। চিত্তের চঞ্চলতা, অথবা তাহার লয় উভয়ই সাধকের আশা ও পরিশ্রম বিফল করিয়া দেয়। চিত্তকে এই উভয়বিধ উপদ্রব হইতে মুক্ত রাখিয়া অবাতকম্পিত অথচ প্রজ্বলিত দীপশিখার ন্যায় প্রস্তুত করিতে হইবে। উপাসনা, স্তোত্র, সংগীত ব্যাখ্যান, উপদেশ সকলই নিরর্থক হইবে, অতিতিক্ত হইবে, বিরক্তিকর হইবে, যদি স্থির চিত্তে অবস্থান অভ্যস্ত না হয়।

একান্তে যাঁহাকে নিজস্ব বলিয়া ভোগ করিয়া থাকি, তাঁহাকে সাধারণ করিয়া মনুষ্য জাতির সৌভ্রাত্ররূপ মহামূল্য রত্ন উপার্জ্জন করিবার স্থান এই ব্রাহ্মসমাজ। একটি ক্ষুদ্র দীপ হয় তো অতি সামান্য বায়ুতেই নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে; কিন্তু যখন অগ্নিরাশি একত্র হইয়া মহারণ্য দগ্ধ করিতে থাকে, তখন সেই পূর্ব্ব-শত্রু সমীরণই তাহার সহায়তা করিতে যায়; মনুষ্য বর্ত্তমান সংসারে অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুতে যুগপৎ আক্রান্ত হইয়া আছে; একাকী সেই সমস্ত অরাতিকে পরাজয় করিয়া আপনার কর্ত্তব্য সাধনে অগ্রসর হইতে পারেন, এমন মহাত্মা প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হন না। ঈশ্বর আমাদিগকে পরস্পর সাহায্য-সাপেক্ষ করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন; সংসারের কার্য্যে যেমন এই সাহায্য আবশ্যক, আত্মার উন্নতি সাধনেও ইহা সেই রূপ আবশ্যক ইহা পদে পদে পরীক্ষিত হইয়েছে। পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া মনুষ্যগণ অপূর্ব্ব বল ধারণ করেন। জড়ের ন্যায় আত্মার আত্মায় এক প্রকার আধ্যাত্মিক যোগাকর্ষণ আছে, তাহার প্রভাবে মনুষ্য জাতি অতি অদ্ভুত দুঃসাধ্য ব্যাপার সকল সম্পন্ন করিতে পারেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণু কেবল যোগাকর্ষণ প্রভাবে এই প্রকাণ্ড পৃথিবীরূপ ধারণ করিয়াছে। কোন বৃক্ষ একাকী প্রান্তরের মধ্যে বসন্ত কালে পুষ্পরূপ লোভনীয় হাস্য বিস্তার করিতে পারে, কিন্তু গ্রীষ্ম কালের প্রচণ্ড বাত্যাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে; যদি তাহাকে বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে রোপণ করা যাইত, হয় তো চির কালই জীবিত থাকিতে পারিত। মনুষ্যও সেই রূপ সমাজে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া আশ্চর্য্য বল ধারণ করেন এবং কত বিপৎপাত অনায়াসে বহন করিতে থাকেন। ধার্ম্মিক হইবার নিমিত্ত—মনুষ্য হইবার নিমিত্ত যে প্রকার বিশ্বাস, যে প্রকার ভাব ও যে প্রকার সদাচার নিতান্ত আবশ্যক, সাধু সমাজে তাহা আশ্চর্য্য রূপে পরস্পরের উপর সংক্রামিত হয়। যখন ঈশ্বরের আরাধনায় আসি, তখন পরস্পরের প্রেমোজ্জ্বল চক্ষু দর্শন করিলে আমাদের প্রেমানল দাবানলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠে; ইহা সামান্য উপকার নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মের যে মহান্ উদ্দেশ্য আছে, তাহা পরস্পরের সৌভ্রাত্ররসে সম্মিলিত সমাজ ব্যতীত একের দ্বারা সম্পন্ন হইবার নহে। এক উদ্দেশ্যে দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া সময়ে সময়ে একত্র সমাগত হওয়াতে ব্রাহ্মসমাজের যে কি বল গূঢ় রূপে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা কে বুঝিতে পারিবে? যখন

মহাসমুদ্রের নিভৃত গর্ভে প্রবালকীট সকল এক একটি আসিয়া প্রাণ ত্যাগ করে, হা! তখন কেহই দেখে না; কিন্তু তাহা হইতেই প্রকাণ্ড দ্বীপ মহাসাগরের বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া উত্থিত হয়, পর্ব্বতসমান তরঙ্গের আঘাত-পরম্পরা অবলীলায় সহ্য করিতে থাকে এবং কত শত ভগ্নপোত নিরাশ্রয়দিগকে মৃত্যু-গ্রাস হইতে উদ্ধার করে। "ব্রাহ্মসমাজে আগমন করিবার কোন ফল নাই!" আর এ কথা কেহই যেন বলেন না। হে মধু-মক্ষিকাগণ! বালকদিগের উত্তেজনায় উ-ত্যক্ত হইয়া পরিশ্রমে ক্ষান্ত হইও না; মধুক্রম নির্ম্মাণ করিতে থাক; যখন মধু সঞ্চয় হইবে, তখন বিকারগ্রস্ত মর্ত্ত্য লোক, বিকারগ্রস্ত হিন্দু জাতি মহৌষধ জ্ঞানে সমাদর করিবে এবং হস্ত তুলিয়া তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবে। হায়! ব্রাহ্মসমাজে আসিবার কোন ফলই নাই! তুমি কি ফলের প্রত্যাশায় আগমন কর? যে ফলের প্রত্যাশায় নানা-দ্রব্য-পরিপূর্ণ আপণ মধ্যে যাও, যে ফলের প্রত্যাশায় রাজসভায় প্রবেশ কর, যে ফলের প্রত্যাশায় নাট্যশালায় উপস্থিত হও, সে ফলের প্রত্যাশা এখানে বৃথা। চিত্তের শান্তি ও প্রসাদ এবং ধর্ম্মবলের বৃদ্ধি এখানকার ফল, ঈশ্বর হইতে উপদেশ লাভ এখানকার ফল, অমূল্য ভ্রাতৃভাব শিক্ষা করা এখানকার ফল। আপনার ক্ষুদ্র মনের সুখ দুঃখ গণনা পরিত্যাগ কর, ঈশ্বরের ভক্ত হও, মনুষ্যকে প্রীতি কর, স্বদেশের প্রেমে বিগলিত হও, তবে এখানে আসিবার ফল বুঝিতে পারিবে। এ ক্ষেত্রের ফল ইহার কৃষকেরাই জানেন। হে কৃষকগণ! প্রচণ্ড উত্তাপে ভীত হইও না; এই উত্তাপই তোমাদের জন্য মেঘ সঞ্চয় করিতেছে; স্থির চিত্তে কর্ষণ করিতে থাক এবং অমৃত ফল উৎপন্ন করিয়া তোমাদের প্রতিবাসীকে দেখাও, তাহার চৈতন্য হউক।

ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বরের উপাসনা শিক্ষা করিবার স্থান। ঈশ্বরে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনই তাঁহার উপাসনা; "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।" এই প্রকার উপাসনাই ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের এক মাত্র নিদান; "একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিক মৈহিকঞ্চ শুভং ভবতি।" ঈশ্বরের উপাসনা প্রীতি ও প্রিয় কার্য্য সাধন এই দুই ভাগে বিভাজিত হইয়াছে; কিন্তু বস্তুতঃ এ দুইই এক; অন্তরে ঈশ্বরের উপাসনা—প্রীতি; এবং বাহিরে তাঁহার উপাসনা—প্রিয় কার্য্য সাধন; এই মাত্র প্রভেদ। ইহাই ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসনা। ব্রাহ্মসমাজ এই রূপ উপাসনা শিক্ষা করিবার স্থান; এই রূপ উপাসনা অভ্যাস করিবার স্থান। ধ্যান ও প্রার্থনা এই উপাসনা শিক্ষা করিবার উপায়। ব্রাহ্মসমাজে এই দুইটি উপায় মুখ্যরূপে অবলম্বিত হইয়া থাকে। প্রতি ব্রাহ্মও নির্জ্জনে এই উপায় অবলম্বন করেন তাহার সন্দেহ নাই। ঈশ্বরের স্বরূপ ও মহিমার প্রতিপাদক গ্রন্থ, স্তোত্র ও সংগীত সেই ধ্যান ও প্রার্থনার অবলম্বন; সাধকগণ গ্রন্থ, স্তোত্র অথবা সংগীত অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরকে ধ্যান ও প্রার্থনা করিয়া থাকেন। সেই ধ্যান ও প্রার্থনা দ্বারা ঈশ্বরেতে প্রীতি বিকশিত ও প্রিয় কার্য্য সাধনের বল পরিবর্দ্ধিত হয়। কেহ যেন এই ধ্যান ও প্রার্থনাতেই উপাসনার পরিসমাপ্তি মনে করিয়া নিশ্চিন্ত না হন; ধ্যান ও প্রার্থনা স্বয়ং উপাসনা নহে; উপাসনা শিক্ষা করিবার উপায়। উপাসনা—প্রীতি ও প্রিয়কার্য্য সাধন; উপাসনাস্থান—এক আমাদের হৃদয়, আর আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র। হৃদয়ে তাঁহার ভক্ত হইতে হইবে এবং কর্ম্মে তাঁহার সেবক হইতে হইবে; তবে তাঁহার উপাসনা সম্পন্ন হইবে। উপাসনার অর্দ্ধাঙ্গ প্রীতি ও অর্দ্ধাঙ্গ

প্রিয় কার্য্য সাধন; উভয় মিলিত না হইলে তাঁহার উপাসনা সম্পন্ন হয় না। বৃক্ষের কিয়দংশ পৃথিবীর গর্ভে নিহিত ও কিয়দংশ আকাশে বিস্তৃত হইয়া থাকে; কিন্তু উভয় অংশ মিলিত হইয়াই পুষ্পফল প্রসব করে। ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বরের এই প্রকৃত উপাসনার শিক্ষা দান করিবেন। হৃদয়ে ঈশ্বরের ভক্ত ও কর্ম্মে তাঁহার সেবক এই রূপ ব্রহ্মোপাসক সকল প্রস্তুত করাই ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য হইবে।

ব্রাহ্মসমাজ পাপীদিগের প্রায়শ্চিত্ত-স্থান। পাপী দুই প্রকার। এক প্রকার এই—তাঁহারা আত্মকৃত পাপ অবগত হইয়া সন্তাপানলে দগ্ধ হইতেছেন এবং তৃষ্ণার্ত্ত হরিণের ন্যায় শান্তি-বারি অন্বেষণ করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদিগকে শান্তি-নিকেতনের পথ প্রদর্শন করিবেন; তাঁহাদের দগ্ধ আত্মা যেন সেই অমৃত-সাগরে অবগাহন করিয়া শীতল হইতে পারে। ঈশ্বর ভয়ানক নহেন; তিনি মাতা অপেক্ষাও কোমল; তিনি তাঁহাদের হৃদয়ে যে যন্ত্রণা প্রদান করিতেছেন, তাহা কেবল তাঁহাদিগের পাপ-বিকার ধ্বংস করিবার নিমিত্ত; তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত নহে; এই আশাপ্রদ সত্য—এই মৃতসঞ্জীবন ঔষধ প্রদান করিয়া ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদিগের হৃদয়-শল্য উদ্ধার করিয়া দিবেন এবং প্রেমের সহিত ঈশ্বরের প্রেম প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট করিবেন। পাপতাপিত ব্যক্তিরা শোকে ও ভয়ে হতচেতন হয়, প্রেমপূর্ণ ঈশ্বরকেও উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহাভয়াবহ বলিয়া বোধ করে এবং নৈরাশ্য-সাগরে নিমগ্ন হইয়া শোচনীয় কাণ্ড সকল উপস্থিত করে—হয়তো জন্মের মত উন্মাদ-রোগে আক্রান্ত হয়; নয়, যন্ত্রণায় অধীর হইয়া পাপের উপর পাপ করিতে থাকে; অথবা স্বহস্তে আপনার প্রাণ দণ্ড করিয়া স্বানুষ্ঠিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে যায়। হা! এমন পাষাণহৃদয় মনুষ্যও এই পৃথিবীতে আছে যে, সেই দুঃসময়েও তাহাদিগকে মর্ম্মঘাতী বিভীষিকা প্রদর্শন করে। ব্রাহ্মসমাজ পিতার ন্যায় মাতার ন্যায় এই অনুতাপিত ব্যক্তিদিগকে আশ্রয় দান করিবেন। রুগ্ন ব্যক্তির রোগযন্ত্রণা দেখিয়া হিতৈষীর মনে দয়ার আবির্ভাব যদি উচিত হয়, তবে পাপযন্ত্রণায় যাহার আত্মা আর্ত্তনাদ করিতেছে, সে কেন না দয়ার পাত্র হইবে?

দ্বিতীয় প্রকার পাপী এই—তাহারা অজ্ঞাতসারে ভূরি ভূরি পাপ অনুষ্ঠান করিতেছে অথবা তাহাদের হৃদয় এমন কঠোর হইয়া গিয়াছে যে, সেই সকল পাপাচারের নিমিত্ত তাহাতে অনুশোচনার একটি রেখাও সমুদ্ভূত হয় না। ইহাদিগেরই পাপাচারে মনুষ্যসমাজ ক্ষত বিক্ষত হয়। বিচারালয়ে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে, কেমন অম্লানবদনে উৎকোচের প্রতি দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত হইতেছে! বিচারার্থীর ভয়কম্পিত হস্ত হইতে কেমন অকুতোভয়ে তাহাদের শুভ্র শোণিত পান করা হইতেছে! আ! এক বার এক দুরাত্মা অসংকোচে বলিয়াছিল, ইহাতে কি পাপ! বণিক্‌দিগের বিপণিমধ্যে প্রবেশ কর, কেমন প্রতারণার জাল পাতিত আছে, দেখিতে পাইবে। ঐ দেখ, এক বিদ্বান্ আপনার নিভৃত গৃহে উপবেশন করিয়া কাহার সর্ব্বনাশের নিমিত্ত জালপত্র প্রস্তুত করিতেছে। এ দিকে দেখ এক যুবা পতিব্রতা পত্নীর অকৃত্রিম প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা তুচ্ছ করিয়া ধর্ম্মের মস্তক চূর্ণ করিয়া বারাঙ্গনার পরিচর্য্যা করিতেছে। ওদিকে দেখ, এক বিষয়ী নিরীহদিগের সম্পত্তি সকল কেমন অল্পে অল্পে আত্মসাৎ

করিতেছে। আর এক স্থানে দেখ, কতকগুলি দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি প্রতিবাসীর উৎপীড়নের জন্যে কেমন মণ্ডলী বান্ধিয়া চক্রান্ত করিতেছে। এখানকার শনিবাসরের আমোদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; কি পিশাচ-বৃত্তি সকল অনুষ্ঠিত হইতেছে, দেখিতে পাইবে। ধর্ম্ম হইতে বিষয় কর্ম্ম কেন এত পৃথক্ হইয়া আছে; বিষয় কর্ম্মের লোক ও ধর্ম্মের লোক কেন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিতে পরিগণিত হয়? মনুষ্য-সমাজের উচ্ছেদকারিণী এই সমস্ত পাপ-পরম্পরা ব্রাহ্মসমাজে তীব্ররূপে তিরস্কৃত হইবে, —যাহাতে তাদৃশ দুর্বৃত্তদিগের হৃদয়ের দুর্গন্ধ তাহাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় স্পর্শ করিতে পারে। তাহাদের পাপের মূল আবিষ্কৃত করিতে হইবে, তাহার গরলময় ফল সকল প্রকাশ করিতে হইবে; তাহা হইতে মুক্তি লাভের উপায় সকল প্রদর্শন করিতে হইবে এবং তাহাদের সংশোধনে স্নেহের সহিত সাহায্য করিতে হইবে। সুনিপুণ অস্ত্রচিকিৎসকের ন্যায় তাহাদিগের হৃদয় খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রদর্শন করিতে হইবে—কি মহাবিনাশের বীজ সকল উহার অভ্যন্তরে অঙ্কুরিত হইতেছে। ইহা যথার্থ যে, ইহাতে ব্রাহ্মসমাজ অনেকের বিরক্তিকর হইবে, অনেকের সুখভোগের বিঘ্নস্বরূপ হইবে, অনেকে ইহার তীব্র ভৎর্সনা সহ্য করিতে না পারিয়া তিরোহিত হইবেন এবং অনেকে ইহার প্রতি অভিসম্পাত প্রদান করিবেন। ক্ষমাময় ঈশ্বর সকলের মঙ্গল করুন এবং সকলকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন; ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্যের অনুগামী হইবেন না; মনুষ্যকে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুগামী হইতে হইবে। পাপীদিগকে ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ করা অপেক্ষা প্রীতির সহিত তিরস্কার করা শ্রেয়স্কর বোধ হয়। দ্বেষ ও ঈর্ষা যে তিরস্কারের মূল, তাহা ধর্ম্মের সাক্ষাৎ বিরোধী মহাপাপ। হিতৈষণার তিরস্কার কৃত্রিম সমাদর অপেক্ষা অনন্ত গুণে উৎকৃষ্ট তাহার সন্দেহ নাই। মনুষ্য! যে ব্রাহ্মসমাজ তোমার ঐহিক ও পারত্রিক হিতানুসন্ধান করিবেন, তাঁহাকে তুমি কি শত্রুজ্ঞান করিবে? তুমি কি প্রীতির তিরস্কার অপেক্ষা কপটের স্তুতিগানে অধিক মুগ্ধ হইবে?

ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মের বিজ্ঞান অপেক্ষা ধর্ম্মের প্রতি অধিক দৃষ্টি করিবেন; বাক্যের বিশুদ্ধতা অপেক্ষা চরিত্রের বিশুদ্ধতায় অধিক সমাদর করিবেন। মনুষ্যের মনে ধর্ম্মজ্ঞান কি প্রকারে সঞ্চারিত হইল, ইহা না জানিয়াও এক জন ধর্ম্মানুষ্ঠান ও সচ্চরিত্রতার অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হইতে পারেন; কিন্তু আর এক জন ধর্ম্মতত্ত্বের বিচারে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন হইয়াও পাপাচারীর একশেষ হইতে পারে। যাঁহার চরিত্র ধর্ম্মের সহিত একীভূত হইতেছে, দর্শন শাস্ত্রে তাঁহার ব্যুৎপত্তি থাকুক আর নাই থাকুক, তিনি অবশ্যই শ্রদ্ধাস্পদ ও মানাস্পদ হইবেন। কিন্তু যিনি দর্শন শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত, তাঁহার চরিত্র যদি ধর্ম্ম হইতে পৃথক্ হয়, তবে তিনি মণিমণ্ডিত বিষধরের ন্যায় সুদুর-পরাহত হইবেন, গন্ধহীন কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় কেবল গৃহসজ্জার উপকরণ মাত্র থাকিবেন। যাঁহার হৃদয় যথার্থরূপে ধর্ম্মশাস্ত্র অভ্যাস করিয়াছে, তাঁহার চরিত্র সেই ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যানস্বরূপ হয়। যেমন নয়নের অশ্রুধারা হৃদয়নিহিত শোকের পরিচয় প্রদান করে, সেই রূপ অন্তরের ধর্ম্মভাব চরিত্রে প্রতিবিম্বিত হয়। যাঁহার চরিত্র দেখিয়া লোকে ধর্ম্মশিক্ষা করিতে পারে, তিনিই মহাপুরুষ। সাধারণ লোকে ব্রাহ্মধর্ম্মের গ্রন্থ পাঠ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম জানিতে চায় না; ব্রাহ্মদিগের চরিত্র দেখিয়া তাহা জানিতে চায়। সত্য কথা, সরল ব্যবহার, ন্যায়ানুগত আচরণ, পরোপকার, ক্ষমা, সৌজন্য, বিনয় ও শিষ্টাচার শত শত

দর্শন শাস্ত্র অপেক্ষা সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট মহামূল্য রত্ন। তুমি নীতিশাস্ত্রের বিচারে কত দূর ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছ, তাহা তাদৃশ অনুসন্ধেয় নহে, কিন্তু মনুষ্যসমাজে ব্যবহারকালে ন্যায়পথে কত ক্ষণ দণ্ডায়মান থাক, তাহাই পরিগণিত হইবে। বস্তুতঃ নির্ম্মল চরিত্রই ঈশ্বর-পূজার উৎকৃষ্ট উপহার; গন্ধ-পুষ্প ধূপ-দীপ তাঁহার আরাধনার প্রকৃত উপকরণ নহে। ব্রাহ্মসমাজ ঈদৃশ ধর্ম্মপরায়ণ সচ্চরিত্র সাধুগণের নিজ গৃহস্বরূপ ও তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের অলঙ্কারস্বরূপ হইবেন।

যে বীর আপনার প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান আছেন, ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার ন্যায় সাহসী হইয়া কর্ম্ম করিতে থাকিবেন; জড়ের ন্যায় শুষ্ক হইয়া কাল ক্ষয় করিবেন না; উদাসীন ও মূক হইয়া কেবল দিবস গণনা করিবেন না। আশা ও উৎসাহ ইহাঁর মন্ত্রী হইবে; ভয় ও আলস্যের পরামর্শ এক বারে পরিত্যক্ত হইবে। সত্য জ্ঞান, সাধুভাব ও মঙ্গল ইচ্ছা ইহাঁর এক মাত্র অস্ত্র হইবে। সমুদায় সংসারের উর্দ্ধে ধর্ম্মরাজের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিবেন। কৃষকের লাঙ্গল অবধি সম্রাটের মুকুট পর্য্যন্ত ইহাঁর শাসনে কম্পিত করিতে হইবে। অসত্যের সহিত, অন্যায়ের সহিত, পাপের সহিত অবিশ্রামে সংগ্রাম করিবেন। ক্ষণস্থায়ী নিন্দা ও প্রশংসা তুচ্ছ করিয়া চিরস্থায়ী মঙ্গল রাজ্য বিস্তার করিতে থাকিবেন; পর্ব্বতের ন্যায় অটল ভাবে ভীষণ বাত্যাঘাত ও বজ্রপাত সহ্য করিয়া ঈশ্বরের মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধন করিতে থাকিবেন।

ব্রাহ্মসমাজ অকৃত্রিম সম্মানের সহিত পূজনীয় বৃদ্ধগণের শীতল হৃদয়ে অনন্ত জীবনের স্ফূর্ত্তিকর আলোক প্রজ্বলিত করিয়া দিবেন এবং তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবেন। তাঁহারা ঈশ্বরের কার্য্য যত দূর সম্পন্ন করিয়া চলিলেন, তাহাতে বহু মান প্রদর্শন করিবেন এবং তাঁহাদের পবিত্র কীর্ত্তি সকল ভক্তি ও যত্নের সহিত রক্ষা করিতে থাকিবেন। তাঁহারা বহু কষ্টে যে সকল রত্ন উপার্জ্জন করিয়াছেন, অলসের ন্যায় কেবল তাহা ভোগ করিয়া আয়ুঃশেষ করা কর্ত্তব্য নহে; আরও নব নব রত্ন আহরণ করিয়া তাহার বৃদ্ধি করা উচিত। তাঁহারা ক্ষেত্রের যত দূর কর্ষণ করিয়াছেন, কেবল তাহারই উপর হল চালনা না করিয়া অবশিষ্ট ভাগ কর্ষণ করিতে হইবে। তাঁহাদের যে সকল দান আমাদের সময়ের উপযুক্ত না হইবে, তাহা অতিযত্নের সহিত তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তির—মাননীয় প্রতিকৃতির পার্শ্বে ন্যস্ত হইয়া আমাদের প্রীতি আকর্ষণ করিতে থাকিবে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের বেদসংহিতা আমাদের উপাসনার উপযোগী না হইলেও যেমন আমাদের যত্নের ধন ও প্রীতির আস্পদ হইয়া আছে, সেই রূপ তাঁহাদের যে সকল দ্রব্য আমাদের উপযোগী না হইবে, তদ্দ্বারা অতি যত্নের সহিত তাহাঁদের কীর্ত্তিগৃহ—মানাস্পদ কীর্ত্তিগৃহ অলঙ্কৃত হইবে। পূজনীয় বৃদ্ধগণ যেমন আমাদের অগ্রে এই পৃথিবীতে আগমন করিয়া কত শত বিষয়ে আমাদের সহায়তা করিলেন, সেই রূপ পর লোকেও আমাদের অগ্রসর হইয়া আমাদের মহোপকারের জন্য যে কত আয়োজন করিবেন, তাহা কে বলিতে পারে? তাঁহারা চিরকালই আমাদের পূজনীয় থাকিবেন।

ব্রাহ্মসমাজ অল্পবয়স্ক যুবকগণকে প্রীতি ও সমাদরের সহিত পরিগ্রহ করিবেন। ভবিষ্যতের আশা ও উন্নতি তাহাদিগেরই মুখ নিরীক্ষণ করিয়া আছে। পূজনীয় বৃদ্ধেরা যে সকল কার্য্য অসম্পন্ন রাখিয়াছেন, ঈশ্বর তাহা তাহাদিগের দ্বারা সম্পন্ন করিয়া লইবেন। কিন্তু, যদিও তাহাদের হৃদয় আশা

ও উদ্যমে পরিপূর্ণ, এবং সম্মুখের দিকেই প্রধাবিত আছে; যদিও বার্দ্ধক্য-সুলভ ভয় ও নিরুৎসাহতা অদ্যাপি তাহাদিগকে উদ্বিগ্ন করে নাই; তথাপি তাহারা অদূর-দর্শিতা ও অনভিজ্ঞতায় অন্ধ ও বিষয়সুখের লোভে অতিমাত্র চঞ্চল; তাহারা আপনাদের পশু-প্রবৃত্তির ও সেই প্রবৃত্তির বিষয় সকলের স্বরূপ ও পরিণাম সহসা পরীক্ষা করিতে পারে না, বসন্ত কালের নব পল্লবের ন্যায় বিনা বাধায় প্রতিপালিত হইতেছে, গ্রীষ্ম-কালের ভীষণ বাত্যাঘাত সহ্য করিতে জানে না; তাহাদের যৌবনসুলভ শিথিল চিত্তে জীবনের মহত্তম উদ্দেশ্য সহসা বদ্ধমূল হয় না; তাহারা পুত্তলিকার ন্যায় ক্রীড়নক হইয়া সংসারের হস্তে দোলায়মান হইতেছে; এবং তাহাদিগের উদ্যমপূর্ণ শরীরের ন্যায় মনও ইচ্ছাপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণমাণ হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজ তাহাদিগকে সৎপথে অগ্রসর করিবেন; তাহাদের কোমল হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, মনুষ্যের প্রতি প্রীতি, ধর্ম্মের প্রতি আস্থা, সৎকর্ম্মে সাহস ও কর্ম্মানুষ্ঠানে পটুতা উৎপন্ন করিতে থাকিবেন। তাহাদিগের বাল্যসুলভ ঔদ্ধত্য পিতার ন্যায়, সদ্‌গুরুর ন্যায় সহ্য করিতে হইবে এবং কর্কশ তাড়না দ্বারা নয়, কিন্তু কোমল ভাব ও দৃষ্টান্ত দ্বারা বিনয়, সৌজন্য ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে হইবে। পিতামাতাই ধর্ম্ম শিক্ষার স্বাভাবিক গুরু; কিন্তু সকল পিতামাতার অবস্থা সেরূপ নহে; এখানকার বিদ্যালয় সকলও সে প্রকার নহে। ব্রাহ্মসমাজ যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের বিস্তার দেখিতে চান, পাপের স্রোত নিবারণ করিতে চান, নাস্তিকতা দমন করিতে চান, ভারত বর্ষের উন্নতি দেখিতে চান, তবে ইহাঁকে অবশ্যই তাহাদের ধর্ম্ম-শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। এক্ষণে বিদ্যালয়ে জ্ঞান শিক্ষা করিয়া তাহাদিগের বুদ্ধি যে প্রকার উন্নত হইতেছে, গৃহে আসিয়া হৃদয় পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত তাহারা সে প্রকার ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইতেছে না। ইহাতে যে গরলময় ফল উৎপন্ন হইতেছে, তাহা কাহারও অগোচর নাই। "ঈশ্বর নাই, পর লোক নাই, ধর্ম্ম কেবল প্রবঞ্চনা" এ সকল ভয়ানক কথা কোথা হইতে উৎপন্ন হয়?

ব্রাহ্মসমাজ চির কালই উন্নতি হইতে উন্নততর অবস্থায় অবগাহন করিতে থাকিবেন। ব্রাহ্মসমাজ যে পথে পদার্পণ করিয়াছেন, তাহাতে উদয়শীল সূর্য্য কখন অস্তগামী হইবে না এবং বিশ্রামের রাত্রি কখনই আসিবে না। মহৎ হইতে মহত্তর কর্ম্মের ক্ষেত্র সকল দিন দিন উপস্থিত হইতে থাকিবে। অতএব ব্রাহ্মসমাজকে চির কালই উন্নতির আদর্শ হইয়া অবস্থান করিতে হইবে; নতুবা ইহাঁর অস্তিত্ব কেবল বিড়ম্বনামাত্র হইবে। ব্রাহ্মসমাজ যেন বিদ্যা, সভ্যতা ও সাধারণ উন্নতির নিকটে কখনই হীন হইয়া না পড়েন; তাহা হইলে ইহাঁর অবস্থিতি সন্দেহের বিষয় হইয়া উঠিবে। সাধারণ লোকে জ্ঞান ধর্ম্মে যে উন্নতি লাভ করিবে, এখান হইতে যদি তাহা অপেক্ষাও অধিক উন্নতির পথ প্রদর্শিত না হয়, তাহা হইলে ইহাঁর জীবন ক্ষয় হইতে থাকিবে। এমন সময় কখনই আসিবে না, যখন আর উন্নতির প্রয়োজন হইবে না। বিদ্যা, সভ্যতা ও সাধারণ উন্নতির সহিত কখনই যেন ইহাঁর বিরোধিতা না হয়। ইহা যথার্থ বটে যে, ব্রাহ্মসমাজ বিদ্বান্‌ ও মূর্খ এবং সভ্য ও বর্ব্বর সকলেরই অধিগম্য হইবেন। ব্রাহ্মসমাজ যে সকলেরই অধিগম্য হইবেন ইহার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু কিরূপ হইলে ব্রাহ্ম-সমাজ সকলেরই অধিগম্য হইবেন? ব্রাহ্ম-সমাজ যদি বিদ্যার অনাদর করেন, তবে ইহাঁকে কেবল মূর্খ লইয়া অবস্থান করিতে

হইবে, সুশিক্ষিত বিদ্যাবানের দুষ্প্রবেশ্য হইবে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ যদি বিদ্যার আলোকে আলোকিত থাকেন, তাহা হইলে বিদ্বান্ ও মূর্খ উভয়েরই অধিগম্য ও সেবনীয় হইবেন। ব্রাহ্মসমাজ যদি সভ্যতার অনাদর করেন, তাহা হইলে ইহা কেবল বর্ব্বরদিগের আলয় হইয়া থাকিবে, সভ্য ভব্যের অবজ্ঞেয় হইবে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ যদি সময়োচিত সভ্য বেশ ধারণ করেন, তাহা হইলে সভ্যদিগেরও সেবনীয় হইবেন; অসভ্যদিগেরও শিক্ষা-স্থান হইবেন। অতএব ব্রাহ্মসমাজ সর্ব্বদাই সকল বিষয়ে সমুন্নত হইয়া চির কালই জ্ঞান ভাব, ধর্ম্মের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে থাকিবেন এবং সকলের নিকটে লাভপ্রদ বলিয়া সমাদৃত হইবেন।

ব্রাহ্মসমাজ সমুদায় পৃথিবীর মঙ্গল সাধনেই মুক্তহস্ত থাকিবেন; কিন্তু ভারত বর্ষের সহিত যে ইহাঁর সবিশেষ সম্বন্ধ স্বভাবতঃ সংঘটিত আছে, ইহা যেন কখনই বিস্মৃত না হন। ভারতভূমির সন্তানগণকে লইয়াই এই ব্রাহ্মসমাজ নির্ম্মিত হইয়াছে; ভারত ভূমিই এই ব্রাহ্মসমাজের জন্মভূমি; ভারত বর্ষের গ্রন্থ হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; ভারত বর্ষের অর্থ লইয়াই এই ব্রাহ্মসমাজ-গৃহ প্রস্তুত হইয়াছে; এবং ভারত ভূমি আটত্রিশ বৎসর এই ব্রাহ্মসমাজকে বক্ষে করিয়া বহন করিতেছে; অতএব ভারত ভূমির মঙ্গল সাধনে ব্রাহ্মসমাজ কি পরিশ্রান্ত হইবেন? আমাদের প্রেমাস্পদ ভারত বর্ষকে, আমাদের মাতৃভূমিকে উন্নত করিতে হইবে। আমাদের আত্মা এই ভারত ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এই ভারত বর্ষের মৃত্তিকাই আমাদের রক্ত মাংস মেদ মজ্জা ও অস্থি হইয়া আমাদিগকে জীবিত রাখিয়াছে; ভারত ভূমির এ ঋণ যদি পরিশোধ না করিয়া প্রস্থান করিতে হয়, যদি আমরা ভারত ভূমির কোন উপকারে না আসিয়া কেবল ইহার গলগ্রহ হইয়া থাকি, যদি ভারত বর্ষে আমাদের মমতা ও প্রীতি সঞ্চারিত না হয়, যদি জননী জন্মভূমি আমাদের পর ও আমরা ইহাঁর পর হইয়া উঠি, যদি মাতৃ-সেবায় আমাদের ক্লেশ বোধ হয়, তবে আমাদের জন্ম গ্রহণ বিড়ম্বনা মাত্র, এবং আমাদের জীবন কেবল কৃতঘ্নতা মাত্র। ভারত বর্ষ এ ক্ষণে ব্রাহ্মসমাজের নিকট বহু প্রত্যাশা করিতেছে। এক বার কর্ণপাত করিয়া ভারতভূমির আর্ত্তনাদ শ্রবণ কর; যদি হৃদয় থাকে, এক বার ইহার জীর্ণ দশা নিরীক্ষণ কর; যদি প্রাণ থাকে; এক বার চক্ষু উন্মীলন কর; সমুদায় রক্ত শুষ্ক হইয়া যাইবে। ধন্য হিন্দুজাতির পুণ্য যে অদ্যাপি তাঁহারা জীবিত হইয়া আছেন। পাপ, তাপ, রোগ, শোক, উৎপীড়ন, অত্যাচার, দরিদ্রতা স্বর্ণভূমি ভারত বর্ষকে অরণ্য করিয়া ফেলিল। ধিক্ হিন্দু সন্তানগণের জীবনে, যাহাদের জননী মৃত্যু-শয্যায় শয়ানা, তাহারা কি বলিয়া হাস্য মুখে আমোদ করিয়া বেড়ায়! এখন ব্রাহ্মসমাজ এই ভারত বর্ষের এক মাত্র ভরসা। ব্রাহ্মসমাজকে সেই মুমূর্ষু জননীর প্রাণ দান করিতে হইবে;—পাপের স্রোত নিবারণ করিতে হইবে এবং ইহার যন্ত্রণানলে শান্তি-বারি সেচন করিতে হইবে। ইহার জন্য কত পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইবে, কত ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে, কত বিপদ্ মস্তকে করিয়া বহন করিতে হইবে, কত অপমান ও তিরস্কার অঙ্গের আভরণ করিতে হইবে; তবে এই জননী জন্মভূমির ঋণ হইতে ব্রাহ্মসমাজ মুক্তি লাভ করিবেন।

ব্রাহ্মগণ! ব্রাহ্মসমাজের এই সকল উৎকৃষ্ট ভাব আপনাদের অগোচর নাই; বর্ত্তমান সময় আপনাদের সর্ব্বাংশেই সহায়তা করিতে প্রস্তুত আছে; সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর আপ-

নাদের সম্মুখে; আপনাদের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নয়; কর্ম্ম-ক্ষেত্রও সম্মুখে বিস্তৃত; আর কত কাল পরস্পর মুখ নিরীক্ষণ করিবেন? আর কত কাল উদাসীন হইয়া থাকিবেন; যে বৎসর চলিয়া গেল, তাহা জন্মের মত বিদায় হইল; যে বৎসর আসিতেছে, ইহার জন্য সতর্ক হওয়া এখনও আমাদের ক্ষমতার মধ্যে আছে; যে ব্রাহ্মসমাজের উপর আপনাদের মঙ্গল নির্ভর করিতেছে, আপনাদের বংশপরম্পরার মঙ্গল নির্ভর করিতেছে, সেই ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য এ বৎসর কি করিবেন? ব্রাহ্মসমাজ! এই আশা-হীন নিরুদ্যম শ্রম-কাতর ভীরু দুঃস্থ বঙ্গদেশ তোমাকে ধারণ করিতে পারে না। অথবা তোমারই প্রসাদে বঙ্গ দেশ, ভারতবর্ষ শোচনীয় দশা হইতে মুক্তি লাভ করিবে। হে ঈশ্বর তোমার ইচ্ছাই সম্পন্ন হউক।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রহ্মোপাসনা।

ব্রহ্মাবর্ত্ত[১] মহর্ষি বাল্মীকির তপোবন
বসন্ত কাল ১১ ফাল্গুন ১৭৮৯ শক।

কি নিভৃত স্থান! কি শান্তি ভাবে পরিপূর্ণ! মনোমধ্যে কি প্রগাঢ় শান্তিরসের আবির্ভাব হইতেছে। এই মহা প্রাচীন তপোবনে প্রবেশ কালীন আমারদিগের স্বর স্বভাবতঃ মৃদু হইয়া আসিল। বোধ হইতেছে যেন তপঃস্বাধ্যায়-নিরত মহর্ষি বাল্মীকির আত্মা অদ্যাপি এখানে সঞ্চরণ করিতেছে। যখন আমরা মনে করি যে তিনি এই তপোবনে রামায়ণের প্রারম্ভে পরিকীর্ত্তিত যে অজ, নির্গুণ, গুণাত্মক লোকধারী পুরুষের উপাসনা করিতেন, আমরা অদ্য এখানে প্রায় পঞ্চ সহস্র বৎসর পরে সেই নিরতিশয় মহান্ পুরুষের উপাসনা করিতেছি। যখন আমরা মনে করি যে তিনি যে ব্রহ্ম নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন, সেই নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক আমরা এখনও উপাসনা করিতেছি। যখন আমরা বিবেচনা করি যে, যে উপনিষদের শ্লোক-সকল তিনি পাঠ করিয়া ব্রহ্মানন্দ রস পান করিতেন, সেই সকল উপনিষদের শ্লোক আমরা পাঠ করিয়া অদ্য সেই ব্রহ্মানন্দ-রসপান করিতেছি, তখন আমারদিগের মনে কি বিস্ময়-রসের আবির্ভাব হয়, ইহাতে বোধ হইতেছে যে যাবৎ গিরি ও স্রোতঃস্বতী সকল মহীতলে স্থিতি করিবে, তাবৎ ব্রহ্ম নাম তাবৎ প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্ম এই ভারত মণ্ডলে বিদ্যমান থাকিবে। যখন আমরা বিবেচনা করি যে, যে সকল গভীর মহোচ্চ সত্য-ভাব-প্রতিপাদক শব্দ আমারদিগের প্রাচীন ঋষিরা হিমবৎ গুহাদি হইতে নিঃসারণ করে নাই। উপাসনা কার্য্য দুই প্রহরের সময়ে তপোবনের অভ্যন্তরে পিলু বৃক্ষের স্নিগ্ধ ছায়ায় সম্পাদিত হইয়াছিল; সেই দিবস বৈকালে তাহার অনতি দূরে গঙ্গাতীরে বাল্মীকির কবিত্ব শক্তি বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। এই পিলু বৃক্ষ আর্য্যাবর্ত্তের অপর দুই এক তীর্থ স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না। তপোবনের বৃক্ষ সকল দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে কালক্রমে তাহারদের শাখা সকল কাণ্ডে পরিণত হইয়াছে। এই বক্তৃতাদ্বয়ের অন্তর্গত অনেক শব্দ ও বাক্য বাল্মীকির রামায়ণ হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে॥

১ ব্রহ্মাবর্ত্ত অর্থাৎ বিঠুর গ্রাম, কানপুরের অতি সন্নিকট। এই রূপ প্রবাদ আছে যে ঐ স্থানে মহর্ষি বাল্মীকি বাস করিতেন। অদ্যাপি লোকে এক বিশেষ বনকে তাঁহার তপোবন বলিয়া নির্দ্দেশ করে। উহার অনতি দূরে সীতা-পরিহার নামে এক স্থান আছে, লোকে বলে যে ঐ স্থানে সীতাকে লক্ষ্মণ পরিত্যাগ করিয়া যান। ঐ স্থানে পরিহার-মন্দির নামে একটী অপূর্ব্ব মন্দির আছে। কত রাজ পরিবর্ত্তন হইয়াছে কিন্তু এই তপোবন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে; কোন অত্যাচারী মুসলমান রাজা অথবা ভুস্বামী তাহা স্পর্শ করিতে সাহস

পূর্ব্বক ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন, সেই সকল শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক আমরা এখনও ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছি—তখন স্বদেশ-প্রেমাগ্নি আমারদিগের হৃদয়-মধ্যে কি রূপ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। হে ব্রাহ্মগণ! ইহা তোমারদিগের পৈতৃক ধন; এই পৈতৃক ধনকে তোমরা কখন অবহেলা করিও না। এই পৈতৃক ধনের সাহায্য লইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে যত্নবান্ হও, তাহা হইলে অচিরাৎ ব্রাহ্মধর্ম্মের আধ্যাত্মিক জয়পতাকা ভারত-রাজ্যে উড্ডীন হইবে। ঈশ্বর-স্বরূপ-প্রতিপাদক এ রূপ বাক্য অন্য কোন জাতির ধর্ম্ম-গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমারদিগের দেশের বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে যেমন বৈকুণ্ঠের কথা আছে, তেমনি অন্য অন্য জাতির ধর্ম্ম-গ্রন্থে এ রূপ উল্লেখ আছে যে পরমেশ্বর সর্ব্বস্থান অপেক্ষা এক বিশেষ স্থানে অধিকতর প্রকাশমান আছেন। উপনিষদে ঈশ্বর-স্বরূপ সম্বন্ধে এ রূপ হীন ভাব দৃষ্ট হয় না। উপনিষৎকারেরা বলিয়া গিয়াছেন যে ঈশ্বর "বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং"। ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন যে ঈশ্বর জ্ঞান স্বরূপ ও মঙ্গল স্বরূপ কিন্তু সৃষ্ট মনের গুণ সকল তাঁহাতে কিছুই নাই। তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন যে ঈশ্বর "অমনোঽ তেজস্কমপ্রাণ মমুখ মমাত্রং" "তিনি মন রহিত তেজ রহিত, প্রাণ রহিত, মুখ রহিত, উপমা রহিত" এ রূপ মহোচ্চ ভাবে অন্য কোন জাতির ধর্ম্ম-বক্তা উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। "সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম" "যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" এই সকল অপ্রমেয় গভীর ভাব-পূর্ণ্য বাক্য যাঁহারা উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা সেই সকল বাক্য-প্রতিপাদ্য পরমেশ্বরের প্রতি এমত প্রীতি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যাহা অন্য লোকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না, তাঁহারা কি মহাত্মা ব্যক্তি ছিলেন! সেই সকল শান্ত গম্ভীর-প্রকৃতি মহাত্মাদিগের যে দোষ থাকুক না কেন তাঁহারদিগের কতক গুলিন অসাধারণ গুণও ছিল। তাঁহারদিগের চারিটী গুণ অনুকরণ করিবার যোগ্য। প্রথমতঃ ঋষিরা ঈশ্বর-গত-প্রাণ ও ঈশ্বর-গত-চিত্ত ছিলেন; তাঁহারা পরমাত্মাতে ক্রীড়া ও পরমাত্মাতে রমণ করিতেন তাঁহারা ঈশ্বরের সহিত আত্মার নিগূঢ় যোগ সম্পাদনে অতীব যত্নবান্ ছিলেন। তাঁহারা ঈশ্বর-স্মরণকে নিশ্বাস প্রশ্বাসবৎ সহজ ও স্বভাব-সিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন। আমাদিগেরও এই রূপ যোগ সম্পাদনে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। পরমাত্মার সহিত সকল বস্তুর স্বাভাবিক যোগ আছে; তিনি যদি আপনাকে সকল বস্তু হইতে পৃথক করিয়া লয়েন, তাহা হইলে এখনই সকল বস্তু বিনাশ-দশা প্রাপ্ত হয়। সেই আত্মার আত্মার সঙ্গে আত্মারও স্বভাবতঃ নিগূঢ় যোগ আছে। পরমাত্মা যদি জীবাত্মা হইতে আপনাকে পৃথক করিয়া লয়েন, তাহা হইলে জীবাত্মা এখনই বিনাশ-দশা প্রাপ্ত হয়। সচরাচর যাহাকে যোগ বলে, তাহা আর কিছুই নহে, কেবল পরমেশ্বরের সহিত জীবাত্মার যে স্বাভাবিক যোগ আছে, তাহা উজ্জ্বল রূপে সর্ব্বদা অনুভব করা। কিন্তু এই রূপ যোগ অভ্যাস করিতে গিয়া যেন আমারদিগের অন্যান্য মহান্ কর্ত্তব্য সকল বিস্মৃত না হই। আমারদিগের মনে যেন এই সত্য সর্ব্বদা জাগরূক থাকে যে সংসারই সমাধির পরীক্ষা-ক্ষেত্র। সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন কালে যদি ঈশ্বর-স্মরণ আমারদিগের মনে প্রদীপ্ত থাকে, তবে তাহাই যথার্থ যোগ। এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠতম ঋষিরা যাহা কহিয়া গিয়াছেন, তাহাই করা কর্ত্তব্য "আত্মক্রীড় আত্মরতি ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ" যিনি পরমাত্মাতে ক্রীড়া

করেন, যিনি পরমাত্মাতে রমণ করেন ও সৎক্রিয়ান্বিত হয়েন, তিনি ব্রহ্মবিৎদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

দ্বিতীয়তঃ ঋষিদিগের ন্যায় আমারদিগের শান্ত প্রকৃতি হওয়া কর্ত্তব্য। শান্ত সমাহিত না হইলে ঈশ্বর-স্বরূপ আত্মাতে প্রতিভাত হয় না। আমারদিগের দুরন্ত দুষ্প্রবৃত্তি সকলকে দমন না করিলে আমরা কখনই ঈশ্বরের সন্নিকর্ষ লাভ করিতে সমর্থ হইব না। যদি আমরা প্রবৃত্তি-স্রোত দ্বারা সর্ব্বদা নীয়মান হই, তবে আমরা ঈশ্বরের অধীন কি রূপ হইতে পারি? ঋষিরা পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন শান্ত সমাহিত না হইলে কেবল প্রজ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে কখনই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। "নাবিরতো দুশ্চরিতান্না শান্তো নাসমাহিতঃ না শান্তমানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ"। ঋষিরা ঈশ্বরকে প্রিয় রূপে উপাসনা করিতেন কিন্তু শান্তরূপে উপাসনা করিতেন। ঈশ্বরের প্রতি তাঁহাদিগের অসামান্য প্রীতি ছিল। তাঁহারা ঈশ্বরের জন্য ধন মান সকলই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা ঈশ্বরকে শান্তরূপে উপাসনা করিতেন; তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন "প্রিয়মুপাসীত" কিন্তু "শান্তমুপাসীত"। ইহা যথার্থ বটে যে প্রথমতঃ ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি অত্যন্ত উষ্ণ রূপ ধারণ করে; এমন কি উপাসককে উন্মত্ত করিয়া ফেলে। কিন্তু যতই প্রীতি প্রগাঢ় ও পরিপক্ব হয়, ততই তাহা উষ্ণ ভাব পরিত্যাগ করিয়া শান্ত ভাব ধারণ করে। প্রিয়ের সঙ্গে প্রথম প্রণয়-কালে প্রীতি কি উষ্ণ রূপ ধারণ করে? কিন্তু যতই তাঁহার প্রতি প্রীতি বর্দ্ধিত হইতে থাকে, যতই তাহা কাল সহকারে প্রগাঢ় ও পরিপক্ব হইতে থাকে, ততই তাহার উষ্ণতা তিরোহিত হয়। বন্ধুর প্রতি প্রীতিও তদ্রূপ জানিবে। অভিনব প্রীতি এক রূপ পরিপক্ক প্রীতি অন্য রূপ। ঈশ্বর শান্তস্বরূপ; যদি আমারদিগের প্রকৃতিকে ঈশ্বর-সদৃশ করা ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য হয়, তবে শান্তস্বরূপ ঈশ্বরকে শান্ত ভাবে উপাসনা করা বিধেয়। শান্ত ভাবে সর্ব্বদা ঈশ্বরের মাধুর্য্যের গাঢ় আস্বাদনই ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসনা। কোন ঋষি এই রূপ উক্তি করিয়াছেন যে, "নিস্তরঙ্গোতি গম্ভীরঃ সান্দ্রানন্দসুধার্ণবঃ। মাধুর্য্যৈক রসাধার এক এবাস্তি সর্ব্বতঃ"। ঈশ্বর নিস্তরঙ্গ অতি গম্ভীরঃ নিবিড় আনন্দ-স্বরূপ, সুধা-সমুদ্র, মাধুর্য্য রসের এক মাত্র আধার ও সর্ব্বস্থানব্যাপী। যাঁহার হৃদয় হইতে এই শ্লোক নিঃসৃত হইয়াছিল, তিনি কি রূপ ঈশ্বর-প্রেমী না ছিলেন। ঈশ্বর সুধা-সমুদ্র ও মাধুর্য্য রসের এক মাত্র আধার যিনি এই বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তিনি ঈশ্বরের মাধুর্য্য কি রূপ আস্বাদন না করিয়াছিলেন। যে মহর্ষি এই শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম বশিষ্ঠ; তিনি কত বার এই তপোবনে আগমন করিয়া মহর্ষি বাল্মীকির সহিত ব্রহ্ম প্রসঙ্গ করত ব্রহ্মানন্দ-পীযূষ পান করিয়াছিলেন; আমরা ক্ষুদ্র ব্যক্তি হইয়াও এখানে সেই প্রসঙ্গ করত সেই পীযূষ পান করিয়া কৃতার্থ হইতেছি।

তৃতীয়তঃ মহর্ষিরা যশস্পৃহা-শূন্য ছিলেন, তাঁহারদিগের যশস্পৃহা-শূন্যতা আমারদিগের অনুকরণ করা অতীব কর্ত্তব্য। আমরা সংবাদ পত্রে কোন প্রস্তাব লিখিলে আমরা সেই প্রস্তাবের লেখক ইহা লোককে জানাইবার জন্য কতই ব্যগ্র না হই, কিংবা বক্তৃতা করিয়া প্রশংসা-সূচক যথেষ্ট করতালি প্রাপ্ত না হইলে আমরা কতই ক্ষুণ্ণ না হই, কিন্তু মহর্ষিরা এই রূপ যশোলোলুপ ছিলেন না, তাঁহারা আপনারদিগের নাম না দিয়া কতই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কত ধর্ম্ম-গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় আছে, যাহাতে গ্রন্থ-কর্ত্তার

কোন নাম নাই। মহর্ষিরা যশের আকাঙ্ক্ষা করিতেন না, তাঁহারা অস্থায়ী যশের জন্য ব্যাকুল ছিলেন না, জগতের মঙ্গল সাধন হইলেই তাঁহারা সন্তোষ লাভ করিতেন। কিসে জগতের যথার্থ মঙ্গল সাধন হয় এই বিষয়ে তাঁহারদিগের ভ্রম ছিল; ভ্রম-শূন্য মনুষ্য কোথায় আছে? কিন্তু জগতের মঙ্গল সাধনই তাঁহারদিগের কার্য্যের এক মাত্র উদ্দেশ্য ছিল, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

চতুর্থতঃ ঋষিরা আড়ম্বর-প্রিয়তা-শূন্য ছিলেন। তাঁহারদের উপাসনায় আড়ম্বর ছিল না। উপাসনা কার্য্যে যতই বাহ্যাড়ম্বর বৃদ্ধি হইবে, ততই আধ্যাত্মিক পবিত্রতার প্রতি লক্ষ্য না থাকিয়া কেবল বাহ্যাড়ম্বরের প্রতি লোকের মনোযোগ বর্দ্ধিত হইবে। ঈশ্বরে চিত্ত সমাধান করিয়া তাঁহার মাধুর্য্য ক্রমাগত আস্বাদন করার সঙ্গে বাহ্যাড়ম্বর সঙ্গত হয় না। উৎসব কার্য্য-সম্পাদন জন্য কিছু কিছু উৎসবের চিহ্ন আবশ্যক করে বটে, কিন্তু বাহ্যাড়ম্বর যতই অল্প হয় ততই ভাল।

ঋষিদিগের এই সকল গুণ অনুকরণ করিতে গিয়া তাঁহাদিগের দোষ অনুকরণে যেন আমরা প্রবৃত্ত না হই; শান্তভাব অবলম্বন করিতে গিয়া লোক-সমাজের প্রতি আমারদিগের মহান্ কর্ত্তব্য সকল যেন আমরা বিস্মৃত না হই। ঋষিরা লোক-সমাজ পরিত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরের শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসনে নিযুক্ত থাকিতেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম আমারদিগকে উপদেশ দিতেছেন যে যেমন ঈশ্বরকে প্রীতি করিতে হইবে, তেমনি তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনও করিতে হইবে। এই দুইএর সমন্বয় অতি দুষ্কর কার্য্য, কিন্তু তাহা অবশ্য আমারদিগকে সম্পাদন করিতেই হইবে।

হে নিস্তরঙ্গ অতি গম্ভীর শান্তি-সমুদ্র! হে নিবিড়-আনন্দ-স্বরূপ! হে সুধা-পারাবার! হে মাধুর্য্য রসের এক মাত্র আধার! তোমার প্রতি আমারদিগের মনকে আকর্ষণ কর, যাহাতে আমরা তোমার সহিত আত্মার নিগূঢ় যোগ সম্পাদন করিতে পারি, যাহাতে তোমার মনন নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় আমারদিগের সহজ ও স্বভাব-সিদ্ধ হয়, এমত ক্ষমতা আমারদিগকে প্রদান কর। হে "শান্তং শিবমদ্বৈতং" আমারদিগের মনে অপার শান্তি প্রেরণ কর; দুরন্ত ইন্দ্রিয় সকল আমারদিগকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, আমারদিগকে রক্ষা কর। ঋষিদিগের বলবৎ স্কন্ধের উপর তুমি অপেক্ষাকৃত লঘুভার অর্পণ করিয়াছিলে, কিন্তু আমারদিগের ক্ষীণ স্কন্ধের উপর তুমি অতীব গুরুভার অর্পণ করিয়াছ। কি রূপে তোমার প্রতি প্রীতি ও তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনের সমন্বয় সম্পাদন করিব এই চিন্তাতে আমরা আকুল হইতেছি। এক এক বার সংসারের ভীষণ তরঙ্গ দেখিয়া যখন আমরা ভয়েতে ম্রিয়মাণ হই, তখন বোধ হয় যে ঋষিরা সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া এক প্রকার ভালই করিতেন; কিন্তু লোক-সমাজের প্রতি আমারদিগের মহান্ কর্ত্তব্য যখন স্মরণ করি, তখন লোক-সমাজের দিকে আমারদিগের মন অতিশয় হেলিত হয়। হে নাথ! আমরা বিষম শঙ্কটে পতিত হইয়াছি; আমারদিগের ক্ষীণ স্কন্ধ এ দুঃসহ ভার সহ্য করিতে অক্ষম হইতেছে কিন্তু আমারদিগের স্কন্ধকে কেন আমরা ক্ষীণ মনে করিতেছি? যখন তুমি আমারদিগের প্রতি ঐ ভার অর্পণ করিয়াছ, তখন অবশ্য আমারদিগকে উপযুক্ত বল প্রদান করিবে। আমারদিগের চিত্ত যেন সর্ব্বদা তোমাতে সমর্পিত থাকে। দিক্ যন্ত্রের শলাকা যেমন উত্তর দিকে সর্ব্বদা লক্ষিত থাকে, সেই রূপ আমারদিগের আত্মা যেন সর্ব্বদাই তোমার দিকে লক্ষিত

থাকে। হে জীবন-সমুদ্রের ধ্রুব তারা! তোমার জ্যোতি দর্শন করিয়া জীবন-সমুদ্রে যেন আমরা পোত পরিচালনা করিতে সমর্থ হই। যদি পোতের কম্পিত ভাব বশতঃ সেই জ্যোতি আমরা জীবন-সমুদ্রের উপর কম্পিত ভাবে দর্শন করি, তথাপি তাহা যেন কখন আমারদিগের দৃষ্টি পথের বহির্ভূত না হয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বাল্মীকির অক্ষয় কীর্ত্তি।

ব্রহ্মাবর্ত্তে গঙ্গাতীরে সীতা পরিহার নামক স্থানের নিকটে বন্ধুগণের প্রতি কোন কাব্যানুরাগী ব্রাহ্মের উক্তি।
১১ ফাল্গুন ১৭৮৯ শক।

বন্ধুগণ! আমরা কি মনোহর স্থানে এক্ষণে উপবিষ্ট আছি! সম্মুখে সজ্জনগণের মনের ন্যায় নির্ম্মল রমণীয় প্রসন্নাম্বু গঙ্গানদী মন্দ মন্দ লহরী-লীলা বিস্তার করত প্রবাহিত হইতেছে। পার্শ্বে মহর্ষি বাল্মীকির তপোবন শোভা পাইতেছে। ও দিকে যে স্থানে সীতাকে লক্ষ্মণ পরিত্যাগ করিয়া যান, তৎস্থান-স্থিত মন্দির নয়ন-গোচর হইতেছে। চতুর্দ্দিকস্থ স্থান ভূতকাল সম্বন্ধীয় কত রমণীয় ভাবের সঙ্গে সংজড়িত রহিয়াছে। নিকটস্থ তপোবনে তপঃস্বাধ্যায়-নিরত মহর্ষি বাল্মীকি ঋষিগণ-সেব্য অনির্ব্বচনীয় অতীন্দ্রিয় পরব্রহ্মের উপাসনা ও তপস্যা করিতেন। তিনি এই তপোবনে বীর ও করুণ-রসের পরাকাষ্ঠা-প্রদর্শক অবিনশ্বর মহাকাব্য রামায়ণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। একদা বাল্মীকি এই স্থানের অবিদূরে তমসা নদী তীরে ভরদ্বাজ শিষ্য সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছিলেন। তথায় অকর্দ্দম তীর্থ দেখিয়া স্রোতস্বতীর নির্ম্মল জলে অবগাহনের আয়োজন করিয়া স্নানের পূর্ব্বে যখন নদীতীরস্থ বিপুল বনে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন চারু-দর্শন ক্রৌঞ্চ-মিথুন দর্শন করিলেন; এক বৈর-নিলয় ব্যাধ তাঁহার সম্মুখে ক্রৌঞ্চকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিল; ক্রৌঞ্চী পতির শোণিত-পরিলিপ্ত অঙ্গ মহীতলে চেষ্টমান দেখিয়া চীৎকার করিতে লাগিল; রোরুদ্যমানা ক্রৌঞ্চীর বিলাপ-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সর্ব্বভূত-হিতাকাঙ্ক্ষী দয়ার সাগর ধর্ম্মাত্মা মহর্ষির মনে কারুণ্য রসের সঞ্চার হইল, তৎক্ষণাৎ এই শ্লোকটি তাঁহার মুখ হইতে বিনিঃসৃত হইল "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাংত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতং॥" হে ব্যাধ! তুই চির কাল প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইবি না, যে হেতু কামমোহিত ক্রৌঞ্চ-মিথুনের একটীকে তুই বিনাশ করিলি॥ এই অনুষ্টুপ্ ছন্দের শ্লোকটী সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রথম শ্লোক; এই শ্লোকটী অন্য শ্লোক শিখাইবার পূর্ব্বে সর্ব্ব প্রথমে আমারদিগের সন্তানদিগকে শিক্ষা করাই। এই ছন্দে মহর্ষি বাল্মীকি রাজা রামচন্দ্রের আশ্চর্য্য কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিবার অভিলাষ করিলেন, তাহাতেই লোক-প্রসিদ্ধ মহা কাব্য রামায়ণের সৃষ্টি হইল। তিনি এই মহা কাব্য রচনা করিয়া মহাত্মা মহাভাগ নিয়তেন্দ্রিয় ঋষিদিগকে রূপ-লক্ষণ-বিশিষ্ট-বিনীত সুস্বর সম্পন্ন রাম-প্রতিবিম্ব কুশীলব দ্বারা ইহার গান শ্রবণ করাইলেন। যখন ঋষিগণ সুকুমার কুমারদ্বয়ের মধুর-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত তন্ত্রীলয়-সমন্বিত রামায়ণ গান শ্রবণ করিলেন, তখন তাঁহারা এরূপ সন্তুষ্ট হইলেন যে কেহ বা পানীয় কলস, কেহ বা কৃষ্ণাজিন, কেহ বা কমণ্ডলু, কেহ বা জটাবন্ধন, কেহ বা কাষ্ঠ-রজ্জু, কেহ বা যজ্ঞসূত্র গায়কদিগকে উপহার স্বরূপ প্রদান করিলেন। কেহ বা কেবল বর প্রদান অথবা স্বস্তিবাচন করিলেন। লোকে গায়কদিগকে কত বহু মূল্য উপহার প্রদান করে, কিন্তু সরল মনে প্রদত্ত

ঋষিদিগের এই সকল সামান্য উপহার তাহা হইতে কত শ্রেষ্ঠ। প্রাঞ্জল মধুর ভাষায় বিরচিত এই মহা কাব্য যখন আমরা পাঠ করি, তখন আমরা কি বিস্ময়-রসে মগ্ন হই। রামের জন্ম—তাঁহার শিক্ষা—দশরথ-সমীপে বিশ্বামিত্রের আগমন—যজ্ঞ-বিঘাতক রাক্ষসদিগের দমনার্থ রামকে লইয়া যাইবার জন্য দশরথ-সমীপে বিশ্বামিত্রের প্রার্থনা—সুকুমার রাজীবলোচন রামকে ছাড়িয়া দিতে দশরথের প্রথমে অনিচ্ছা পরে সম্মতি—তাড়কাবধ—মিথিলায় রামের প্রবেশ—তাঁহার ধনুর্ভঙ্গের ইচ্ছা—যাহাতে তিনি ধনুর্ভঙ্গে সুসিদ্ধ হয়েন তজ্জন্য অন্তঃপুরস্থ সীতার ব্যাকুলতা—ধনুর্ভঙ্গ—সীতার সহিত রামের পরিণয়—অযোধ্যায় স্ত্রীর সহিত তাঁহার পুনরাগমন—রামকে যৌব রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য দশরথের সংকল্প—বৃক্ষ হইতে পরিচ্যুত লতার ন্যায় ভূতলশায়িনী কৈকেয়ীর অভিমান—তরুণী-ভার্য্যানুরক্ত দুর্ব্বল-চিত্ত বৃদ্ধ দশরথের দ্বারা কৈকেয়ীর অন্যায় প্রার্থনা-পূরণ—সীতাকে বনবাসে লইবার জন্য রামচন্দ্রের অনিচ্ছা—পতির কষ্টভাগী হইবার জন্য পতিপরায়ণা সীতার একান্ত প্রতিজ্ঞা—বনে রাম লক্ষ্মণ ও সীতার আড়ম্বর-শূন্য মনোহর জীবন নির্ব্বাহ—সূর্পনখার নাসিকা চ্ছেদ—খর ও দূষণ বধ—সুগ্রীবের সঙ্গে রামের সন্ধি সংস্থাপন—বালি বধ—রামের প্রতি বালির ভৎর্সনা ও উপদেশ—সীতা-হরণ—সীতা হরণ সময়ে প্রকৃতির নিস্পন্দতা—হৃদয়-গতা সীতার জন্য রামের বিলাপ—অশোক বনে সীতার বিলাপ—সেতু বন্ধন—লঙ্কায় রামের শিবির স্থাপন—বিভীষণের সঙ্গে রামের অভেদ্য মৈত্রী সংস্থাপন—রাম রাবণের যুদ্ধ—কুম্ভকর্ণ বধ—অতিকায় বধ—মকরাক্ষ বধ—বীরবাহু বধ—লক্ষ্মণের শক্তিশেল—ইন্দ্রজিৎ বধ—মহীরাবণ বধ—রাবণ বধ—মন্দোদরীর সহিত রামের সাক্ষাৎ—বিভীষণের রাজ্যাভিষেক—সীতার উদ্ধার ও অগ্নি-পরীক্ষা—রামের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন—ভরতের প্রত্যুদ্গমন—রামাভিষেক—সীতার বনবাস—লবকুশের জন্ম—রামের সম্মুখে লব কুশের দ্বারা রামায়ণ গান—রামের দ্বারা লবকুশের অভিজ্ঞান—রামের বিলাপ—সীতার পুনঃ-পরীক্ষা ও পাতাল প্রবেশ—লক্ষ্মণ বর্জ্জন—লবকুশের রাজ্যাভিষেক—রামের স্বর্গারোহণ—এই সকল ঘটনার বিবরণ আমরা যৌবন-সময়ে কি উৎসাহ-প্রজ্জ্বলিত-চিত্তে পাঠ করিয়াছিলাম, এখনও আমারদিগের মনে তাহা কি উজ্জ্বল রূপে মুদ্রিত রহিয়াছে। বাল্মীকির যুদ্ধ-বর্ণন-শক্তি কি অদ্ভুত! আমরা যখন তাঁহার যুদ্ধ বর্ণনা পাঠ করি, তখন বোধ হয় যেন আমরা রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দ, বাণের সন্ সন্ শব্দ, অশ্বের হ্রেষারব, হস্তীর বৃংহিত, যোদ্ধাদিগের হুঙ্কার শ্রবণ করিতেছি। বিশেষতঃ করুণ-রস বর্ণনে বাল্মীকি অদ্বিতীয়; তিনি এ বিষয়ে নিশ্চয় রূপে কবিকুল-রাজা; অন্য কোন কবির সহিত এ বিষয়ে তাঁহার উপমা হয় না। এই আমারদিগের সম্মুখস্থিত সীতা-পরিহার স্থানে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার বর্ণনা চিত্তে কি করুণ-রসের উদ্রেক করে! সে বর্ণনা পাঠ করিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি না। সেই বর্ণনার স্মরণ একে তো আমারদিগের মনে জাগরূক আছে, তাহাতে আবার এই স্থান আরো জাগরূক করিয়া দিতেছে। আমি যেন সম্মুখে দেখিতেছি তরণী, সীতা ও লক্ষ্মণকে লইয়া ক্রমে ক্রমে এ পারে আসিয়া লাগিল; তাঁহারা উভয়ে অবতরণ করিলেন; দীন লক্ষ্মণ তাঁহার লোকানুরাগ-প্রিয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিষ্ঠুর আদেশ গর্ভবতী সীতাকে কি রূপে

জ্ঞাপন করিবেন, এই ভাবনায় আকুল হইয়া ভূতলে অধীর হইয়া পড়িলেন, পরে সীতার পুনঃ পুনঃ অনুরোধ বশতঃ সেই নিষ্ঠুর আদেশ তাঁহাকে একান্ত ভগ্ন-চিত্তে জ্ঞাপন করিতে বাধ্য হইলেন। আহা! অকস্মাৎ শিরে বজ্রাঘাতের ন্যায় দুঃসহ যখন সেই আদেশ সীতা শ্রবণ করিলেন, তখন তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া তিনি যে কাল-গ্রাসে পতিত হইলেন না, এই আশ্চর্য্য। আমি যেন সম্মুখে দেখিতেছি সীতা বলিতেছেন আমি দুঃখেরই জন্য সৃষ্ট হইয়াছিলাম, সকলই আমার অদৃষ্ট বশতঃ হইতেছে। বোধ হয় পূর্ব্ব জন্মে কোন পতি-প্রাণা স্ত্রীকে তাহার স্বামী হইতে বিয়োজিত করিয়াছিলাম তজ্জন্য আমার পতি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমি তাঁহার কি করিয়াছি যে তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। আমি তো তাঁহারই, আর কাহাকেও জানিতাম না। আমি যদি রাজ-বংশ উদরে ধারণ না করিতাম, তাহা হইলে আমি এখনই জাহ্নবীনীরে ঝাঁপ দিয়া আমার সকল কষ্ট শেষ করিতাম"। আমি যেন সম্মুখে দেখিতেছি সীতা কিঞ্চিৎ মনের সুস্থিরতা লাভ করিয়া বলিতেছেন, লক্ষ্মণ! শ্বশ্রূগণকে আমার প্রণাম দিয়া সকলের সম্মুখে আর্য্যপুত্রকে বলিবে পতির হিত সাধন স্ত্রীর কর্ত্তব্য; আমি এই স্থানে বাস করিয়া তাঁহার লোকাপবাদ অবশ্যই দূর করিব"। আমি যেন সম্মুখে দেখিতেছি লক্ষ্মণ সীতাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া তরণী পুনরারোহণ করিলেন; যে পর্য্যন্ত না উহা পরপারে সংযোগ হইল সে পর্য্যন্ত উভয়ে উভয়কে অনিমিষ-লোচনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আহা! রাজার কন্যা ও রাজার বধূ হইয়া সীতা চিরদুঃখিনী ছিলেন; চিরদুঃখিনী সীতার দুঃখ স্মরণ করিলে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। বাল্মীকি এই সকল করুণ রসের ব্যাপার অদ্ভুত কবিত্ব সহকারে বর্ণনা করিয়াছেন। কবির কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা; পঞ্চ সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে বাল্মীকি পর লোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথাপি বোধ হইতেছে যে তিনি অদ্যাপি স্বীয় হস্ত দ্বারা আমারদিগের মনের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া তাহাতে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার উপর সর্ব্বাধিপত্য করিতেছেন— কখন আমাদিগকে বীর রসে স্ফীত করিতেছেন, কখন বা চক্ষে অশ্রুজল আনয়ন করিতেছেন। তাঁহার মানব-স্বভাব-জ্ঞান কি সুগভীর ছিল। দশরথের দুর্ব্বলচিত্ততা, কৌশল্যার পুত্রবৎসলতা, লক্ষ্মণ ও ভরতের ভ্রাতৃভক্তি; কৈকেয়ীর যৌবন ও সৌন্দর্য্য-মদ, মন্থরার কৌটিল্য, সীতার পতিপরায়ণতা, বালির অক্ষুব্ধ মহত্ত্ব, সুগ্রীব ও বিভীষণের মিত্র-পরায়ণতা, সীতার পতি-ভক্তি, হনুমানের প্রভু-ভক্তি, রাবণের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রবলতা, এই সকল গুণ বাল্মীকি কি আশ্চর্য্য রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। বিশেষতঃ তাঁহার বর্ণিত রামচন্দ্রের স্বভাব কি হৃদয়-গ্রাহী ও মনোহর! রামচন্দ্রের কেবল একটী মাত্র দোষ ছিল; দোষ-শূন্য মনুষ্য কোথায়? তিনি অত্যন্ত লোকানুরাগ-প্রিয় ছিলেন, কিন্তু আর সকলই তাঁহার গুণ ছিল। রামচন্দ্রের ঈশ্বর-ভক্তি, শৌর্য্য, বীর্য্য, সত্য-বাদিতা, জিতেন্দ্রিয়তা, ও বাগ্মিতা প্রসিদ্ধই আছে। তিনি ধীমান, ধৃতিমান, নীতিমান, প্রতিভা-সম্পন্ন, অদীনাত্মা ছিলেন। তিনি সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর ও হিমালয়ের ন্যায় ধৈর্য্যশীল ছিলেন। তিনি সর্ব্বভূতের হিত সাধনে অবিশ্রান্ত রত থাকিতেন। তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন কার্য্য এই প্রকার সুচারু রূপে সম্পাদন করিয়াছিলেন, যে এখনও কোন রাজার প্রশংসা করিতে

হইলে লোকে বলে যে আমরা রাম-রাজ্যে বাস করিতেছি। ধার্ম্মিকেরা যশের জন্য ধর্ম্ম কর্ম্ম করেন না কিন্তু তাঁহারদিগের কার্য্যের খ্যাতি পৃথিবীতে চিরকাল বিদ্যমান থাকে। কত সহস্র বৎসর হইল রামচন্দ্র পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন কিন্তু অদ্যাপি তাঁহার খ্যাতি অবনিমণ্ডলে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। কবির কীর্ত্তিও অবিনশ্বর! উপধর্ম্ম-পরায়ণ লোকে বাল্মীকিকে কয় জন অমর মনুষ্যের মধ্যে গন্য করে। বস্তুত উপধর্ম্ম দৃষ্টিতে তিনি চিরজীবি নহেন কিন্তু আর এক দৃষ্টিতে তিনি চিরজীবি; তিনি যশঃসুধাপানে চিরজীবি। স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে তিনি এই রূপ অমরত্বে প্রত্যাশা করিয়াছিলেন; তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে যাবৎ গিরি ও সরিৎ মহীতলে স্থিতি করিবে তাবৎ রামায়ণ-কথা লোকে প্রচারিত থাকিবে। তাঁহার এই প্রত্যাশা কখন বিফল হইবে না; যাবৎ গিরি ও স্রোতস্বতী অবনিমণ্ডলে স্থিতি করিবে তাবৎ বাল্মীকি গিরিসম্ভূতা রাম-সাগর-গামিনী রামায়ণ-রূপ মহা নদী মর্ত্ত্যলোকে বিদ্যমান থাকিয়া কাব্যভুবন পবিত্র ও উর্ব্বর করত প্রবাহিত হইবে। ইংরাজী সভ্যতা সহস্র পরিমাণে ভারত বর্ষে প্রচারিত হউক না কেন তথাপি বাল্মীকির খ্যাতি কখনই বিলোপ-দশা প্রাপ্ত হইবে না। বরং ভারতবর্ষ অপেক্ষা ইউরোপ খণ্ডে তিনি আদৃত হইতেছেন ও উত্তরোত্তর আরো অধিক আদৃত হইতে থাকিবেন। হা! কবে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বাল্মীকির ন্যায় অসাধারণ কবিত্ব-শক্তি-সম্পন্ন মহাকবি উদিত হইবেন? বাল্মীকিরূপ কোকিল কবিতা-শাখায় আরূঢ় হইয়া রাম রাম এই মধুরাক্ষর কূজন করিয়াছিলেন; আমারদিগের কবি কবিতা-শাখায় আরূঢ় হইয়া তাহা অপেক্ষা অসংখ্য গুণে মধুর ব্রহ্ম নাম কূজন করিবেন। তিনি কোন মর্ত্ত্য রাজার মহিমা কীর্ত্তন করিবেন না; তিনি সেই পরম পুরুষের মহিমা কীর্ত্তন করিবেন, যিনি "রাজগণ-রাজা মহারাজাধিরাজ ত্রিভুবন-পালক প্রাণারাম"। কেবল অযোধ্যা কিংবা দাক্ষিণাত্য, কিংবা সিংহল দ্বীপ তাঁহার বর্ণনা-ক্ষেত্র হইবে না; অসীম বিশ্বরাজ্য তাঁহার বর্ণনা-ক্ষেত্র হইবে। তিনি বাল্মীকির ন্যায় সত্য ঘটনার সঙ্গে অলীক কল্পিত ঘটনা সকল বিমিশ্রিত করিয়া বর্ণনা করিবেন না; তিনি কেবল সত্যই বর্ণনা করিবেন। গ্রহনীহারিকা হইতে এখনও কি রূপ গ্রহ নক্ষত্রের উৎপত্তি হইতেছে, সূর্য্য আর এক দূরস্থ সূর্য্যকে কি রূপ প্রদক্ষিণ করিতেছে, উত্তপ্ত ধাতুময় পিণ্ড হইতে পৃথিবী কি রূপে বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে, পৃথিবীর অন্তরস্থ স্তরে উপন্যাসরচকের কল্পনা শক্তির অতীত কি অদ্ভুত পদার্থ সকল নিহিত রহিয়াছে, অবনি মণ্ডলের উপরিভাগে কি কি আশ্চর্য্য পদার্থ সকল আছে, এক কেন্দ্র হইতে আর এক কেন্দ্র পর্য্যন্ত প্রসারিত মহা সমুদ্রের গর্ভে কি কি চমৎকার জীব জন্তু ও উদ্ভিদ্ সকল আছে, তিনি অলৌকিক কবিত্ব শক্তি সহকারে এই সকল বর্ণনা করিবেন। তিনি দেশ ভেদে কাল ভেদে ঈশ্বরের অসীম রচনা সকল অবিনশ্বর কবিতাতে কীর্ত্তন করিবেন। তিনি যেমন নৈসর্গিক পদার্থ সকল বর্ণনা করিবেন, তেমনি পুরাবৃত্তে বিচরিত ঘটনা সকলে ঈশ্বরের হস্ত আমারদিগকে সন্দর্শন করাইবেন; তিনি এই সকল বিষয় বর্ণনাকালে এই রূপ মধুর হিতোপদেশ প্রদান করিবেন যে, লোকের মন তাহা শ্রবণ করিয়া একে বারে বিমুগ্ধ হইবে। কখন বা বজ্রের ন্যায় তাঁহার কবিতা তেজস্বী ও গম্ভীর-স্বন হইবে; কখন বা সুমন্দ মারুত-হিল্লোল-

স্পন্দিত গোলাবের ন্যায় তাহা সুললিত হইবে। তিনি প্রকৃতি রূপ বীণা যন্ত্র বাদন করিয়া এই রূপ গান করিবেন যে মর্ত্ত্যলোক স্তব্ধ হইয়া শুনিবে।" বোধ হইবে যেন কোন স্বর্গ লোক বাসী দেব পুরুষ গান করিতেছেন। হা! এমন কবি কবে আমারদিগের মধ্যে উদিত হইবেন? জগদীশ্বর অবশ্যই আমারদিগের এ প্রত্যাশা কোন দিন পূর্ণ করিবেন।

সংস্কৃত সাহিত্য।

২৯৬ সংখ্যক পত্রিকার ২২৯ পৃষ্ঠার পর।

ভারত বর্ষীয় গ্রন্থকর্ত্তারা যে সকল বিলুপ্ত শাখার উল্লেখ করেন তৎসমুদায়ই ব্রাহ্মণ ভাগের। এই ব্রাহ্মণ গ্রন্থের মধ্যে কতকগুলি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে কিন্তু যে সমস্ত গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইতেছে, কেবল উদ্ধৃত অংশ ভিন্ন তাহার আর কিছু দেখা যায় না; ইহা দ্বারা ঐ সকল গ্রন্থ যে এক সময়ে ছিল, এই মাত্র জ্ঞাত হওয়া যায়। এক সময়ে কতকগুলি ঋষি জন্মিয়াছিলেন, তাঁহারা জ্ঞান ও কর্ম্ম এবং ছন্দ ও ব্যাকরণ প্রভৃতির এক এক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের ঐ সমস্ত গ্রন্থ জনশ্রুতিতে বহুকাল অবিলুপ্ত ছিল। কুমারিল কহেন যে "মনুষ্যের ভ্রান্তি ও অসাবধানতায় এবং কোন কোন গ্রন্থ কর্ত্তা মহর্ষির এক কালে বংশলোপ হওয়ায় ঐ সকল গ্রন্থ নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যখন বিবেচনা করা যায় যে কেবল জন শ্রুতি বহুকাল গ্রন্থ রক্ষার অদ্বিতীয় উপায় ছিল, তখন এক্ষণে যতগুলি ব্রাহ্মণগ্রন্থ আছে, তদপেক্ষা অধিক সংখ্যা গ্রন্থ যে বিলুপ্ত হইবে, তাহা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।" কুমারিল বেদের বিলুপ্ত শাখা সকল প্রমাণ স্বরূপ স্বীকার করাতে যে কি বিপদ উপস্থিত হইবে, তাহা বিশেষ সূক্ষ্ম সৃষ্টি দ্বারা অনুসন্ধান করেন নাই। বৌদ্ধেরা বেদের বিলুপ্ত শাখাকে প্রমাণ রূপে গ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম-যুদ্ধে ঋষিদিগের মত খণ্ডন করিতে পারিত। তথাচ তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র আশঙ্কা না করিয়া কুমারিল ও আপস্তম্ব স্মৃতিকে শ্রুতি-প্রমাণ দ্বারা সমর্থণ করিবার নিমিত্ত বেদের বিলুপ্ত অংশের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

এক্ষণে ইহাই নির্ণীত হইতেছে যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব এবং সূত্র গ্রন্থ সকল প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়ই যে স্বতন্ত্র ইহা এক প্রকার স্থির করা হইয়াছিল। সূত্রকালের পূর্ব্বে জনশ্রুতিতে এমন কতকগুলি গ্রন্থ প্রচারিত ছিল যে গুলি পরে যে সমস্ত ধর্ম্ম-গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ স্বরূপ বলিয়া গৃহীত হয় এবং ব্রাহ্মণেরা যে সকল গ্রন্থকে অলৌকিক বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। শ্রুতি শব্দের প্রকৃত অর্থ ব্রাহ্মণগণের অজ্ঞাত ছিল না। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে সর্ব্ব প্রথমে আমরা স্মৃতি শব্দ প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু এই স্মৃতি কথা তথায় শ্রুতি শব্দের যে রূপ অর্থ সেই ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। সূত্রেও শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়ের স্বতন্ত্রতা স্বীকার দেখা যায়। আমরা অনুপদ সূত্রে ইহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারি। এই সূত্র অন্যান্য সূত্র অপেক্ষা প্রাচীন। নিদান সূত্রে শ্রুতিকে স্মৃতি শব্দে উল্লেখ করিয়াছে, এবং পানিনিও শ্রুতি স্মৃতির বিশেষ বিভেদ নির্দ্দেশ করেন নাই। কিন্তু নিদান সূত্র ও পানিনি যে অনুপদ সূত্র অপেক্ষা প্রাচীন নহে, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

সামবেদীয় কর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতি ।

ভবদেব ভট্ট প্রণীত ।

২৯৭ সংখ্যার ১৪ পৃষ্ঠার পর ।

সর্ব্বকর্ম্ম সাধারণ উদীচ্য কর্ম্ম ।

বামদেব্য গান ।

১ তৎপরে ব্রাহ্মণকে পূর্ণপাত্রাদি দক্ষিণা প্রদান করিবে । যদি কুশময় ব্রাহ্মণ থাকে, তবে অগ্নি বেষ্টন করিয়া তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহার গ্রন্থি মোচন পূর্ব্বক পুনরায় স্বস্থানে উপবেশন করিয়া কুশ কুসুম সহিত জল পাত্রে হস্ত দিয়া নিম্নোক্ত কএকটি সাম গান করিবে । যদি গানে অসমর্থ হয়, তবে বারত্রয় পাঠ করিবেক ।

মহাবামদেব্যঋষি র্বিরাড়্ গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রোদেবতা শান্তিকর্ম্মণি জপে বিনিযোগঃ ।

ওঁ কয়া নশ্চিত্র আভুবদূতী সদাবৃধঃ সখা কয়া সচিষ্ঠয়া বৃতা ।

নবগ্রহের হোমে ইহার অর্থ করা হইয়াছে ।

ওঁ কস্ত্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎ-সদন্ধসঃ দৃঢ়াচিদারুজে বসু ।

হে ইন্দ্র ! 'অন্ধসঃ' অন্নস্য সোমস্যেতি যাবৎ 'কঃ' রসঃ 'ত্বা' ত্বাং 'মৎসৎ' মত্তং করোতি কিম্ভূতঃ 'সত্যঃ' সোম যাগে ক্রিয়মাণে অবশ্যম্ভাবী পুনঃ কিম্ভূতঃ 'মদানাং' সুরাদীনাং মধ্যে 'মংহিষ্ঠঃ' অতিশয়েন মদজনকঃ যেন মদেন মত্ত স্ত্বং 'দৃঢ়াচিৎ' দৃঢ়ানি অপি 'বসু' বসূনি 'আরুজেঃ' ভঞ্জযসি । সুবর্ণ প্রভৃতীনি ধনানি যাগ কর্ত্তৃভ্যোদাতুং আরুজেঃ ।

হে ইন্দ্র ! অবশ্যাদেয়, অতিমাত্র মদজনক কোন সোমরস তোমাকে হর্ষযুক্ত করিবে, যাহাতে মত্ত হইয়া তুমি দৃঢ়তর ধনসম্পত্তি যজমানকে দিবার নিমিত্ত ভঙ্গ করিতে পারিবে ।

ওঁ অভীষুণঃ সখীনা মবিতা জরিতৃণাং শতং ভবাস্যূতয়ে ।

হে ইন্দ্র 'সখীনাং' মিত্রাণাং তথা জরিতৃণাং স্তোতৃণাং 'অবিতা' পালয়িতা 'ভবাসি' ভব 'শতং অভীষুণঃ' স্বয়ং শতধা ভূত্বা ইত্যর্থঃ । 'ঊতয়ে' বহুপ্রকার রক্ষণায় ।

হে ইন্দ্র ! বহু প্রকারে রক্ষা করিবার নিমিত্ত শতধা হইয়া মিত্রগণকে ও স্তোতৃগণকে প্রতি-পালন কর ।

ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ।

'বৃদ্ধশ্রবাঃ' বৃদ্ধস্য বাক্যকারী 'ইন্দ্রঃ' 'নঃ' অস্মাকং স্বস্তি শান্তিং দধাতু । 'বিশ্ববেদা' 'সর্ব্বজ্ঞঃ পূষা তথা অরিষ্টনেমিঃ অব্যাহতগতিপ্রসরঃ 'তার্ক্ষ্যঃ' তথা 'বৃহস্পতিঃ' অস্মাকং স্বস্তি দধাতু ।

বৃদ্ধগণের বাক্যের বশীভূত ইন্দ্র, সর্ব্বজ্ঞ পূষা, অপ্রতিহতগতি গরুড় ও বৃহস্পতি আমা-দিগের শান্তি বিধান করুন ।

২ । তৎপরে কর্ম্মের দক্ষিণা দান করিয়া অচ্ছি-দ্রাবধারণ করিবেক ।

সর্ব্ব কর্ম্ম সাধারণ উদীচ্য কর্ম্ম সমাপ্ত ।

ধন্যবাদ ।

যে আছে যথায় দেখি তুমি হে তথায় ।
তোমার নিগূঢ় তত্ত্ব কেহ নাহি পায় ॥
কারে বা দিতেছ দণ্ড কারে পুরস্কার ।
দণ্ড পুরস্কার দেখি স্নেহের ব্যাপার ॥
সমান করুণা তব সকলের প্রতি ।
একমাত্র তুমি প্রভু সকলের গতি ॥
অতি সুশৃঙ্খলা রূপে ওহে সনাতন ।
একাকি করিছ তুমি বিশ্বের পালন ॥
কেহ নাহি সহকারি সাহায্য করিতে ।
চির দিন চলিতেছে কার্য্য এক রীতে ॥
এক সূর্য্য প্রতিদিন হইয়া উদয় ।
বিস্তারে কিরণ-জাল না হয় ব্যত্যয় ॥
বর্ষে বর্ষে ঋতু গণ করি আগমন ।
করে জগতের সব ভাব উদ্ভাবন ॥
যাহার উপরে তুমি দিয়াছ যে ভার ।
সে তাহা করিয়া যায় নাহি ব্যত্যি চার ॥
অগণ্য নক্ষত্র ভ্রমে গগন মণ্ডলে ।
কার সঙ্গে কার নাহি বাধে কোনস্থলে ॥
নির্ব্বিবাদে নিজ কার্য্য করে নিষ্পাদন ।
রাগ দ্বেষ নাই যেন সাধুর মতন ॥
বুঝিয়া বিশেষ যেন তব উপদেশ ।
অতিশয় ভক্তি ভাবে পালিছে আদেশ ॥
জড়ময় বস্তু যেন কত জ্ঞান ধরে ।
হেরে মন মগ্ন হয় বিস্ময়-সাগরে ॥
কি আশ্চর্য্য একরূপ কিছুই দেখিনে ।
কিছুই দেখিনে হেন উপকারী বিনে ।

স্বাভাবিক পরিজ্ঞানে করি আলোচনা।
করেছ ইচ্ছায় কিবা জগত রচনা॥
কি ভাবিলে কি করিলে কৌশল নিয়ম।
সমান চলিছে কার্য্য নাহি ব্যতি ক্রম॥
কতকাল সৃজিয়াছ যত কাল রবে।
পুনরায় পরিবর্ত্ত করিতে না হবে॥
ধন্য ধন্য ধন্য তব আশ্চর্য্য বিচার।
ধন্য ধন্য ধন্য তব করুণা অপার॥
না চাহিতে নিজ হতে দেও কত সুখ।
সুখের কারণ করে রেখেছ হে দুঃখ॥
কত অপরাধ করি তোমার চরণে।
তথাপি করুণা তব তাই ভাবি মনে॥
ধন্য হে দয়াল প্রভু নিবেদি চরণে।
এখন ভরসা এই উপজিল মনে॥
আমি যদি ভুলি মজে পাপ প্রলোভনে।
পাইব অকূলে কূল তোমার স্মরণে॥
অতএব কিবা আছে প্রার্থনা আমার।
কৃতজ্ঞতা সহকারে করি নমস্কার॥

নূতন পুস্তক।

কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে নিম্ন-লিখিত পুস্তক গুলি আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি—

১। বিবিধ পুস্তক প্রকাশিকার প্রথম খণ্ড সপ্তম সংখ্যা। ইহাতে মহাকবি কালিদাস-প্রণীত রঘুবংশের অষ্টাদশ সর্গের মূল ও বাঙ্গলা অনুবাদ এবং মল্লিনাথ-কৃত টীকার দশম সর্গের প্রারম্ভ অবধি চতুর্দ্দশ সর্গের কিয়দংশ পর্য্যন্ত মুদ্রিত ও আর এম বসু এণ্ড কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

২। সমালোচনী। ইহা এক খানি মাসিক পত্রিকা। ইহা বহরম পুর সত্যরত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

৩। তত্ত্ব প্রকাশ। ইহা বারুইপুর নিবাসী শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রণীত ও কলিকাতা নিউ বেঙ্গল যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

৪। শিশুর নিত্যকর্ম্ম ও নীতি পঞ্চাশৎ। ইহা শ্রী দেবীদাস সেন কর্ত্তৃক প্রণীত, ঢাকা বিজ্ঞাপনী যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

৫। জ্ঞান রত্ন অর্থাৎ সাহিত্যাদি ও নীতিপ্রদপ্রবন্ধ মাসিক পত্র। ইহা কলিকাতা গুপ্ত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

৬। নীতিপাঠ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। বালক বালিকাগণের শিক্ষার্থ শ্রী জয়নাথ দাস প্রণীত। কলিকাতা বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট হিতৈষী যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক।

অনুষ্ঠান-পদ্ধতি ৷৷০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম খণ্ড (টীকা ও বাঙ্গলা তাৎপর্য্য সহিত) ৷৷০
ঐ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড (লাল কাল অক্ষরে) ১৷৷০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত) .. ৷০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম ৷০
ঐ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড .. .. ⁄১০
ঐ ঐ তাৎপর্য্য সহিত .. ৷৷০
হিন্দি ব্রাহ্মধর্ম্ম—দেবনাগর অক্ষরে .. ৷০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ৷৷০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকরণ ৷৷০
ঐ ঐ দ্বিতীয় প্রকরণ ৷৷০
মাঘোৎসব ১
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা ⁄০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা .... ৷⁄১০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা .. .. ৷⁄১০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা ৷৷০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা .. ৷⁄১০
তত্ত্ববিদ্যা প্রথম খণ্ড ১
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড .. .. ৷⁄১০
ঐ তৃতীয় খণ্ড .. .. ৷⁄১০
ঐ তিন খণ্ড একত্র বাঁধান .. ১৷৷০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা—প্রথম ভাগ .. ১
ঐ দ্বিতীয় ভাগ ১

আত্মোৎকর্ষ বিধান	১৷৶০
প্রাত্যাহিক ব্রহ্মোপাসনা	৵০
ব্রহ্মোপাসনা	৴০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি	৴০
ব্রহ্ম-স্তোত্র	৴১০
প্রার্থনা এবং সঙ্গীত	৴০
আত্মতত্ত্ববিদ্যা	)০
ধর্ম্ম-শিক্ষা	৶০
পৌত্তলিক প্রবোধ	৷০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ দেবনাগর অক্ষরে	৶০
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায়	৶০
ত্রিসন্ধ্যাস্তোত্র	৶০
ধর্ম্ম চর্চ্চা	৷০
প্রবচন সংগ্রহ	৴১০
সংগীত মুক্তাবলী	৷০
সুভাব সঙ্গীত	৷০
প্রশ্ন মঞ্জরী	৷৷০
উদ্বোধনাঞ্জলি	৴০
গৃহ কর্ম্ম	৵০
স্তোত্রমালা	৷০
ধর্ম্ম দীক্ষা	৴০
দীপ্ত-শিরার অভিষেক	(১০
ব্রহ্মসাধন	৴১০
ব্রাহ্ম ব্যবহার	৴০
দুর্গোৎসব	৴০
[illegible]র্ণমালা—প্রথম সংখ্যা	(১০
ঐ দ্বিতীয় সংখ্যা	৴০

	Rs.	As
Defence of Brahmoism and the Brahmo Somaj		4
Selections from Vaidanta		2
Hindoo Theism.		1
Theists Prayer Book		1
Signs of the Times		1
Vaidantic Doctrines Vindicated ..		2
Doctrine of Christian Ressurrection		2
Lectures on Patholgy of Fever....................	1	4

কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের বার্ষিক আয় ব্যয়।

১৭৮৯ শক। বৈশাখ অবধি চৈত্র পর্য্যন্ত।

আয়	৪৭৪৪ ৷ ৵ ১ ০
গত বৎসরের স্থিত ..	৮৮ ৵ ৫
	৪৮৩২ ৷৷ ৶ ১ ৫
ব্যয়	৪৭২৭ ৵ ১ ৫
স্থিত	১০৫ ৷ ৵ ০

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ..	১৫৭৩ ৷ ৶ ০
পুস্তকালয়	৭৯০ ৷ ৶ ৫
যন্ত্রালয়	১১১৯ ৷ ৫
ডাক মাসুল	১৬৯ ৷ ৴ ৫
দান প্রাপ্ত .. .	৬০৭ ৷৷ ৵ ১ ০
অনিরূপিত	১০০৸ ১ ০
গচ্ছিত	৫৮৩ ৷৷ ৴ ১ ৫
	৬৭৪৪ ৷ ৵ ১ ০

ব্যয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ..	১২১৯ ৴ ১ ০
পুস্তকালয় ..	৩৭৫ ৷ ৶ ১ ০
যন্ত্রালয়	১০৬১ ৷ ৶ ৫
মাসিক বেতন ..	৮৯৪ ৷৷ ৶ ১ ৫
ডাক মাসুল	২৩৫৸ ৵ ০
আলোক	১৫০ ৶ ৫
অনিরূপিত	৩৩০ (১ ৫
গচ্ছিত	৪৬০ ৷৷ ১ ৫
	৪৭২৭ ৵ ১ ৫

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৯ আষাঢ় রবিবার রাত্রি ৮ ঘন্টার সময় ভবানীপুরের ষোড়শ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

শ্রীশ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৫। কলিগতাব্দ ৪৯৬৯। ২০ জ্যৈষ্ঠ সোম বার।

সপ্তম কল্প
দ্বিতীয় ভাগ।
আষাঢ় ১৭৯০ শক।

২১১ সংখ্যা। ব্রাহ্মসম্বৎ ৩৯

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য চতুর্দ্দশানুবাকে নবমং সূক্তং।
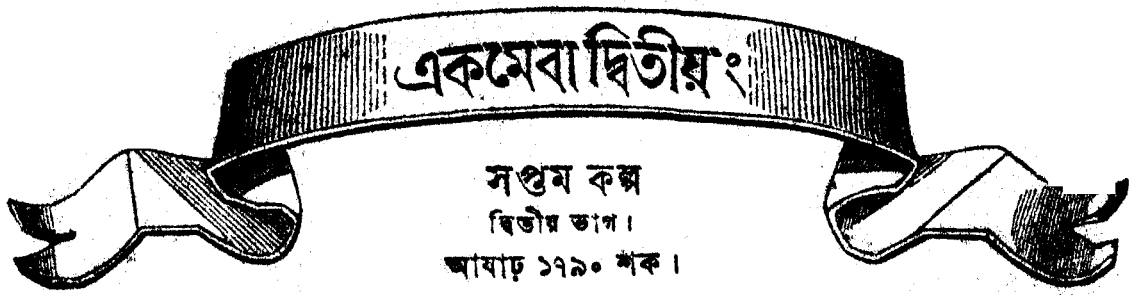
গোতম ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ছন্দঃ অগ্নীষোমৌ দেবতা।

১০৮৯

১। অগ্নীষোমাবিমং সু মে শৃণুতং বৃষণা হবং। প্রতি সূক্তানি হর্য্যতং ভবতং দাশুষে ময়ঃ।

১। 'বৃষণা' বৃষণৌ কামানাং বর্ষিতারৌ হে 'অগ্নীষোমৌ' 'ইমং' ইদানীং প্রযুজ্যমানং 'মে' মদীয়ং 'হবং' আহ্বানং 'সু' 'শৃণুতং' সম্যগবগচ্ছতং। 'সূক্তানি' শোভনানি স্তুতি-লক্ষণানি অস্মাভিঃ কৃতানি বচাংসি 'প্রতিহর্য্যতং' প্রত্যে-কং কাময়েথাং। তদনন্তরং 'দাশুষে' চরুপুরোডাশাদীনি দত্তবতে যজমানায় 'ময়ঃ' ময়সঃ সুখস্য দাতারৌ 'ভবতং'।

১। হে কামপ্রদ অগ্নি ও সোম! তোমরা আমার এই আহ্বান এবং সূক্ত সকল সম্যক্ শ্রবণ কর। তৎপরে যজমানদিগের সুখদ হও।

১০৯০

২। অগ্নীষোমা যো অদ্য বামিদং বচঃ সপর্য্যতি। তস্মৈ ধত্তং সুবীর্য্যং গবাং পোষং স্বশ্ব্যং।

২। হে 'অগ্নীষোমৌ' 'যঃ' যজমানঃ 'অদ্য' অস্মিন কর্ম্মণি 'বাং' যুবাভ্যাং যুষ্মদর্থং 'ইদং' স্তুতিলক্ষণং 'বচঃ' বাক্যং 'সপর্য্যতি' পূজিতং করোতি 'তস্মৈ' যজমানায় 'গবাং' পশূনাং 'পোষং' অভিবৃদ্ধিং 'ধত্তং' প্রযচ্ছতং কীদৃশং পোষং 'সুবীর্য্যং' শোভনেন বীর্য্যেণ সামর্থ্যেন উপেতং। 'স্বশ্ব্যং' শোভনৈঃ অশ্বৈঃ যুক্তং।

২। হে অগ্নি ও সোম! যে যজমান অদ্য তোমাদিগের নিমিত্ত এই স্তুতি বাক্যকে সমা-দর করিতেছে, তোমরা তাহাকে বলসম্পন্ন বহু সংখ্য গো ও অশ্ব প্রদান কর।

১০৯১

৩। অগ্নীষোমা য আহুতিং যো বাং দাশাদ্ধবিষ্কৃতিং। স প্রজয়া সুবীর্য্যং বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নবৎ।

৩। হে 'অগ্নিষোমৌ' 'যঃ' যজমানঃ 'আহুতিং' আজ্যা-হুতিং 'বাং' যুবাভ্যাং 'দাশাৎ' দদ্যাৎ অথবা 'হবিষ্কৃতিং' হবিষা চরুপুরোডাশাদিনা কৃতাং আহুতিং যো যজমানঃ দদ্যাৎ 'সঃ' যজমানঃ 'প্রজয়া' পুত্রপৌত্রাদিনা যুক্তং 'সুবীর্য্যং' শোভন বীর্য্যযুক্তং 'বিশ্বং' সর্ব্বং 'আয়ুঃ' জীবনং 'ব্যশ্নবৎ' ব্যাপ্নোতু।

৩। হে অগ্নি ও সোম! যে যজমান তোমাদিগকে ঘৃতাহুতি ও চরু প্রভৃতির

আহুতি প্রদান করিবে, সে বল বীর্য্য লাভ করিয়া পুত্র পৌত্রাদির সহিত জীবন অতি-বাহিত করিবে।

১০৯২

ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ।

৪। অগ্নীষোমা চেতি তদ্বীর্য্যং বাং যদমুষ্ণীতমবসং পণিং গাঃ। অবাতিরতং বৃসয়স্য শেষোঽবিন্দতং জ্যোতিরেকং বহুভ্যঃ।

৪। হে 'অগ্নীষোমৌ' 'বাং' যুবযোঃ 'তৎ' বক্ষ্যমাণং 'বীর্য্যং' সামর্থ্যং 'চেতি' অস্মাভিজ্ঞাতমভূৎ 'যৎ' যেন বীর্য্যেণ 'গাঃ অবসং' গোরূপং অন্নং 'পণিং' পণেঃ বিভক্তিব্যত্যয়ঃ। এতন্নাম্নোঽসুরাৎ 'অমুষ্ণীতং' অপাহার্ষ্টং। তথা 'বৃসয়স্য' বৃসিৰ্ব্বেষ্টনার্থঃ বৃসয়তি সর্ব্বং বেষ্টয়তীতি বৃসয়োঽসুরস্ত্বষ্টা তস্য অসুরস্য 'শেষঃ' অপত্যং শেষইতি অপত্য নাম শিষ্যতে প্রযত ইতি যাস্কঃ। ত্বষ্টুঃ সকাশাৎ উৎপন্নং বৃত্রং 'অবাতিরতং' অবাধিষ্টং অবতিরতির্ব্বধকর্ম্মা। প্রাণাপাণ রূপযো যুবযো র্ব্বৃত্রেঽনবস্থানাৎ স-মরণং প্রাপ্তঃ। তথা চাম্নায়তে তস্মাজ্জঃজন্যমানাদগ্নীষোমৌ নিরক্রামতাং প্রাণাপাণৌ বা এনং তদজহিতামিতি। ততঃ বৃত্রবধানন্তরং 'জ্যোতিঃ' দ্যোতমানং সূর্য্যং 'একং' নভসি গচ্ছন্তং 'বহুভ্যঃ' জনেভ্যঃ বহূনামর্থায় 'অবিন্দতং, অলম্ভাথাং এতৎ সর্ব্বং যেন বীর্য্যেণ ক্রিয়তে তদস্মাভিজ্ঞাত মিত্যর্থঃ।

৪। হে অগ্নি ও সোম! তোমরা যাহা দ্বারা পণি নামক অসুর হইতে গোরূপ অন্ন অপহরণ, বৃত্র বধ এবং বহু লোকের নিমিত্ত জ্যোতিষ্মান এক মাত্র সূর্য্যকে লাভ করিয়াছিলে, আমরা তোমাদিগের সেই বল জ্ঞাত হইয়াছি।

১০৯৩

৫। যুবমেতানি দিবি রোচনান্যগ্নিশ্চ সোম সক্রতূ অধত্তং। যুবং সিন্ধূঁরভিশস্তে রবদ্যাদগ্নীষোমাবমুঞ্চতং গৃভীতান্।

৫। হে 'সোম' ত্বং 'অগ্নিঃ চ' 'সক্রতূ' সমানকর্ম্মাণৌ সন্তৌ 'যুবং' যুবাং 'রোচনানি' রোচমানানি দীপ্যমানানি 'এতানি' অস্মাভিঃ নিশি দৃশ্যমানানি তারাগ্রহাদীনি জ্যোতিংষি 'দিবি' দ্যুলোকে 'অধত্তং' অধারয়তং। উত্তরার্দ্ধস্যেয়মাখ্যায়িকা ইন্দ্রো বৃত্রং হত্বা ব্রহ্মহত্যয়া ভীতঃ সন্ পৃথিব্যাং বৃক্ষেষু স্ত্রীষপ্সু চ তাং ব্রহ্মহত্যাং ন্যমার্জ্জীৎ তাসামপাং শুদ্ধি রগ্নীষোমাভ্যাং জাতেতি। ব্রহ্মহত্যাংশেন পাপেন 'গৃভীতান' গৃহীতান্ আক্রান্তান্ 'সিন্ধূন' নদীবিশেষান হে 'অগ্নীষোমৌ' 'যুবং' যুবাং 'অভিশস্তেঃ' অভিশস্যমানাৎ অভিতঃ প্রকটিতাৎ 'অবদ্যাৎ' তস্মাৎ পাপাৎ 'অমুঞ্চতং' মুক্তবন্তৌ। যদা বৃত্রঃ ইন্দ্রেণ হতঃ সন নদীষু পপাত ততো মৃতেন বৃত্রশরীরেণ নদ্যঃ সর্ব্বা দুষ্টা বভূবুঃ। তথাচ তৈত্তিরীয়কং ইন্দ্রো বৃত্র মহন্ সোঽপোঽভ্যম্রিয়ত। তাসাং যন্মেধ্যং যজ্ঞিয়ং সদেবমাসীত্তদপোদক্রামদিতি। তেন দোষেণ গৃহীতা নদীঃ তস্মাৎ দোষাৎ অগ্নীষোমৌ মুক্তবন্তৌ।

৫। হে সোম! তুমি ও অগ্নি তোমরা উভয়ে তুল্য কর্ম্মা হইয়া এই জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীকে আকাশে ধারণ করিয়াছ। হে অগ্নি সোম! তোমরা পাপাক্রান্ত সিন্ধু নামক নদী সকলকে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত পাপ হইতে মোচন করিয়াছ।

১০৯৪

৬। আন্যং দিবো মাতরিশ্বা জভারামথ্নাদন্যং পরি শ্যেনো অদ্রেঃ। অগ্নীষোমা ব্রহ্মণা বাবৃধানোরুং যজ্ঞায় চক্রথুরু লোকং। ১। ৬। ২৮।

৬। হে 'অগ্নীষোমৌ' যুবয়োর্ম্মধ্যে 'অন্যং' একং অগ্নিং 'মাতরিশ্বা' বায়ুঃ 'দিবঃ' দ্যুলোকাৎ 'আজভার' ভৃগবে যজমানায আজহার। তথাচ মন্ত্রান্তরং দ্বিজন্মানং রয়িমিব প্রশস্তং রাতিং ভর ভৃগবে মাতরিশ্বেতি। 'শ্যেনঃ' শংসনীয়গতিমান পক্ষী পক্ষ্যাকারা গায়ত্রী 'অন্যং' সোমং 'অদ্রেঃ পরি' মেরোরুপরি অবস্থিতাৎ 'দিবঃ' স্বর্গাৎ 'অমথ্নাৎ' বলাদাহৃতবতী। এবং মহানুভাবৌ যুবাং 'ব্রহ্মণা' প্রভূতমন্ত্ররূপেণ স্তোত্রেণ হবির্লক্ষণেনান্নেন বা 'বাবৃধানা' বর্দ্ধমানৌ যুবাং 'যজ্ঞায়' অন্যেষাং দেবতানাং প্রাপ্তায় 'উরুং' বিস্তীর্ণং 'লোকং' স্থানং 'চক্রথুঃ' কৃতবন্তৌ। উ ইত্যেতৎ পাদপূরণং আজ্যভাগ দেবতয়োঃ অগ্নীষোমযোরুত্তরার্দ্ধ দক্ষিণার্দ্ধয়োর্হূয়তে। তন্মধ্যে অন্য দৈবত্যানি সর্ব্বাণি হবীংষি হূয়ন্তে। তন্মধ্যমং স্থানং অগ্নিষোমকৃতং। তথাচ তৈত্তিরীয়কং ব্রাহ্মণো বা এতৌ দেবানাং যদগ্নীষোমাবন্তরা দেবতা ইজ্যন্তে দেবতানাং বিধৃত্যা ইতি। ১। ৬। ২৮।

৬। হে অগ্নি ও সোম! বায়ু দ্যুলোক হইতে অগ্নিকে এবং পক্ষ্যাকারা গায়ত্রী সুমেরু পর্ব্বতের উপরি অবস্থিত স্বর্গ হইতে সোমকে হরণ করিয়াছিলেন। তোমরা অন্ন দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া যাগের নিমিত্ত বিস্তীর্ণ স্থান প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছ। ১। ৬। ২৮।

ধর্ম্ম ও ত্যাগ স্বীকার।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

বুধবার ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৭৯০ শক।

"এখানে ধর্ম্মের জন্যে তো দুঃখ সহ্য করিতেই হইবে, বিপদকে তো আলিঙ্গন করিতেই হইবে, ত্যাগ তো স্বীকার করিতেই হইবে। এমন কি, সঙ্কট বিশেষে, সময় বিশেষে, ঈশ্বরের অভিপ্রায় বিশেষে প্রাণ পর্য্যন্তও অকাতরে বলিদান দিতে হইবে।" ১ ম প্রকরণ—২৫ ব্যাখান।

যিনি যে পরিমাণে পুণ্য সঞ্চয় করিবেন, তিনি সেই পরিমাণে স্বর্গ-পথে অগ্রসর হইবেন। যেমন অন্ন পান ব্যতিরেকে শরীর-রক্ষা হয় না, সেই রূপ পুণ্য সঞ্চয় ব্যতিরেকে সদ্গতি লাভের দ্বিতীয় উপায় নাই। ঈশ্বর প্রসাদে মনুষ্য যে অবিনশ্বর পরমায়ু লাভ করিয়াছেন, যাহার প্রভাবে এই শরীর বিনষ্ট হইলেও তিনি স্বয়ং জীবিত থাকিবেন, সেই উপাদেয় পরমায়ুঃ তাঁহার ঘোর যন্ত্রণার আধার হইয়া উঠিবে, যদি তিনি পুণ্যোপার্জ্জনে অবহেলা করেন। উদরে অন্নরস না থাকিলে মনুষ্য যেমন কাতর হইয়া পড়েন, সেই রূপ মনেতে সুখ না থাকিলে ততোধিক কাতরতা উৎপন্ন হয়, এই পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া অনেকে বুঝিতে পারিয়াছেন; কিন্তু পুণ্যবান্ না হইলে যে কি নীচত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়, তাহা অনেকে আলোচনা করিয়া দেখেন না। এই জন্য মনুষ্যগণ অন্ন সঞ্চয়ে ও সুখ ভোগে যে রূপ ব্যস্ত হন, পুণ্য উপার্জ্জনে সে রূপ আগ্রহ করেন না। পর লোকে যে শান্তির প্রত্যাশা আছে, তাহা পুণ্য ব্যতীত কখনই লাভ করা যাইবে না। ইহ লোকেও পুণ্যহীন জীবন ঘোর যন্ত্রণার কারণ হয়, এমন কি সুখের সামগ্রীতে পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিলেও পুণ্যহীন ব্যক্তি অন্তরে সুখী হইতে পারে না; কিন্তু পর্ণকুটীর-নিবাসী দরিদ্র ব্যক্তিও পুণ্য-বলে প্রফুল্ল মনে কাল যাপন করেন। এই গৃহে পরমেশ্বর বর্ত্তমান আছেন; কিন্তু কোন্ ব্যক্তি তাঁহার মধুময় সন্নিকর্ষ উপভোগ করিয়া অন্তঃস্ফুরিত আনন্দ-রসে উচ্ছ্বসিত হইতেছেন? যাঁহার হৃদয় পুণ্যসলিলে স্নিগ্ধ হইয়া আছে, তিনিই নিভৃত ভাবে ঈশ্বরের আবির্ভাব অনুভব করিয়া এখানে আগমনের ফল লাভ করিতেছেন। ঈশ্বরকে ধ্যান করিবার নিমিত্ত যত্ন কর, কিন্তু যদি অন্তরে পুণ্য সঞ্চয় না থাকে, সে ধ্যান বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। যাঁহাকে চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায় না, কোন বহিরিন্দ্রিয়ই যাঁহাকে লাভ করিতে পারে না এবং অন্তঃকরণও যাঁহাকে ধারণ করিতে সমর্থ হয় না, তাঁহাতে আত্মার সমাধান করা অনায়াস-সাধ্য নহে। প্রথমে সর্ব্বপ্রকার পাপ কর্ম্ম পরিত্যাগ ও অন্তর হইতে পাপের কামনা সকল উন্মূলন করিতে হয়, তৎপরে পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মাকে পবিত্র করিতে হয়, তবে পরমাত্মাতে সমাহিত হইবার সামর্থ্য জন্মে। এক্ষণে এই গৃহে উপবেশন করিয়া যিনি সেই সান্দ্রানন্দ উপভোগ করিতেছেন, তিনিই ধন্য; কিন্তু যিনি সেই সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাতে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়াও তাঁহার সত্তা অনুভব করিতে পারিতেছেন না, "এক যাত্রায় পৃথক্ ফল" লাভ করিতেছেন, তিনি নিশ্চয় জানিবেন যে, তাঁহার প্রতি ঈশ্বরের করুণার অভাব নাই, কিন্তু তিনি যথাযোগ্য প্রস্তুত হইয়া আইসেন নাই; এই জন্য সেই অবারিত করুণা-দ্বারও তাঁহার চক্ষে রুদ্ধ

বলিয়া বোধ হইতেছে। তিনি অদ্যাবধি পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতে থাকুন, ঈশ্বরকে পাইয়া চরিতার্থ হইবেন। সাধনের ধন পরমেশ্বরকে বিনা-সাধনে কে পাইতে পারে?

ধর্ম্মের প্রতিপালন দ্বারা মনুষ্য পুণ্য লাভ করিতে পারেন। এই পৃথিবী ধর্ম্ম্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবার ক্ষেত্র। পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া পুণ্যের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। করুণাময় পরমেশ্বর মনুষ্যগণকে পুণ্য-সলিলে প্রক্ষালন করিবার নিমিত্তই ধর্ম্মের ব্যবস্থা সকল প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। যিনি ভৌতিক নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া আধি-ভূত জগতের শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছেন, তিনিই ধর্ম্মের নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া অধ্যাত্ম জগৎ প্রতিপালন করিতেছেন। আমাদের শরীর যেমন তাঁহার জড় জগতের প্রজা, আমাদের আত্মা সকল সেই রূপ তাঁহার অধ্যাত্ম জগ-তের প্রজা—আ! তাঁহার প্রেমাস্পদ পুত্র! পিতার আশীর্ব্বাদে আমরা অসামান্য সৌ-ভাগ্যের অধিকারী হইয়াছি: কিন্তু হায়! তিনি আমাদিগেরই মঙ্গলের জন্য যে আ-দেশ প্রদান করিয়াছেন, আমরা তাহা প্রতিপালন করি না; যে কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিয়াছেন, মোহান্ধ হইয়া তাহাই করি-তেছি। ন্যায়, ভক্তি, প্রীতি, দয়া প্রভৃতি এক একটি আদেশ তিনি এমন উজ্জ্বল অক্ষরে আমাদের অন্তরে লিখিয়া দিয়াছেন যে, মনুষ্য অনায়াসেই তাহা পাঠ করিতে সমর্থ হইতেছে; কিন্তু তাহা প্রতিপালন করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতে যে যত্ন ও চেষ্টার প্রয়ো-জন হয়, মনুষ্য তাহাতেই উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছে।

কতকগুলি মলিন সুখের কামনা ও দ্বেষ ঈর্ষা প্রভৃতি কতক গুলি আন্তরিক রিপু মনুষ্যের ধর্ম্ম পালনে বিঘ্ন উৎপাদন করি-তেছে। ঈশ্বরের সাহায্যে ও পুরুষকার প্রভাবে সেই সমস্ত প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া পুণ্য কর্ম্মের পথ পরিষ্কৃত করিতে হইবে। পুণ্য পথের পথিক হইতে হইলে আপনাকে জয় করাই প্রথম কার্য্য হয়।

ভারত বর্ষীয় পূর্ব্বতন ধার্ম্মিকেরা পুণ্যের জন্য আপনার সুখ এক বারে বিস্মৃত হইয়া ঘোরতর তপস্যায় প্রবৃত্ত থাকিতেন—তাঁহারা অনাহারে শরীর শুষ্ক করিয়া ফেলিতেন, চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিতেন, ঊর্দ্ধ-বাহু হইয়া অতি কষ্টে জীবন নির্ব্বাহ করিতেন; গ্রীষ্ম কালে পঞ্চতপা করিতেন—মস্তকে প্রচণ্ড সূর্য্যের কিরণপাত সহ্য করিতেন এবং চতুষ্পার্শ্বে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি সংস্থাপন করিতেন; বর্ষা কালে অনা-বৃত স্থানে অবস্থান করিয়া বৃষ্টিধারা বহন করিতেন; দুরন্ত শীত কালে জলে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া ঈশ্বরের আরাধনা করিতেন; তাঁহাদের উদ্দেশ্য এই যে, কি করিলে পর-মেশ্বর আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবেন। হা! তাঁহারা প্রায়োপবেশন ও তুষানলে প্রাণ দান করিয়া ঈশ্বরের জন্য ত্যাগ স্বীকারের পরা-কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। এই প্রকার কঠোর তপস্যায় কুসংস্কার যতই থাকুক, তাহা গণনা করিতে চাই না; কিন্তু তাঁহারা পুণ্যের প্রত্যাশায় ঈশ্বরের জন্য আপনার সুখ সম্ভোগ যে কেমন তুচ্ছ করি-য়াছিলেন, ইহা দেখিয়াই আমার হৃদয় তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে আর্দ্র হইয়া আছে। ঘটনা-ক্রমে বিপক্ষের হস্তে নিপ-তিত হইয়া ধর্ম্মের জন্য অগত্যা প্রাণত্যাগ করিয়াছে, ইহার ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু বিনা বাধ্যতায় কেবল ধর্ম্মের অনুরোধে প্রায়োপবেশনে, তুষানলে অথবা প্রজ্জ্বলিত চিতানলে কে প্রাণ দান করিতে পারেন? হা! ঈশ্বরের জন্য তাঁহারা কি

কঠোর তপস্যা করিতেন ? তাঁহারা তৎকালে যে প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, অকপটে তাহার আদেশ প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ঈশ্বরের বিশ্বাসিক সেবক ছিলেন, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমরা এক্ষণে তাঁহাদিগের অপেক্ষা উন্নত জ্ঞান লাভ করিয়াছি বলিয়া অভিমান করিয়া থাকি, কিন্তু সে প্রকার ঈশ্বর-ভক্তি, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও তপশ্চর্য্যা কোথায় ? তখন যে প্রকার জ্ঞান ছিল, তপস্যাও তাহার অনুযায়িনী ছিল; এক্ষণে উন্নত জ্ঞান অনুসারে উন্নততর তপস্যার অনুষ্ঠান আবশ্যক হইয়েছে। এক্ষণে চক্ষু কর্ণ হস্ত প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের উচ্ছেদ করা তপস্যা বলিয়া গণ্য করা উচিত নয়; কিন্তু ধর্ম্মবিরোধী বিষয়সুখ ভোগ করিবার নিমিত্ত যে সকল মলিন কামনা মনে উদয় হয়, তৎসমুদায়ের উচ্ছেদ করাই এক্ষণকার তপস্যা। অনাহারে শরীরকে শুষ্ক করা বাস্তবিক তপস্যা নহে; কিন্তু ঈর্ষা দ্বেষ প্রভৃতি আন্তরিক রিপুগণকে শুষ্ক করিয়া ঈশ্বরের উদার প্রীতির অনুকরণ করাই এক্ষণকার তপস্যা। ভৌতিক নিয়ম অথবা শারীরিক নিয়মের বিপক্ষে তুষানলে দগ্ধ হওয়া, সলিলে নিমগ্ন থাকা অথবা নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করা বাস্তবিক তপস্যা নহে; অসত্যের বিপক্ষে, অন্যায়ের বিপক্ষে, কুসংস্কারের বিপক্ষে, কুসংস্কৃত সমাজের বিপক্ষে, কলুষিত দেশাচারের বিপক্ষে, যদি আবশ্যক হয়, সমুদায় পৃথিবীর বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া ধর্ম্মের আদেশ প্রতিপালন করাই এক্ষণকার তপস্যা। পুণ্য উপার্জ্জন করিতে গেলে ক্ষুদ্র সুখের কামনা সকল পরিত্যাগ করিতে হইবে, দুর্দ্দান্ত প্রবৃত্তি সকল দমন করিতে হইবে, ধর্ম্মের অনুগত হইয়া বিষয়সুখ ভোগ করিতে হইবে। দিবা রাত্রির মধ্যে আমরা যে সমস্ত সুখ ভোগ করিতেছি; তাহা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিতে হইবে; যে সুখ অসত্য ও অন্যায় দ্বারা উপার্জ্জিত হইতেছে, তাহা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে। মলিন কামনা ও মলিন চিন্তার সূত্রপাত দেখিলেই যে কোন প্রকারে তাহা মন হইতে উচ্ছিন্ন করিতে হইবে। ঈশ্বরের প্রেমাস্পদ মনুষ্যের প্রতি যদি দ্বেষ উৎপন্ন হয়, তবে মনকে ঈশ্বরদ্বেষী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং তৎক্ষণাৎ তাহার সেই ভাব সংশোধন করিতে হইবে। অন্যের সৌভাগ্য দর্শনে যদি ক্ষোভ উৎপন্ন হয়, তবে তাহা মনের বিকৃত অবস্থা বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে, এবং তাহা দূর করিতে হইবে। সত্য পথে ও ন্যায় পথে দণ্ডায়মান হইলে যদি মান সম্ভ্রম যশ কীর্ত্তি বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাহাও করিতে হইবে। ইহাই এক্ষণকার তপস্যা।

জ্ঞান প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সমুদায় কল্পিত দেব দেবী তিরোহিত হইতেছেন বটে, কিন্তু অন্য প্রকার তিনটি দেবতার উপাসনায় পৃথিবীর অধিকাংশ মনুষ্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া আছে। এই তিনটি দেবতার মধ্যে প্রথম দেবতা—কাম। মনুষ্য যৌবনসীমায় পদার্পণ করিবামাত্রই ইহার দাসত্বে নিযুক্ত হয়। ইহার নিকটে যে কত নরনারীর অমূল্য ধর্ম্মের বলিদান হইয়া গিয়াছে, এবং অদ্যাপি হইতেছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। দ্বিতীয় দেবতা—অর্থ; যাঁহারা এই দেবতার দাসত্বশৃঙ্খল পরিধান করিয়াছেন, তাঁহাদের দুর্দ্দশার পরিসীমা নাই। মিথ্যা প্রতারণা জাল চৌর্য্য নরহত্যা প্রভৃতি কোন দুষ্কর্ম্মই অর্থদাসের অননুষ্ঠেয় থাকে না। তৃতীয় দেবতা—যশ; ইহার উপাসকদিগের চরিত্র অতি আশ্চর্য্যজনক, ইহাঁদের কর্ম্ম সকল আড়ম্বরে পরিপূর্ণ এবং একটি মনোহর অবগুণ্ঠনে অবগুণ্ঠিত হইয়া থাকে। সেই

আচ্ছাদন উদ্ঘাটন করিয়া দেখ, আশ্চর্য্যে স্তব্ধ হইতে হইবে। পূর্ব্বরাত্রে স্বহস্তে অস্ত্র ধারণ করিয়া নিরাশ্রয়ের কণ্ঠচ্ছেদন করিয়াছেন, অদ্য তাহারই অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক রাজপথে দণ্ডায়মান হইয়া ভূরি ভূরি পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন। গতরাত্রে পিশাচবৃত্তির একশেষ করিলেন; প্রাতঃকালে সমাজ-সংস্কারে বদ্ধ-পরিকর হইলেন। একটি সামান্য কর্ম্ম করিয়াই লোকের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া আছেন, কত ক্ষণে প্রশংসা ধ্বনি সমুত্থিত হইবে! যশের উপাসক ব্যতিরেকে এমন প্রত্যাশা আর কে করিতে পারে যে, আমি সংগোপনে সৎকর্ম্ম করিয়া থাকি ইহা লোকে অবগত হউক? লঘুচেতা মানবগণ এই তিনটি দেবতার—তিনটি পিশাচের উপাসনাতেই সমস্ত আয়ুঃ নিঃশেষ করিতেছে; ঈশ্বরের উপাসনা আর কখন করিবে?

এই সমস্ত লোভনীয় ক্ষুদ্রতা পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যকাম হইয়া ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ইহাতে আপনাকে যে কত দূর শাসনে রাখিতে হইবে, তাহা কে না বুঝিতেছেন। কিন্তু পৃথিবী বাস্তবিক পৃথিবী; দেবলোক নহে; এখানে সর্ব্বপ্রকার প্রলোভন অতিক্রম করিয়া পুণ্য উপার্জ্জন করা সহজ ব্যাপার নহে। পৃথিবীর সুবর্ণে যদি কোন প্রকার শ্যামিকা মিশ্রিত না থাকে, তাহাতে কোন অলঙ্কারই প্রস্তুত হইতে পারে না; সেই রূপ যথার্থ ধর্ম্মপরায়ণতায় এখানে অনেক যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। দুঃখ, ক্লেশ, প্রতারণা, অপমান, তিরস্কার হয় তো ধার্ম্মিকদিগকে অনেক সময় মস্তকে বহন করিতে হয়; তিনি অনাহারে মৃতপ্রায় হইলেও অন্যায় পূর্ব্বক একটি কপর্দ্দকও উপার্জ্জন করিতে পারেন না; ভয় প্রদর্শন করিলেও তিনি সত্য পথ পরিত্যাগ করিতে পারেন না; তিনি বিপদের সম্ভাবনা দেখিলেও ধর্ম্মের আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারেন না। তাঁহার এই রূপ প্রতিজ্ঞা দেখিয়া পৃথিবী তাঁহাকে নির্যাতন করিতে থাকে। পৃথিবী বিশুদ্ধ সুবর্ণের উচ্চ মূল্য অবগত হইয়াও খাদ না দিয়া ব্যবহার করিতে পারে না। কিন্তু সর্ব্বদর্শী ঈশ্বর তাঁহাকে দেখেন; কেহই জানিতে পারে না, ঈশ্বর তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া সান্ত্বনা প্রদান করেন। তাঁহার শরীর যদিও খড়্গাঘাতে অবসন্ন হয়, কিন্তু তাঁহার আত্মা ঈশ্বরের কোমল স্পর্শে নব জীবনে পূর্ণ হইয়া থাকে; তিনি মর্ত্ত্য লোক হইতে যতই আঘাতের পর আঘাত প্রাপ্ত হন, ততই এক দৃষ্টে সেই প্রেমমুখের প্রতি চাহিয়া থাকেন এবং এক এক বার পৃথিবীকে দেখেন; তাঁহার সেই দৃষ্টিপাত পৃথিবীর মস্তকে আশীর্ব্বাদ হইয়া পড়ে। তিনি ঈশ্বরকে বলেন, নাথ! তুমি যদি আমাকে পরিত্যাগ না কর, আমি সমুদায়ই সহ্য করিতে পারিব।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সংস্কৃত সাহিত্য।

২৯৮ সংখ্যক পত্রিকার ৩৭ পৃষ্ঠার পর।

বেদের ছয় অঙ্গ, এই জন্য আমরা ষড়ঙ্গ বেদ বলিয়া থাকি। এই ছয় অঙ্গ যে এক এক খানি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গ্রন্থ তাহা নহে, ইহা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ছয়টি বিষয়। এই ছয় অঙ্গের সাহায্যে বেদের অর্থ-গ্রহাদি করা যাইতে পারে। মহর্ষি মনু শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ ও জ্যোতিষ এই ছয় অঙ্গকে প্রবচন[১]

---

১ অগ্র্যাঃ সর্ব্বেষু বেদেষু সর্ব্বপ্রবচনেষু চ। মনু ৩ অধ্যায়।

যে ব্রাহ্মণেরা সমস্ত বেদ ও বেদাঙ্গ শিক্ষায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন (তাঁহারা সকলকে পবিত্র করিয়া থাকেন)।

শব্দে নির্দ্দেশ করেন। প্রবচন শব্দে ব্রাহ্মণও বলা যাইতে পারে[২]।

পৌরাণিক সময়েই কেবল যে পুরাণ প্রস্তুত হইয়াছিল আর ঐ কালের পূর্ব্বে যে ইহার নাম গন্ধ ছিল না, তাহা নহে। ব্রাহ্মণ ভাগে কতকগুলি উপাখ্যান উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। পৌরাণিক গ্রন্থকর্ত্তারা সেই সমস্ত উপাখ্যান সঙ্কলন করিয়াই পুরাণ প্রস্তুত করেন। ফলত এক সময়ে ব্রাহ্মণ ভাগে পুরাণের বীজ রোপিত হয়, তৎপরে তাহার শাখা পল্লব প্রভৃতি সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উৎপন্ন হইয়াছিল। এই রূপে বেদাঙ্গের বীজও ব্রাহ্মণ ভাগে আছে। সেই সমস্ত বেদাঙ্গ মত অবলম্বন করিয়া শেষে বিস্তর গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছিল। বৃহদারণ্যক ও তাহার টীকায় এই বিষয়ের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। টীকাকার ইতিহাস শব্দের অর্থ করিতে গিয়া কহিয়াছেন যে, শতপথব্রাহ্মণে যে উর্ব্বশী পুরূরবার বৃত্তান্ত আছে, তাহাই ইতিহাস। তৎপরে তিনি ব্রাহ্মণ হইতে কতকগুলি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তৎসমুদায়কে উপনিষদ শ্লোক সূত্র অনুব্যাখ্যা ও ব্যাখ্যা শব্দে নির্দ্দেশ করিতেছেন। ফলত এই সমস্তই বেদাঙ্গের প্রতিপাদ্য এবং এই সমস্ত নামে বেদাঙ্গ ব্রাহ্মণের অন্তর্গত রহিয়াছে।

এই ছয় বেদাঙ্গের যে কোথায় প্রথম উল্লেখ আছে, তাহার কিছুই নিশ্চয় করা যায় না। মুণ্ডকোপনিষদে বেদের ছয় অঙ্গের নির্দ্দেশ আছে বটে কিন্তু ঐ উপনিষদের যে অংশে এই ছয় অঙ্গের উল্লেখ আছে, প্রণিধান পূর্ব্বক দেখিলে বোধ হইবে যে ঐ অংশ উহাতে কেহ প্রক্ষেপ করিয়া থাকিবে। যাস্ক স্থল-বিশেষে বেদাঙ্গের নামোল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা ছয় কি কয়টি তাহা কিছুই কহেন নাই। চরণব্যূহে বেদের অঙ্গ-সংখ্যা নিরূপিত আছে[৩]। মনু স্মৃতিতেও এই সংখ্যা গৃহীত হইয়াছে। ছান্দোগ্যোপনিষদের নবম প্রপাঠকে ষড়ঙ্গের কথা নাই, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন নামে বেদাঙ্গ মত প্রকাশ করিয়াছে[৪]। সামবেদের ব্রাহ্মণ ভাগে অঙ্গ-সংখ্যা ধরিয়া গিয়াছে, কিন্তু উহাতে ছয় অঙ্গের বিশেষ বিশেষ নাম নির্দ্দিষ্ট নাই। তাহাতে এই রূপ লেখা আছে, চারি বেদ স্বাহা দেবীর দেহ, বেদের ছয় অঙ্গ উহাঁর অঙ্গ[৫]। যাহাই

প্রকর্ষেণৈবোচ্যতে বেদার্থ এভিরিতি প্রবচনান্যঙ্গানি। কুল্লুকভট্ট।

এই সমস্ত বেদাঙ্গ বেদার্থ ব্যাখ্যা করিতেছে এই নিমিত্ত ইহার নাম প্রবচন।

২ কালববিনামপি প্রবচন বিহিতঃ স্বরঃ স্বাধ্যায়ে। প্রবচন শব্দেন ব্রাহ্মণমুচ্যতে। প্রোচ্যতে ইতি প্রবচনং।

কালববিদিগেরও স্বাধ্যায় কালে প্রবচন বিহিত স্বর আছে। প্রবচন অর্থ ব্রাহ্মণ, ব্যাখ্যা করিতেছে এই নিমিত্ত প্রবচন বলা যায়।

প্রস্থান ভেদে এই রূপ আছে " এবং প্রবচন ভেদাৎ প্রতিবেদং ভিন্না ভূয়স্যঃ শাখাঃ। প্রবচনভেদে বেদের শাখা সকল ভিন্ন হইয়াছে। মধুসূদন প্রবচন শব্দে উচ্চারণ বলিয়া এবং কঠোপনিষদ অধ্যয়ন বলিয়া ব্যবহার করিয়াছে।

৩ শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষং।

৪ একদা নারদ সনৎকুমারকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি কি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। তাহাতে সনৎকুমার কহেন আমি চারি বেদ ইতিহাস পুরাণ ব্যাকরণ এবং পিত্র্য, দৈব, রাশি, নিধি, মহা কালাদি নিধি শাস্ত্র, বাকোবাক্য, একায়ন, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূততন্ত্র, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্র বিদ্যা, সর্প বিদ্যা ও গাকড়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি তথাচ আত্মার বিষয় কিছুই জানিতে পারি নাই।

৫ চত্বারোহস্যৈ বেদাঃ শরীরং ষড়ঙ্গান্যঙ্গানি। ওষধি বনস্পতয়ো লোমানি।

চার বেদ তাঁহার দেহ বেদের ছয় অঙ্গ তাঁহার অঙ্গ এবং ওষধি ও বনস্পতি সকল তাঁহার লোম।

হউক প্রাচীন ব্রাহ্মণেও যে অঙ্গ-সংখ্যা নিরূপিত আছে, এবং ব্রাহ্মণ-কল্পের শেষাবস্থায় যে বেদাঙ্গকে গ্রাহ্য করিয়া গিয়াছে, সামবেদের এই প্রমাণ দ্বারা তাহাতে আর কোন সংশয় হইতে পারে না।

শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ এই কএকটি বেদাঙ্গের বিষয়।

সায়নাচার্য্য ঋগ্বেদের টীকায় শিক্ষা শব্দের এই রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—যে গ্রন্থ দ্বারা বর্ণ স্বর প্রভৃতির উচ্চারণ জানা যাইতে পারে তাহাই শিক্ষা। সায়নাচার্য্য এস্থলে তৈত্তিরীয় গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, এই গ্রন্থের আরণ্যক খণ্ডের এক অধ্যায়ে শিক্ষা প্রকরণ আছে। আমরা অদ্যাপি এই তৈত্তিরীয় আরণ্যকের সপ্তমাধ্যায়ে শীক্ষাং ব্যাখ্যাযামঃ, বর্ণঃ, স্বরঃ, মাত্রা, বলং, সাম, সন্তানঃ, এই কএকটি কথা দেখিতে পাই। কিন্তু ইহাতে এই সমস্ত কথা ভিন্ন আর কিছুই নাই।

এস্থলে কেহ কহিতে পারেন যে তৈত্তিরীয় আরণ্যকে শিক্ষা প্রকরণ নাই। এ বাক্য নিতান্ত অমূলক। যদি তৈত্তিরীয় আরণ্যকে শিক্ষা প্রকরণ না থাকিবে তাহা হইলে "ইত্যুক্তাঃ শিক্ষাধ্যায়াঃ" এই বাক্য থাকিবার অভিপ্রায় কি? এবং "শিক্ষাং ব্যাখ্যায়ামঃ" এই বাক্যেরই বা তাৎপর্য্য কি? বেদের টীকাকার সায়নাচার্য্য বৈদিক ইতিবৃত্ত বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, এ বিষয়ে তিনি যে রূপ লিখিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে তৈত্তিরীয় আরণ্যকে এক সময়ে শিক্ষা প্রকরণ ছিল। তিনি সাংহিতী উপনিষদের টীকার এক স্থলে এই রূপ কহিয়াছেন "তৈত্তিরীয় উপনিষদ তিন ভাগে বিভক্ত—সাংহিতী, যাজ্ঞিকী ও বারুণী[1]। এই বারুণী উপনিষদে আধ্যাত্মিক বিষয় উক্ত হইয়াছে, সুতরাং ইহা বিশেষ উপযোগী। যাহাতে অধ্যেতাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি প্রস্তুত হইয়া ক্রমশ উচ্চ বিষয় শিক্ষা করিতে পারে, সাংহিতী উপনিষদে তাহাই আছে। এই সাংহিতীকে অধ্যাত্ম বিদ্যার অনুক্রমণিকা বলা যাইতে পারে।" সাংহিতী উপনিষদে প্রথমেই শিক্ষাধ্যায় আছে। ইহার টীকাকার কহিয়াছেন যে, "এই শিক্ষা দ্বারা লোকে বর্ণ স্বরাদির প্রকৃত উচ্চারণ জানিতে পারিবে। বর্ণ স্বরাদির উচ্চারণ অভ্যস্ত হইলে অধ্যেতার সহজেই অধ্যাত্ম বিদ্যায় প্রবেশ হইবে[2]। কিন্তু অনেকে কহিতে পারেন যে এই শিক্ষাধ্যায় এস্থলে সন্নিবেশিত করিবার আবশ্যকতা কি? বেদের কর্ম্মকাণ্ডে এই অধ্যায় বিশেষ প্রয়োজনীয় হইতেছে। সত্য বটে কিন্তু কর্ম্মকাণ্ডে ভ্রম হইলে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপক্ষয় হইতে পারে, জ্ঞান কাণ্ডে ভ্রম হইলে আর প্রায়শ্চিত্ত নাই। সুতরাং জ্ঞান কাণ্ড নির্দ্দোষে আয়ত্ত

ব্রাহ্মণেন ষড়ঙ্গো বেদো নিষ্কারণোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ।

ব্রাহ্মণ নিষ্কাম হইয়া ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন ও তাহার অর্থগ্রহ করিবেন।

১ সেয়ং তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ত্রিবিধা। সাংহিতী যাজ্ঞিকী বারুণী চেতি। তাসাং তিসৃণাং মধ্যে বারুণী মুখ্যা।

তৈত্তিরীয় উপনিষৎ তিন প্রকার, সাংহিতী যাজ্ঞিকী ও বারুণী। ইহার মধ্যে বারুণী সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।

২ তস্মাৎ বিদ্যায়ামবৈকল্যায় যথাশাস্ত্রং বোদ্ধুং উপনিষৎ পাঠে প্রযত্নাতিশয়ঃ বিধাতুং অত্রৈব শিক্ষাধ্যায়ো হভিধীয়তে। তস্য চ গ্রন্থস্যার্থ জ্ঞানপ্রধানত্বাৎ পাঠে মাভূদৌদাসীন্য মিত্যেতদর্থে দ্বিতীয়ানুবাকে শিক্ষাধ্যায়ো হভিধীয়তে।

অতএব বিদ্যার প্রকৃত রূপ মর্ম্ম গ্রহ ও উপনিষৎ পাঠে প্রবৃত্তি বিধানার্থে এই স্থলেই শিক্ষাধ্যায় অভিহিত হইতেছে। এই গ্রন্থ অর্থপ্রধান, অতএব তৎ পাঠে লোকের মনোযোগ বিধানার্থ দ্বিতীয়ানুবাকে শিক্ষাধ্যায় অভিহিত হইতেছে।

করিবার নিমিত্ত এস্থলে শিক্ষাধ্যায় রাখা অনাবশ্যক বোধ হইতেছে না।"

আরণ্যকে এবং বোধ হয় ব্রাহ্মণেও এক সময়ে শিক্ষা প্রকরণ ছিল। পরে যখন এমন সব গ্রন্থ প্রস্তুত হয় যাহাতে শিক্ষা-সংক্রান্ত মত অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট হইয়াছিল, তখন আরণ্যক ও ব্রাহ্মণে শিক্ষার প্রকরণ রাখা আর তত আবশ্যক হয় নাই।

যে গ্রন্থে শিক্ষা সুপ্রণালী ক্রমে সুস্পষ্ট রূপে বিবৃত হইয়াছে, তাহার নাম প্রাতিশাখ্য। ব্রাহ্মণ-কালে বেদ লোকের মুখস্থ ছিল। যখন এই ভারতবর্ষের চলিত ভাষা ক্রমশ উন্নত হইয়া আদিম বৈদিক ভাষার রীতি পরিত্যাগ করিতে থাকে, তখন ছন্দ স্বর ও উচ্চারণের সাধারণ নিয়ম না করিলে বেদ গান রক্ষা করা নিতান্ত কঠিন হইত। যখন নিয়ম হয় তখন অবশ্যই উচ্চারণাদিগত কিছু না কিছু বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকিবে। যাহাই হউক এই দোষ প্রশমনার্থ ভিন্ন ভিন্ন শাখাবলম্বীরা স্বর উচ্চারণাদির এক একটি বিভিন্ন ব্যবস্থা স্থাপন করেন এবং উচ্চারণাদির বিভিন্ন ব্যবস্থা স্থাপন করিতে গিয়া তাঁহারা বেদার্থের ব্যতিক্রম করিয়া ফেলেন। ব্রাহ্মণ ভাগে এমন সমস্ত ঋক আছে যে উচ্চারণ-ব্যত্যয়ে অর্থেরও ব্যতিক্রম হয়। এই বিষয় লইয়া পূর্ব্বে ঘোরতর বিচার হইয়াছিল; বিভিন্ন শাখাবলম্বীরা পরিশেষে এই সিদ্ধান্ত করেন যে, যে প্রণালীতে উচ্চারণ করিলে বেদার্থের কোন ব্যাঘাত ঘটিবে না, তাহা অবশ্যই গ্রাহ্য হইবে এবং ইহাতে বিভিন্ন শাখায় স্বরাদিগত যে কিছু অল্প ভেদ জন্মিবে তাহা অবশ্যই সহ্য করিতে হইবে।

ব্রাহ্মণেরা ইতস্তত হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া একটি সাধারণ নিয়ম প্রস্তুত করেন। এই সমস্ত নিয়ম পাণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণের বীজ। পাণিনি ব্যাকরণ যদিও এক জন গ্রন্থকার প্রণয়ন করেন কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বে বহুকাল হইতে ইহার সঙ্কলন হইতেছিল। প্রাতিশাখ্য যদিও স্পষ্ট ব্যাকরণ নহে কিন্তু ইহা শব্দ গ্রন্থের অন্তর্গত সন্দেহ নাই। কেবল এই প্রাতিশাখ্যের সময় যে ব্যাকরণ চর্চ্চা হয় তাহা নহে; এই প্রাতিশাখ্যের পূর্ব্বেও ব্যাকরণের অনুশীলন হইত। প্রাতিশাখ্য পাঠ করিলে ইহাতে আর কোন সংশয় থাকে না। প্রাতিশাখ্যে কতকগুলি নিয়ম উদ্ধৃত আছে, ঐ সমস্ত নিয়ম উহার সহিত কোন কোন স্থলে ঐক্য হয় না। যে সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থ হইতে প্রাতিশাখ্যে নিয়ম উদ্ধৃত করা হইয়াছে, দেখিলে বোধ হয় যে ঐ সকল গ্রন্থ প্রাতিশাখ্যেরই অনুরূপ ছিল। ঋগ্বেদের সাকল্যশাখার শৌনক-প্রাতিশাখ্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। শৌনক কহেন যে সকল বিষয়ে সাকল্য-বৈযাকরণিকদিগের বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়, সে সকল বিষয়ে তাঁহার মতও স্বতন্ত্র। যখন বৈদিক ধর্ম্ম ক্রমশ হীন দশায় নিপতিত হইতেছে, সেই সময়ে যে সকল প্রাতিশাখ্য প্রস্তুত হয়, শৌনকের প্রাতিশাখ্য তৎ সমুদায় অপেক্ষাও প্রাচীন।

প্রতিশাখা শব্দ হইতে প্রাতিশাখ্য হইয়াছে। এক খানি প্রাতিশাখ্যে যে চারি-বেদের বিষয় বলা হইয়াছে তাহা নহে, প্রত্যেক বেদের প্রত্যেক শাখায় স্বরবর্ণাদির যে সকল বিভিন্নতা আছে, এই সমস্ত গ্রন্থে সেই গুলি সংগৃহীত হইয়াছে। বেদের শাখা বেদের প্রায়ই অনুরূপ, কেবল বেদ বহুকাল লোকের মুখস্থ ছিল বলিয়া স্থানে স্থানে এই সকল শাখার কিছু কিছু ব্যত্যয় হইয়াছে। হয় ত কোনস্থলে একটি শব্দ, অধিক হয় ত কোন স্থলে একটি শ্লো-

---

কালবর্জিমামপি প্রবচনবিহিতঃ স্বরঃ স্বাধ্যায়ে।

কের পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে। এই শাখা সকলকে কোন ক্রমেই এক এক খানি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলা যাইতে পারে না। এক পুস্তক যেমন নানা প্রকারে মুদ্রিত হয়, বেদের পক্ষে শাখা সকলও সেই রূপ। মনে কর এক খানি ঋগ্বেদ বিভিন্ন বংশের লোক পাঠ করিত, যে খানে অক্ষরের সৃষ্টি নাই, গ্রন্থ কেবল লোকের কণ্ঠস্থ থাকিত, সে স্থলে স্মরণ শক্তির দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন বিস্মৃতি হইতে পারে কি না? কিন্তু এরূপ অবস্থায় যত দূর প্রত্যাশা করা যায় তাহা ঘটে নাই। বেদের কোন অংশ পরিবর্ত্তিত হওয়া লোকে দোষাবহ বিবেচনা করিত। এই নিমিত্ত তাহা অবিকল রাখিবার নিমিত্ত সকলেই প্রাণপণে চেষ্টা করিত। সুতরাং বেদের শাখা সর্ব্বত্র প্রায়ই সমান থাকিত। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন শাখা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে প্রণালীতে অধীত হইত, প্রাতিশাখ্য সেই প্রণালী একত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং এক খানি প্রাতিশাখ্য গ্রন্থে যে সমুদায় বেদের বিষয় অবগত হওয়া যাইবে ইহা কোন রূপেই সম্ভবপর নহে। প্রাতিশাখ্য দ্বারা যেমন অন্যান্য উপকার প্রাপ্ত হইতেছি, তন্মধ্যে এই একটি বিশেষ যে পূর্ব্বে যে সকল বংশ এক সময়ে এই পৃথিবীতে থাকিয়া কাল ক্রমে লোপ পাইয়াছে, এই প্রাতিশাখ্যে তাহার নামাদি সমুদায় জানা যাইতে পারে।

মুসলমান ধর্ম্ম ও তাহার বিস্তার।

মহম্মদ খৃষ্টীয় পাঁচ শতাব্দীর শেষে রোম দেশীয় সম্রাট যষ্টিনিয়নের মৃত্যুর চারি বৎসর পরে আরব দেশে জন্ম গ্রহণ করেন। তৎকালে মক্কা নগরের যে ধর্ম্ম তাহাই আরবদিগের সাধারণ-ধর্ম্ম ছিল। ঐ সময়ে মক্কার মন্দিরে নানা প্রকার দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি ও একটি কৃষ্ণ বর্ণ প্রস্তরের ১ উপাসনা হইত। এই সমস্ত পৌত্তলিকদিগের সহিত আরব দেশে অন্যান্য সম্প্রদায়ও বাস করিত। চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ নক্ষত্র সকলই ইহাদিগের উপাস্য ছিল। মহম্মদ স্বজাতীয় পৌত্তলিক ধর্ম্মে বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়া ধর্ম্ম-সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় চল্লিশ বৎসর হইবে। বাল্যাবধি তাঁহার ধর্ম্ম বিষয়ে যে অলোকসামান্য উৎসাহ ছিল, এই সময়ে তাহা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে।

তাঁহার শৈশবাবস্থা অতীত না হইতে তাঁহার পিতা মাতা তাঁহাকে নিঃস্ব ও নিঃসহায় অবস্থায় ফেলিয়া লোকান্তরিত হন। এ জন্য তাঁহার বিদ্যাভ্যাস তাদৃশ কিছুই হয় নাই কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি ও প্রতিভা এই রূপ ছিল যে কেবল ইহারই বলে তিনি এই পৃথিবীকে মোহিত করিয়া যান। ইনি প্রথমাবস্থায় খাদিজা নাম্নী কোন বিধবার অধিকারে নিযুক্ত হন। এই বিধবা মৃতপতির অতুল ঐশ্বর্য্যের আধিপত্য লাভ করিয়াছিল। মহম্মদ বিষয় কার্য্যে অতিশয় নিপুণ ছিলেন বলিয়া অনতিকাল মধ্যেই খাদিজার বিশ্বাসের পাত্র হইয়া উঠেন। পরে এই রমণীরই পাণিগ্রহণ করিয়া স্বয়ং ধনী বলিয়া আরব দেশে প্রখ্যাত হন।

মহম্মদ ধর্ম্ম-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমত লোক-ভয়ে মনের ভাব কাহারই নিকট প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই। কেবল খাদিজা তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। মহম্মদ সর্ব্বাগ্রে এই খাদিজা ও অন্যান্য তিন জনকে আপনার এই সংস্কৃত ধর্ম্ম অবলম্বন করান। কোরাণ তাঁহার ধর্ম্ম পুস্তক ছিল।

১ পূর্ব্বে হিন্দু জাতীয়েরা এই প্রস্তরকে শিবলিঙ্গ বলিয়া পূজা করিত।

তিনি কহিতেন যে যখন গিরিগুহায় নির্জ্জনে একতান মনে ঈশ্বর-চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন, তখন গ্রিব্রিল নামক এক স্বর্গীয় দূত আসিয়া তাঁহাকে কোরাণের শ্লোক প্রদান করিয়া যাইত। এই রূপ প্রবাদ আছে যে এই শ্লোক পাইবার কালে তিনি অপস্মার রোগ-গ্রস্তের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইয়া অনবরত ফেনা উদ্বমন ও উন্মাদের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। কেহ কেহ কহেন যে মহম্মদের মৃগী রোগ ছিল। যাহাই হউক তিনি এই কোরাণকে ঈশ্বর-প্রেরিত নিত্য ও অভ্রান্ত বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস এই যে, ঈশ্বর এক মাত্র। স্বর্গ সুসজ্জিত রাজ-প্রাসাদ অপেক্ষা অনন্তগুণে উৎকৃষ্ট রমণীয় স্থান। এই স্বর্গ সাতটি ও নরকও সাতটি আছে। মনুষ্য পুণ্য সঞ্চয় করিয়া স্বর্গে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর নানা প্রকার বিষয় সকল প্রাপ্ত হয়। যিনি এক কালে পাপ-শূন্য হইতে পারেন নাই, ঈশ্বর তাঁহাকেও তথায় বহু সংখ্য ভোগ্যা স্ত্রী প্রদান করেন। কিন্তু যাঁহারা ইন্দ্রিয় সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুমুক্ষু হন, তাঁহারা তথায় ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার পাইয়া থাকেন। মহম্মদ নরকের বিষয় এই বলেন যে যাহারা অন্যধর্ম্মাক্রান্ত তাহারা অনন্ত কাল তথায় বাস করিবে, কিন্তু যাঁহারা কোরাণিক ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন, ঘোর পাপী হইলেও তাহাদিগকে সাত হাজার বৎসরের অধিক তথায় যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে না। খৃষ্টানদিগের ন্যায় একটি নির্দ্দিষ্ট বিচার-দিবসে ইহাঁর বিশ্বাস ছিল। ইনি কহিতেন, বিচার-দিবসে তুমুল ভেরী শব্দে মৃত ব্যক্তিদিগের আত্মা উত্থিত হইয়া ঈশ্বরের সন্নিহিত হইবে এবং আপনার পাপ পুণ্যানুসারে দণ্ড পুরস্কার লাভ করিবে। অলৌকিক ও অপ্রাকৃতিক কার্য্যে মহম্মদের বিশ্বাস ছিল, তিনি স্বয়ংও তাহার অনুষ্ঠান করিতে পারিতেন। কোরাণে দিবসের মধ্যে পাঁচ বার উপাসনার বিধি আছে। ইহাতে উপাসনার স্থান নির্দ্দিষ্ট নাই; পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন স্থানে উপাসনা করাই প্রশস্ত। কিন্তু প্রতি শুক্রবার সকলে একত্র হইয়া উপাসনা করা আবশ্যক। উপবাস করিয়া দেহ শুষ্ক করা যদিও মহম্মদের অভিমত ছিল না কিন্তু এক মাস উপবাসে বিশেষ ফল লাভ হয়, ইহা তাঁহার অনুমোদিত ছিল। এই এক মাস উপবাসকে মুসলমানেরা রোজা কহে। মুসলমান ধর্ম্মে একাধিক স্ত্রীর পাণি গ্রহণ নিষিদ্ধ নহে এবং মহম্মদও বহু সংখ্য দার গ্রহণ করেন। এই রূপে তিনি প্রাচীন ধর্ম্মের উচ্ছেদ ও নূতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহা প্রচারে উদ্যত হন। প্রচারের চারি বৎসর পরে তিনি স্বয়ং আপনাকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া জনসমাজে প্রকাশ করেন। একে লোকে তাঁহার এই বিরোধী মত শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ করিত; তৎপরে যখন শুনিল যে তিনি আপনাকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া স্বীকার করিতেছেন, তখন তাহাদিগের রোষানল এক বারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। এই অবসরে তাঁহার প্রাণ বধের চেষ্টা হয়। তিনি ইহার সন্ধান পাইয়া মক্কা নগর হইতে মদিনায় পলায়ন করেন। তাঁহার এই পলায়ন-কাল হইতে লোকে হিজরী শক গণনা করিয়া থাকে।

ক্রমশ তাঁহার শত্রু-সংখ্যা অধিক হইয়া উঠে। স্বসম্পর্কীয় লোকেরাও তাঁহার প্রতি বিশেষ বিরক্ত হইয়া তাঁহার সংসর্গ এক কালে পরিত্যাগ ও পদে পদে তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টা করে। তাঁহার পিতৃব্যও এই শ্রেণীর মধ্যে ছিলেন। কিন্তু তিনি কখনই মহম্মদের অনিষ্ট করেন নাই, প্রত্যুত তাঁহাকে সময়ে সময়ে বিশেষ আনুকূল্য করেন।

এই সময়ে মদিনায় তাঁহার ধর্ম্ম বিলক্ষণ প্রচার হয়। অনেকেই পূর্ব্বতন ধর্ম্মে বীত-রাগ হইয়া এই ধর্ম্ম অবলম্বন করে। মহম্মদ এই সুযোগে তথাকার অধিবাসিদিগকে বশীভূত করিয়া স্বয়ংই ঐ দেশের আধিপত্য লাভ করেন। এত দিন তিনি এক প্রকার নিরবলম্ব ছিলেন, সুতরাং মনের মত ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারেন নাই। এক্ষণে তাঁহার অন্তর্ব্বলের সহিত বাহ্য বল দ্বিগুণ হইয়া উঠে। এমন কি মদিনায় আধিপত্য প্রাপ্তির ছয় বৎসর পরে তাঁহার শিষ্য সংখ্যা চতুর্দ্দশ সহস্র হইয়াছিল। এত দিন তাঁহাকে লোকের অন্তরে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত অবসর অনুসন্ধান করিতে হইত, এক্ষণে বল প্রকাশই তদ্বিষয়ে সহায়তা করিল। তিনি একমাত্র তরবারির আশ্রয় লইয়া বহু সংখ্য লোককে তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়া ছিলেন। তিনি কহিতেন ঈশ্বরের নিমিত্ত রক্তপাত পাপাবহ হইতে পারে না এবং তরবারিই স্বর্গের কুঞ্চিকা। মহম্মদ অদৃষ্ট মানিতেন এবং তাঁহার শিষ্যেরাও ইহাতে বিশ্বাস করিত। এই অদৃষ্টে বিশ্বাস থাকাতে প্রচার কার্য্যে বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। তাঁহারা আপনাদিগের অন্যায় অত্যাচার লোকের অদৃষ্টের উপর আরোপ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে ধর্ম্ম প্রচার করিতেন।

তিনি মক্কা পরিত্যাগ করা অবধি তাহা আপনার অধীনস্থ করিবার চেষ্টায় ছিলেন। এক সময়ে কোরেশ জাতীয়েরা বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া মক্কা হইতে স্থানান্তরে গমন করিতেছিল। তিনি বল পূর্ব্বক সেই সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করেন। তদুপলক্ষে কোরেশীয়দিগের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এইটি তাঁহার জীবনে প্রথম যুদ্ধ। কিন্তু তিনি এই যুদ্ধে কোরেশীয়দিগকে পরাস্ত করেন। তৎপরে তাঁহার সহিত ইহাদিগের আবার দুইবার যুদ্ধ হয়, শেষ বারে মহম্মদ প্রায় পরাজিত হইয়াছিলেন কিন্তু কোন প্রকার দৈব উপদ্রবে বিপক্ষেরা রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে। তৎপরে ক্রমশ তাঁহার মক্কা অধিকারের ইচ্ছা বলবতী হয়, এবং যুদ্ধার্থ স্বয়ংই তদভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে কোরেশীয়দিগের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয় এবং তাঁহাকে ঈশ্বর-প্রেরিত এই উপাধি পরিত্যাগ করিয়া তাহাদিগের সহিত সন্ধি করিতে হইয়াছিল।

অনন্তর কিয়দ্দিবস অতীত হইলে তিনি অগ্রে কোন রূপ যুদ্ধ সূচনা না করিয়া সহসা মক্কা আক্রমণ ও কোরেশীয় জাতিকে পরাজয় করেন এবং মক্কার মন্দিরে যে সমস্ত দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি ছিল, তাহা চূর্ণ করিয়া ফেলেন। তদবধি তাঁহার আদেশে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর মক্কায় গমন এক কালে নিষিদ্ধ হইয়া যায়। এই রূপে মহম্মদ ক্রমশ সমস্ত আরব দেশ অধিকার করিয়া আপনার ধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছিলেন। পরে ছয় শত বত্রিশ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহ ত্যাগ করেন। তিনি দেহ ত্যাগ করিলে মক্কা নগরেই তাঁহার সমাধি-মন্দির প্রস্তুত হয়। যখন জনসমাজে বিজ্ঞানের আলোচনা ছিল না, লোকের বুদ্ধি অপেক্ষা বিশ্বাসেরই বল অধিক ছিল, সেই সময়েই উপধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। সামান্য লোকেরা এই উপধর্ম্ম প্রভাবেই মনুষ্যে দেবত্ব প্রদান করেন। মহম্মদও মৃত্যুর পর জনসমাজে দেবতা বলিয়া অনেকেরই ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। কিন্তু যেমন কোন কোন ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তককে আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া প্রচার করিতে দেখা যায়, মহম্মদ সে রূপ দুরাকাঙ্ক্ষাগ্রস্ত ছিলেন না।

স্বপ্ন।

একদা আমি গ্রীষ্মের দুঃসহ তাপে সমস্ত দিন দগ্ধ হইয়া সন্ধ্যা কালে বিন্ধ্যাচলে আরোহণ করিলাম। সমীরণ মৃদু মন্দ গমনে পল্লব-দল আন্দোলিত করিয়া ইতস্তত সঞ্চরণ করিতে লাগিল। সন্ধ্যার সিন্দূর-রাগে নভোমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। ক্রমশঃ গম্ভীর অন্ধকার। বিহঙ্গমগণ নিস্তব্ধ হইল। আকাশ যেন চতুর্দ্দিকে মল্লিকা পুষ্প ফুটাইতে লাগিল। কোন দিকে জনমানব নাই। শান্তি যেন স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইল। আমার সর্ব্বাঙ্গ অলসে অবশ হইয়া আসিল। রজনী জননীর ন্যায় আমাকে ক্রোড়ে লইলেন। নিদ্রিত হইলাম।

নিদ্রাবেশে দেখিলাম যেন আমি কোন বিস্তীর্ণ অরণ্যে উপস্থিত হইয়াছি। উহার চতুর্দ্দিকে বৃক্ষ সকল ফল-ভরে অবনত আছে; কিন্তু যাহারা সেগুলি বহুযত্নে প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহারা নাই, অন্যে তাহা ভোগ করিতেছে। উহার এক দিকে গাঢ় তিমির অন্য দিকে আলোক। ঐ তিমিরের মধ্যে হিংস্র জন্তু সকল মুখ ব্যাদন করিয়া ভ্রমণ করিতেছে, আর পথিক দিগকে দেখিয়া আক্রমণ করিবার চেষ্টায় আছে। এই অরণ্যে যে সকল পর্ণ-কুটীর দেখিলাম, তাহা অতি আশ্চর্য্য। ঐ সকল কুটীরের চতুর্দ্দিকে ছিদ্র। ঐ সকল ছিদ্রের মধ্যে কোনটি বায়ু সঞ্চারের কোনটি বা আলোক প্রবেশের পথ; এই রূপ যতগুলি ছিদ্র আছে, প্রত্যেকেই ঐ গৃহকে পরিস্কৃত ও পরিচ্ছন্ন রাখিয়া সুখ-সেব্য করিতেছে। স্থপতি এই সকল গৃহকে যদিও সুদৃঢ় রূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন কিন্তু দেখিলে বোধ হয় যেন প্রবল ঝঞ্ঝা উপস্থিত হইলেই ঐ গুলি এক কালে নির্ম্মূল হইয়া যাইবে। আমি সেই গৃহের ইতস্তত নিরীক্ষণ করিতেছি, ইত্যবসরে দেখিলাম, একটি তস্কর আপনার কএকটি সহচর লইয়া সন্ধি খনন করিবার নিমিত্ত উহার এক পার্শ্বে গৃহ-স্বামীর অদৃশ্যভাবে দণ্ডায়মান আছে। তাহাকে দেখিবামাত্র আমার সর্ব্বাঙ্গ লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

অনন্তর আমি তথা হইতে নিবৃত্ত হইয়া এক স্থলে দেখিলাম দুইটি সুকুমার বালক অনন্যমনে ক্রীড়া করিতেছে। ঐ বালকদ্বয় স্বভাব-সুলভ চপলতা বশত পথের ধূলি লইয়া কখন কোন বস্তু গড়িতেছে কখন ভাঙ্গিতেছে, কিছুতেই তাহাদের তৃপ্তি লাভ হইতেছে না। এই বালক দ্বয়ের আকৃতির ন্যায় প্রকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন। এক জন যাহাতে হাসিতেছে আর এক জন তাহাতেই কাঁদিতেছে। এক জন যাহা চায় আর এক জন তাহা চায় না। সম্মুখে সন্ধ্যা উপস্থিত কিন্তু ইহারা দেখিয়াও দেখিতেছে না। চতুর্দ্দিকে ভয়ঙ্কর হিংস্র জন্তু তথাচ অসাবধান হইয়া আছে। আমি তাহাদিগের এই রূপ ভাব দেখিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলাম।

এই অবসরে যেন কেহ অলক্ষিত ভাবে কহিতে লাগিল, অবোধ বালক! তোমরা কি ক্রীড়ায় এতই উন্মত্ত আছ যে সম্মুখে গভীর রজনী আসিতেছে দেখিতে পাইতেছ না? এখান হইতে তোমাদিগের গন্তব্য স্থান বহু দূর। পথের মধ্যে নানা প্রকার সম্ব বিষম ভূমি আছে এবং চতুর্দ্দিকে দস্যুরা অন্যের শোণিত পান করিবার নিমিত্ত ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতেছে। সাবধান, এখনই গৃহে যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হও। আমার বাক্যে অপহেলা করিও না। দেখ, আমি তোমাদিগকে দয়া করিবা এই দ্রাক্ষারসের ভাণ্ড ও বংশী প্রদান করিতেছি, পথিমধ্যে বিপদে পড়িলে ও দুর্ব্বল হইলেই এই

রস পান ও এই বংশী বাদন করিবে। এই বলিয়া সেই অলক্ষিত পুরুষ ঐ দুই বালকের প্রত্যেককে দ্রাক্ষারসের ভাণ্ড ও বংশী প্রদান করিলেন।

অনন্তর একটি বালক প্রহৃষ্ট মনে আর একটিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, ভাই! এই মাত্র যে কথা শুনিলাম, ইহাতে বস্তুতই আমার ভয় হইতেছে। দেখ, রাত্রি আসিতেছে, এখন দুই এক জন যাহা দেখিতেছি, যাইবার সময় পথে আর কাহাকেই দেখিতে পাইব না। বিশেষ এই অরণ্যে বিলক্ষণ দস্যুভয় আছে। এস্থানে থাকায় আর আমাদিগের শ্রেয় নাই; অতএব আইস আমরা যাইবার নিমিত্ত এখনই প্রস্তুত হই। দ্বিতীয় বালক কহিল ভাই! তুমি এত ভয় পাও কেন? রাত্রি আসিতেছে তাহাতেই বা কি? এমন রমণীয় অরণ্য ত্যাগ করিয়া এখন আর কোথায় যাইব। আইস আমরা উভয়ে ক্রীড়া করি।

প্রথম বালক দ্বিতীয় বালকের বাক্যে অসম্মত হইয়া গৃহাভিমুখে চলিল। যাইতে যাইতে পথের মধ্যে সে ভীমবেগ এক স্রোতস্বতী দেখিতে পাইল। ঐ নদীর বিস্তার বড় অধিক নহে কিন্তু মধ্যে মধ্যে এক একটি প্রবল বাত্যা উপস্থিত হইয়া তাহার বক্ষঃস্থলে ভয়ানক তরঙ্গ তুলিতেছে। ঐ নদীর তীরে পথিকদিগকে পারাবার করিবার নিমিত্ত ছয় জন কর্ণধার নিরন্তর দণ্ডায়মান আছে। তাহাদিগের মধ্যে কেহ প্রিয়দর্শন কেহ বা বিকটাকার; কিন্তু সকলেরই মুখে মধুর বাক্য ও হৃদয় বিষপূর্ণ। এই ছয় জন কর্ণধারের মধ্যে স্থির-বিদ্যুতের ন্যায় রমণীয়-মূর্ত্তি একটি স্ত্রীলোক ছিল। ঐ সর্ব্বাসুন্দরী নারী হাসিতে হাসিতে আসিয়া কহিতে লাগিল, পথিক! এই নদীর মধ্যে আমি এক অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, ইহাতে অবগাহন করিলেই তুমি তাহা দেখিতে পাইবে। আমার সেই প্রাসাদ স্বর্ণময়, দেখিবা মাত্র সকলেই মোহিত হয়। এক্ষণে তুমি আমার সহিত তথায় চল। আমি তোমাকে নানাবিধ ভোগ্য বস্তু প্রদান পূর্ব্বক সুখে রাখিয়া পশ্চাৎ নদী পার করিয়া দিব। বালক স্বীয় স্বাভাবিক চপলতা বশত সেই নারীর মধুর বাক্যে আর্দ্র প্রায় হইয়া ছয় জন পুরুষ ও ঐ নারীর সমভিব্যাহারে এক জীর্ণ কাষ্ঠফলকে আরোহণ পূর্ব্বক নদী বাহিয়া চলিল। নদীর তরঙ্গ-বেগ বৃদ্ধি হইল, তখন সে কেবল একমাত্র নারী ও ছয় জন পুরুষকে অবলম্বন পূর্ব্বক যথায় প্রবাহ বেগ লইয়া যায়, সেই দিকে চলিল। কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতেই সে ক্রমশ পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িল। নদীর তরঙ্গ দেখিয়া তাহার মনে আতঙ্ক উপস্থিত হইল। তখন অরণ্য মধ্যে সেই পুরুষ অদৃশ্য ভাবে থাকিয়া বিপদ নিবারণ ও বলাধানের নিমিত্ত যে দ্রাক্ষারস দিয়াছিলেন, সে তাহা পান করিল এবং মনের আনন্দে ঘন ঘন বংশীরব করিতে লাগিল।

ক্ষণকাল মধ্যে ঐ স্ত্রীলোক সহচর পুরুষগণের সহিত অন্তর্ধ্যান করিল। তদ্দর্শনে বালক স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, এ কি! যে স্ত্রীলোক ও ছয় জন পুরুষ আমার সহিত আসিতে ছিল, তাহারা কোথায় গমন করিল। বোধ হয় আমাকে কোন কুহকিনী মায়াজাল বিস্তার করিয়া ছলনা করিয়া থাকিবে? যাহাই হউক, আমি প্রথমত যে দিকে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, প্রবাহ-বেগে তাহার বহু দূরে পড়িয়াছি। সঙ্গেও এই দ্রাক্ষরস ভিন্ন অন্য কোন রূপ প্রাণ ধারণের উপায় নাই। বালক এই রূপ ও অন্যান্য রূপ নানা প্রকার চিন্তা করিয়া পুনরায় পূর্ব্ব-পথে চলিল।

দেখিতে দেখিতে নদী-বেগ কমিয়া আসিল। কিন্তু তখনও নদী পার হইবার

বিস্তর বিলম্ব আছে। বালক সেই জীর্ণ কাষ্ঠ ফলক পরিত্যাগ করিয়া প্রবাহ বশে উপনীত এক সুদৃঢ় ফলকে আরোহণ পূর্ব্বক সেই দ্রাক্ষারস পান ও ঘন ঘন বংশীরব করিয়া মনের আনন্দে চলিল। কোন ভয় নাই কোন বিপদ নাই সে অনায়াসে নদীকূলে উত্তীর্ণ হইল। পরে সেই নদীতীর হইতে আরও কিয়দ্দূর গমন করিয়া স্বস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

এই স্থান অতি মনোহর। এ স্থানে রোগ নাই, শোক নাই ও সন্তাপও নাই। তথায় ঐ অরণ্যের ন্যায় জীর্ণ পর্ণকুটীরেও বাস করিতে হয় না। বালক ঐ স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র কতকগুলি দিব্য পুরুষ তাহার নিকট আসিয়া কহিলেন ভ্রাতঃ! তুমি ভবাটবী হইতে অনেক ক্লেশে আসিয়াছ, এক্ষণে এই শান্তি-সলিলে অবগাহন করিয়া শ্রান্তি দূর কর। এই বলিয়া তাঁহারা সকলে তাহাকে লইয়া চলিল।

পূর্ব্বে যে অরণ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছি তথাকার নিয়ম এই যে কেহই তথায় স্বেচ্ছামত বহু দিবস বাস করিতে পারে না। দ্বিতীয় বালক সেই অরণ্য হইতে ধীরে ধীরে আসিতেছিল। দ্রাক্ষারস পান ও বংশী বাদনে তাহার কখনই প্রবৃত্তি হইত না। সে যদিও কখন কখন বিপদে পড়িয়া সেই অদৃশ্য পুরুষের বাক্য স্মরণ পূর্ব্বক বংশীধ্বনি করিতে ইচ্ছুক হইত কিন্তু তাহা ঐ অরণ্যের ধূলি লাগিয়া এমনি মলিন হইয়া ছিল যে কিছুতেই ধ্বনিত হইত না। আসিতে আসিতে সে পথের মধ্যে জীর্ণ শীর্ণ ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। সে সেই নদীতে আসিয়া বহুকাল সেই নারীর সহিত পরম সুখে বাস করিল, ঐ নারীর ছয় জন অনুচর নিরন্তর তাহার সংসর্গে থাকিত। সে সতত্তই তাহাদিগের পরামর্শ শুনিত এবং সেই রমণীর হস্তে আপনার স্বাধীনতা সংপূর্ণ বিক্রয় করিয়া ছিল। পরিশেষে ঐ নির্ব্বোধ বালক নদী-তরঙ্গে ও প্রবল ঝটিকায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বহুক্লেশে বহুদিবসের পর পরপারে উত্তীর্ণ হইল।

অনন্তর সে নদী পার হইয়াই অতিশয় বিষণ্ণ হইল। নদী-সংক্রান্ত অতীত বৃত্তান্ত সমুদায় স্মরণ হইয়া বিকারী রোগীর ন্যায় অন্তর্দাহে দগ্ধ হইতে লাগিল। পথিমধ্যে সেই নারী ও ছয় জন পুরুষ তাহাকে প্রলোভিত করিয়া তাহা দ্বারা যে সকল কুকার্য্য সাধন করিয়া লইয়াছিল, তৎসমুদায় হৃদয়-মধ্যে যেন মর্ম্ম-বেদনা উপস্থিত করিল। এই অবসরে এক অদৃশ্য পুরুষ তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৎস! এত দিন যাহা হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিয়া আর তুমি কি করিবে। এখন আমার সহিত আইস এবং আমার আদেশানুসারে সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান কর। তখন সেই বালক এই শ্রুতি-সুখকর মধুর বাক্যে আশ্বস্ত হইল। ক্রমশ তাহার মনের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্ত হইয়া গেল। এত দিন সে দ্রাক্ষারস পান ও বংশী বাদন করিত না, এক্ষণে সেই রস পান করিয়া উন্মত্ত হইয়া অনবরত বংশী বাদন করিতে লাগিল। সুখ ও শান্তি আপনা হইতেই তাহার নিকট আসিল। ক্রমশ সে গৃহের সন্নিহিত হইল এবং পরমানন্দে তন্মধ্যে প্রবেশ করিল।

এই অবসরে বিন্ধ্যাচলে ঘন ঘটা গম্ভীর গর্জ্জন করিয়া উঠিল। অমনি আমারও নিদ্রাভঙ্গ হইল।

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবা ভিবর্দ্ধতে॥
মহাভারত।

গবয়।

শ্রীহট্ট ত্রিপুরা চট্টগ্রাম প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশে গবয় নামক এই পশু জন্মিয়া থাকে। তথাকার লোকেরা ইহাকে গেয়ল এবং এতদ্দেশীয়েরা গবয়-গো বলে। বস্তুত ইহা গো বা মহিষ জাতীয় নহে। ইহা একটি স্বতন্ত্র পশু।

এই পশু বিলক্ষণ হৃষ্ট পুষ্ট ও বলবান্ হইয়া থাকে। ইহার ললাট অতিশয় প্রশস্ত ও শৃঙ্গ অনতি দীর্ঘ ও ক্রমশ সূক্ষ্ম। কর্ণ বিলক্ষণ লম্বা ও চওড়া। ইহার গলকম্বল প্রশস্ত ও তরঙ্গায়মান নহে এবং উহাতে লম্বা ও দৃঢ় লোম আছে। কিন্তু যখন এই পশুর বয়স নিতান্ত অল্প, তখন তাহার গলকম্বল দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার কেশর ও ককুদ নাই। ইহার স্কন্ধ দেশ ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উচ্চ হইয়া গিয়াছে। চক্ষুদ্বয় বৃষের ন্যায়। কিন্তু বয়স অধিক হইলে ইহারা প্রায়ই অন্ধ হইয়া যায়। ইহাদের সর্ব্বাঙ্গ পিঙ্গল বর্ণ লোমে আচ্ছাদিত কিন্তু উদরস্থ লোমের বর্ণ তাদৃশ পিঙ্গল নহে। কোন কোনটির পা ও মুখ শ্বেত বর্ণ দেখা যায়। লাঙ্গুল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোমাবৃত এবং উহার শেষে লোমের একটি গুচ্ছও আছে। এই পশুর চারি পা বিলক্ষণ স্থূল এবং শব্দ মহিষেরই অনুরূপ। এই গবয় পশু সিংহ ব্যাঘ্রাদির ন্যায় হিংস্র-স্বভাব নহে। ইহারা সর্ব্বদাই শান্ত ভাবে থাকে। এমন কি যখন বনের মধ্যে স্বাধীন ভাবে থাকিতে পায়, তখনও মানুষ দেখিলে দূরে পলায়ন করে। ইহারা প্রান্তরের তৃণ ও বন্য পত্র লতাদি ভক্ষণ করিয়া থাকে। উত্তাপ ইহাদিগের সহ্য হয় না। দিবা দুই প্রহরের সময় রৌদ্রের উত্তাপ বৃদ্ধি হইলে গবয় জাতি নিবিড় জঙ্গলে গিয়া বাস করে। মহিষাদির ন্যায় ইহারা কখনই পঙ্কে পতিত হয় না। ইহাদের স্ত্রীজাতি পুরুষ অপেক্ষা দেখিতে প্রায়ই দীর্ঘ হয়।

কুকিরা এই পশুকে গৃহে পালন করিয়া থাকে। এই পশুর মাংস কুকিদিগের একটি প্রিয় খাদ্য। ইহারা উৎসব-বিশেষে এই পশু হত্যা করিয়া থাকে। গবয়ের দুগ্ধ অতি সুস্বাদু এবং ইহাতে উত্তম নবনীত প্রস্তুত হয়। কিন্তু কুকীরা ইহার দুগ্ধ পান করে না। এই পশুর চর্ম্মে কুকিদিগের নানা প্রকার ব্যবহার্য্য বস্তু প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহারা এই পশুকে মৈরাম ও মায়ারাম নামক পার্ব্বত্য দেবতাদিগের নিকট বলিদান করে এবং আবশ্যক হইলে রাজাকে উপঢৌকন দেয়।

গবয় জাতি প্রায় কুড়ি বৎসর জীবিত থাকে। তিন বৎসর বয়স অতীত হইলে এই পশুর শাবক জন্মে। শাবক প্রায় এগার মাস গর্ভে বাস করে। কুকিরা এই পশুকে বলীবর্দ্দের ন্যায় ভার বহন করিতে দেয় না। কুকিরা এই শাবকদিগকে প্রতিদিন রাত্রিকালে লবণ খাওয়াইয়া থাকে। ক্রমশ লবণ ভক্ষণ ইহাদিগের অভ্যাস হইয়া যায়। ইহা দ্বারা উপকার এই যে গবয়েরা স্বাধীন ভাবে যথেচ্ছা সঞ্চরণ করিলেও লবণের লোভে রাত্রিকালে আবাসে প্রত্যাগমন করিয়া থাকে। কিন্তু যদি কুকিদিগকে কোন কারণে পূর্ব্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গিয়া বাস করিতে হয়, তাহা হইলে তাহারা যাইবার কালে অগ্রে এই গবয়-গৃহে অগ্নি প্রদান করিয়া থাকে। নতুবা লবণের লোভে গবয়েরা পুনরায় ঐ স্থানে আইসে।

এই সকল স্থানের হিন্দুরা কদাচই গবয় হিংসা করে না। তাহারা কহে গবয় গো-সদৃশ। এই কারণে গবয় জাতিকে গোর ন্যায় পবিত্র নেত্রে দর্শন করিয়া থাকে। এই

গবয়ের আর এক প্রকার শ্রেণি আছে। তত্রত্য হিন্দুজাতীয়েরা মহিষাদির ন্যায় তাহাদিগকে শীকার করিয়া থাকে। এই গবয় শ্রেণীকে অধিকাংশ চট্টগ্রামে দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে ইহাদিগকে গৃহে পালন করিতে পারে না এবং ইহারা ব্যাঘ্রাদির ন্যায় হিংস্র-স্বভাব। কিন্তু কাচারের ক্ষত্রিয় রাজারা পূর্ব্বোক্ত গবয় বলি দান করিয়া দেবতার আরাধনা করিয়া থাকে।

সংস্কৃত গ্রন্থে এই গবয় জাতিকে বনগো এবং গবয়স্ত্রীকে ভিল্লগাবী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ভিল্ল এখনকার ভিল্ জাতি। ইহারা পর্ব্বতে বাস করে। ইহারা এই গবয় পোষণ করিত এই জন্য গবয় স্ত্রীর ভিল্ল-গাবী নাম হইয়াছে।

পূর্ব্ব কালে এই ভারতবর্ষে যজ্ঞাদিতে গবয় হত্যা হইত। বাজসনেয়ী যজুর্ব্বেদের এক স্থলে এই রূপ লিক্ষিত আছে যে তিনটি তার্ক্ষ বায়ু দেবতাকে তিনটি মহিষ বরুণকে বহু সংখ্য গবয় বৃহস্পতিকে এবং অসংখ্য উষ্ট্র ত্বষ্টাকে উৎসর্গ করিয়া দিবে।

সামবেদীয় কর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতি।

ভবদেব ভট্ট প্রণীত।

বিবাহ।

জাতি-কর্ম্ম।

১ বিবাহদিবসে প্রথমে পিতার সপিণ্ড অথবা সুহৃৎ যব মসুর ও মাষ কলায়ের শ্লক্ষ্ণ চূর্ণ সকল একীকৃত করিয়া কন্যাকে মাখাইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র দ্বারা স্নান করাইবেক। মন্ত্রে যে স্থলে "অমুং" আছে, তাহার স্থানে "অমুক দেবশর্ম্মাণং" বলিয়া পাত্রের নাম নিক্ষেপ করিবেক।

প্রজাপতি ঋষিঃ প্রস্তাবপঙ্ক্তিশ্ছন্দঃ কামোদেবতা জাতি কর্ম্মণি কন্যায়াঃ পানীয় প্লাবনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ কাম বেদ তে নাম মদো নামাসি সমানয়ামুং সুরা তেঽভবৎ পরমত্র জন্মাগ্নে তপসো নির্ম্মিতোঽসি স্বাহা।

হে 'কাম' 'বেদ' জানাসি 'তে' তব 'নাম' 'মদঃ নাম অসি' মদনামা ত্বং ভবসি। 'সমানয়' সম্যক্ প্রাপয় 'অমুং' অমুকনামানং পতিং। ইয়ং কন্যা 'তে' তুভ্যং 'সুরা' 'অভবৎ' মদুৎপত্ত্যর্থং সুরা অভূৎ সুরয়া হি কাম উৎপদ্যতে। 'পরং' উৎকৃষ্টং 'অত্র' অস্যাং কন্যায়াং 'জন্ম' উৎপত্তিঃ 'অগ্নে' হে কাম। অগ্নিপূর্ব্বকমিব কাম-পূর্ব্বকং সর্ব্বং কর্ম্ম প্রর্ত্ততে ইত্যতঃ কাম এব সম্বুধ্যতে অগ্নে ইতি। হে কাম অস্যাং কন্যায়াং তব উৎকৃষ্টং জন্ম কন্যাহি কামস্য উৎকৃষ্টমুৎপত্তিস্থানমিতি। 'তপসঃ' স্ত্রৈণাত্তপসঃ 'নির্ম্মিতঃ অসি'।

হে কাম! তুমি তোমার নাম জানিতেছ, তোমার নাম মদ; তুমি অমুক দেবশর্ম্মাকে সম্যক আনয়ন কর। এই কন্যা তোমার সুরাস্বরূপ: ইহাতে তোমার উৎকৃষ্ট জন্ম হয়; তুমি পুরুষ-দিগকে সাধনা করিবার নিমিত্ত স্ত্রীদিগের তপস্যা হইতে সৃষ্ট হইয়াছ।

২ তৎপরে নিম্নোক্ত দুইটি মন্ত্র দ্বারা ক্রমে কন্যার মস্তকে কিঞ্চিৎ জল ও ক্রোড় দেশে বহুতর জল প্রদান করিবেক।

প্রজাপতিঋর্ষির্ম্মধ্যে জ্যোতির্জ্জগতীছন্দ উপস্থরূপঃ কামোদেবতা জাতি কর্ম্মণি কন্যায়া উপস্থ প্লাবনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ইমং ত উপস্থং মধুনা সংসৃজামি প্রজাপতের্ম্মুখমেতদ্দ্বিতীয়ং তেন পুংসোঽভিভবাসি সর্ব্বানবশান্ বশিন্যসি রাজ্ঞী স্বাহা।

হে কন্যকে 'ইমং' 'তে' তব 'উপস্থং' আনন্দেন্দ্রিয়ং 'মধুনা' মদ্যেন 'সংসৃজামি' সংযোজযামি যতঃ 'প্রজাপতে' র্ম্মুখমেতদ্দ্বিতীয়ং। দ্বিমুখোহি প্রজাপতিঃ। একং মুখং ব্রহ্মগ্রহণার্থং অপরং প্রজোৎপাদনার্থং মুখতোহি প্রজা অসৃজদিতি শ্রুতেঃ। যতঃ 'তেন' 'অবশান্' অপি 'পুংসঃ' 'অভিভবাসি' বশীকরোষি। 'বশিনী কান্তিমতী 'রাজ্ঞী' স্বামিনী সর্ব্বকামানাং অসি।

হে কন্যে! তোমার এই উপস্থ মধুযুক্ত করি, ইহা প্রজাপতির দ্বিতীয় মুখ; তুমি ইহা দ্বারা অবাধ্য পুরুষগণকেও বশীভূত করিয়া থাক; তুমি কান্তিমতী রাজ্ঞী।